চাঁদ সদাগর

দৃশ্য কাব্য

মন্মথ রায়

আর্ট থিয়েটার লিঃ তত্ত্বাবধানে মনোমোহন-রঙ্গমঞ্চে অভিনী

প্রথম অভিনয় রজনী—২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

চতুর্থ সংস্করণ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরম পণ্ডিত

৺রামপ্রাণ গুপ্ত

দাদামহাশয়ের

পুণ্য-স্মৃতিতে

উৎসর্গীকৃত

মন্মথ রায়

লেখকের কথা

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে "চাঁদ সদাগর" একমাসেরও কম সময়ে লিখিতহইযা আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত মনোমোহন থিয়েটারে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

"চাঁদ সদাগর" লিখিতে বসিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সর্প-বিভীষিকায চমকিত হইয়াছি···সেই কথা আমার দাদামহাশয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরমপণ্ডিত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়কে যখনই বলিয়াছি, তিনি হাসিযা উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অভিশাপ আমাকে ত্যাগ করে নাই। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বসিয়া যখন তিনি পরবর্ত্তী রাত্রিতে মনোমোহনে আমার নাটক অভিনযের সুখস্বপ্নে মুগ্ধ, তাঁহার পাশে বসিয়া থাকিয়াও বুঝি নাই অভিশাপ এত কাছে! ঐ রাত্রিতেই তিনি সন্ন্যাস রোগে সহসা আক্রান্ত হইয়া আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। জীবনমরণের পরম শিল্পী আমার জীবনের এই চরম অভিশাপ যেমন করিয়া আঁকিযা দিলেন, আজ শুধু মনে হইতেছে "চাঁদ সদাগরে"র জীবনে আমি যদি তাহা অমনি তীব্রভাবে আঁকিতে পারিতাম!

"চাঁদ সদাগর" যখন লিখি তখন শ্রদ্ধেয় বান্ধব শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কর বি-এল, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, এবং শ্রদ্ধেয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর বসু বি-এল, মহাশয়গণ আমাকে আন্তরিক উৎসাহে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। মনোমোহন থিয়েটারে এই নাটকখানির প্রয়োজন কার্য্যে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-সেক্রেটারী অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র

গুহ, এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী যেরূপ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রায় দেড় মাস সময় মধ্যে যেরূপ মহাসমারোহে এই নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। ধন্যবাদে তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা সম্যক জ্ঞাপন হইবে না বলিয়া তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

আমার "মুক্তির ডাকে" যাঁহার করুণায় সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল, এবার "চাঁদ সদাগরে"ও তাঁহার সেই অপরিসীম স্নেহ-ধারা হইতে বঞ্চিত হই নাই। সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব "চাঁদসদাগরে"র গান কয়েকটী রচনা করিয়া দিয়া নাটকের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন।

পুরাণ-উল্লিখিত বেহুলার উপাখ্যানে কল্পনার তুলিতে আমার প্রয়োজন মত রং দিয়াছি, তাহাতে কাহারো চরিত্র-গৌরব হীন হইয়া থাকিলে আমি পাঠক এবং দর্শকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট…পোষ্ট টাউন;
দিনাজপুর।
১৯শে সেপ্টেম্বর; ১৯২৭।

মন্মথ রায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

মহাদেব			
ইন্দ্র			
চন্দ্র			
সূর্য্য			
যম			
ধন্বন্তরী			
আস্তিক	...	...	মনসার পুত্র।
চাঁদ সদাগর	...	...	চম্পকরাজ।
লক্ষ্মীন্দর	...	...	ঐ পুত্র।
দুর্য্যোধন	...	...	ঐ সেনাপতি।
নেড়া	...	...	ঐ ভৃত্য।
ধনা, মনা	...	...	ধন্বন্তরীর শিষ্যদ্বয়।
সায় সদাগর	...	...	নিছনি নগরের রাজা।
	..	...	দক্ষিণপাটনের রাজা।
	...	...	কামার।
	...	...	ছদ্মবেশী।

পুত্রগণ, সাপুড়েগণ, পূজারিগণ, দৌবারিক,
নগরাধ্যক্ষ, রক্ষিগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

চণ্ডী			
মনসা			
নেতা	...	...	মনসার ভগিনী।
তরুণী	...	...	ছদ্মবেশিনী।
সনকা	...	...	চাঁদ সদাগরের স্ত্রী।
অমলা	...	...	সায় সদাগরের স্ত্রী।
বেহুলা	...	...	ঐ কন্যা।

সর্পসঙ্গিনীগণ, সাপুড়ে-স্ত্রীগণ, দেবদাসী ও সেবাদাসীগণ,
পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

চাঁদ সদাগর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালীদহ-তীর

কালীদহ-তীরস্থ অরণ্যানী মধ্যে কুঞ্জবীথি। কুঞ্জবীথিটি একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের কয়েকটি শাখা অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে। বটবৃক্ষের শাখা জড়াইয়া বৃহৎ বৃহৎ অজগর সর্প অলস ভাবে অবস্থান করিতেছে। নীচে শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর নানাবিধ মণিমাণিক্য ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ছোট বড় নানাবিধ সাপ সেই স্থানে কিলিবিলি করিতেছে। কুঞ্জবীথিতলে বটবৃক্ষের গুঁড়িতে মাথা রাখিয়া সর্পকুলরাণী মনসাদেবী অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে বিশ্রাম করিতেছেন। সর্পসঙ্গিনীগণ তাঁহার চোখে ঘুম আনিয়া দিবার জন্য একটি ঘুমপাড়ানি গান গাহিতেছে।

গীত

ঘুম আয় আয় ঘুম,
সন্ধ্যায় নিঃঝুম, কল্পনা কুঙ্কুম
স্বপ্নের বনছায়।
চুপ চুপ কি বলিস্ ও কি কথা ইস্ ইস্!
নিশি নয় নিশ পিস্—

ঢাকেনি তো দশদিশ মিশ্ কালো ঘোমটায় !
তবে কেন ডাক দিস্ ঘুম আয় ইস্ ইস্ !
দিন যায় আয় ঘুম, আঁখি পেতে চায় চুম,
এনে দে আঁধার ধূম,
ঘুম শুধু মন চায়।
চুপ চুপ কি বলিস্ ও কি কথা ইস্ ইস্—
কালীদহে খালি বিষ, কালো যেন মিশ্ মিশ্
আনো আনো অমানিশা খুন করে জ্যোৎস্নায় !
চুপ চুপ কি বলিস্
ও কি কথা ইস্ ইস্ !

ক্রমে মনসাদেবী ঘুমাইয়া পড়িলেন। সর্পসঙ্গিনীগণ গান গাহিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ মনসাদেবীর কিশোর পুত্র আস্তীক ছুটিয়া প্রবেশ করিয়াই ডাকিল "মা ! মা !" অন্য দিক হইতে তৎক্ষণাৎ মনসাদেবীর ভগিনী নেতা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন……

নেতা। চুপ্…চুপ্ ! ঘুমিয়েছে…দুঃখে কষ্টে দুশ্চিন্তায় ওর চোখে ঘুম আসে না…আজ সর্পসঙ্গিনীরা বহু চেষ্টায় ওর চোখে সেই ঘুম এনে দিয়েছে…ডেকো না…ওকে এখন ডেকে তুলো না !, তুমি কি চম্পক-নগর থেকে ফিরে এলে ?…চাঁদ সদাগর কি বল্‌ল ? পূজা কর্ব্বে ? সে তোমার মাকে পূজা কর্ব্বে ?

আস্তীক। পূজা ?…পূজা ?…হাঁ…সে পূজা কর্ল।…কিন্তু শাঁখ বাজিয়ে নয়, ঘণ্টা বাজিয়ে নয় !…তার আদেশে দামামা বেজে উঠ্‌ল…ছুটে তার অনুচররা চলে এল…

নেতা। এবার তবে ঘুম ভাঙাবো…এবার তবে ঘুম ভাঙাবো… (ছুটিয়া মনসাদেবীর কাছে যাইয়া) ওঠ বোন…ওঠ !…আস্তীক

চম্পকনগর থেকে খবর এনেছে…চাঁদ সদাগর তোমার পূজা করেছেন।

মনসা। (উঠিয়া) পূজা করেছে? চাঁদ আমার পূজা করেছে…?

নেতা। হাঁ পূজা করেছে। (আস্তীকের দিকে চাহিলেন)

আস্তীক। হাঁ…শাঁখ বাজিয়ে নয়, ঘণ্টা বাজিয়ে নয়…তার আদেশে দামামা বেজে উঠ্‌ল!…ছুটে তার অনুচররা চলে এল!

মনসা। তার পর? (আস্তীককে স্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন)

নেতা। তার পর?

আস্তীক। (মাতার স্নেহপাশ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া)…চাঁদ তাদের আদেশ দিল…কি আদেশ দিল শুনবে?

মনসা ও নেতা রুদ্ধনিশ্বাসে কি আদেশ হইল শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিলেন

মনসা ও নেতা। তবে পূজা করে নি?

আস্তীক। চণ্ডীদেবীর সঙ্গে কি মা তোমার বিরোধ আছে?

নেতা। চণ্ডীর সঙ্গে বিরোধ?…বুঝেছি! (মনসাকে সম্মুখে টানিয়া আনিয়া)…তোমার মার চোখ দু'টি কি কোন দিন ভালো করে দেখ নি?

আস্তীক। ঐ কমল-আঁখিতে আঘাত চিহ্ন দেখেছি…তবে কি?… তবে কি?…

নেতা। হাঁ বাবা!…এ তাঁরি কাজ।…কিন্তু চাঁদ সদাগর…

আস্তীক। সেই চণ্ডী…সেই চণ্ডীর স্বর্ণ-মূর্ত্তি দেখে এলুম—তুষার-মূর্ত্তি শিবের বাম পার্শ্বে… ঐ চাঁদ সদাগরের সিংহদ্বারের পুরোবর্ত্তী মন্দিরে। আমি ভেঙে এলুম না কেন সেই স্বর্ণ-মূর্ত্তি!

নেতা। শিবের বিধান আছে চাঁদ পূজা না কর্লে মর্ত্তে মনসার পূজা প্রচলন হবে না।…চাঁদ সদাগর কি আদেশ দিল আস্তীক?

আস্তীক। এই শিবদুর্গার রাজ্যে কোন নরনারী মনসার পূজা কর্ত্তে পার্ব্বে না…রাজাজ্ঞায় মনসার পূজা নিষেধ!

মনসা ও নেতা স্তম্ভিত হইলেন

আস্তীক। শুনে এখনি স্তম্ভিত হচ্ছ? স্তম্ভিত হবার সময় এখনো আসে নি!…

নেতা। আর কি বলেছে আস্তীক?

মনসা। আমার পূজা করলে আমি তাকে ধরণীশ্বর কর্ব্ব…বলেছিলে?

আস্তীক। আমার এই প্রস্তাবে সে…কি বলব মা! কি বলব মা! সে…

নেতা। কি বলল…কি বলল সে?

আস্তীক। কিছু বলেনি…কিছু বলল না…

নেতা। তবে?

মনসা। তবে?

আস্তীক। সে থুৎকার দিল!…শোন মা…তাতেও আমি বিচলিত হইনি। তাতেও আমি বিচলিত হইনি। আগুন! আগুন! আমার মাথায় আগুন ছুটল তখন…যখন সে তোমার জন্ম নিয়ে পরিহাস কর্ল…আমার পিতা কে…কোথায় আমার পিতা…জিজ্ঞাসা করে আমায় উপহাস কর্ল! আমি জানি মা তুমি অযোনিসম্ভবা…তুমি মহাদেবের মানসকন্যা রূপে কমল বনে আবির্ভূতা।…কিন্তু মা…কিন্তু মা…(হঠাৎ মুখ নীচু করিলেন)

মনসা। বুঝেচি আস্তীক।… তুমি জন্ম অবধি তোমার পিতাকে দেখনি

বলে···আজ তোমার ঐ আনত দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরেছি।···নিয়তি আমার সঙ্গে যে কি নির্ম্মম খেলা খেলেছে তা তুমি জান না··· জানো না বলেই যা আমার অতি গর্ব্বের ··অতি গৌরবের···সেই স্বেচ্ছা-বৃত স্বামী-সঙ্গ ত্যাগ ঐ দাম্ভিক সদাগরের কথায় তোমার মনে আজ ক্ষোভের সঞ্চার করেছে!···তোমার পিতা—(নেতার দিকে চাহিলেন)

নেতা। তোমার পিতা তাপস-শ্রেষ্ঠ জরৎকারু মুনি।

মনসা। বল্ নেতা—

নেতা। তুমিই বল দিদি··

মনসা। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল আমি তাঁর সুখের ব্যাঘাত কর্লেই তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে পুনরায সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন। একদিন তিনি আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে হ'ল অন্ধকার হয়ে এল। চেয়ে দেখি মেঘে ঢাকা আকাশে সূর্য্য দেখা যায় না। তাঁর সায়ংসন্ধ্যার সময় বয়ে যায় আশঙ্কায় ভাবলুম তাঁকে ডাকি···আবার ভাবলুম তাঁর কঠোর কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা। ···সুখে ঘুমোচ্ছেন, আমারই কোলে মাথা রেখে সুখে ঘুমোচ্ছেন!··· জাগা'লে যদি সুখের ব্যাঘাত হয়···তবে হয় তো···তবে হয় তো— তাঁকে জন্মের মতো হারাবো! পরক্ষণেই আবার মনে হ'ল আমার কপাল ভাঙবার আশঙ্কায় আমি তাঁর ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত কর্ছি! আস্তীক! আস্তীক! আমি প্রলোভনে পড়লুম! পরীক্ষায় পড়লুম! কি কর্ব্ব! আমি কি কর্ব্ব!

আস্তীক। কি কর্লে? তুমি কি কর্লে?

মনসা। আমি তাঁকে ডেকে তুললাম।

আস্তীক। তার পর?

নেতা। আকাশে মেঘ হয়েছিল। মেঘ হয়েছিল কি—নিয়তি মেঘ রচনা করেছিল। মুনি জেগে উঠলেন। মেঘ সরে গেল…রাঙা সূর্য্য খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল!

মনসা। নিয়তি অমনি করেই হেসে ওঠে!—তিনি গৈরিক বাস পরিধান করে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে আমায় ত্যাগ করে বনের পথে পা বাড়ালেন! আমি কাঁদতে লাগলুম! আমার দুঃখে কাতর হয়ে আশ্রমের পশুপাখী নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল! সাপগুলো তাঁর পা জড়িয়ে ধর্‌ল! আমি বললুম "ওগো! আমার গতি?" তিনি ক্ষেপে উঠলেন—সাপ তাঁর পা জড়িয়ে ধরেছিল বলে তিনি ক্ষেপে উঠলেন…

নেতা। বললেন, ঐ সাপ দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে আমার সন্ন্যাস পথেও যখন বিঘ্ন সৃষ্টি কর্ত্তে তোমার সাহস হয়েছে…ঐ সাপই তোমার গতি হবে…ঐ কুটিল বক্র সাপই তোমার গতি কর্ব্বে!

মনসা। তিনি চলে গেলেন। আমি লুটিয়ে পড়লুম।

আস্তীক। মা! মা!

নেতা। তখন তুই পেটে।…যেই তোকে বুকে পেলুম, আমি চলে এলুম আমার সর্পরাজ্যে। আস্তীক! আস্তীক!…ঐ দেখ সাপের কুটিল আর বক্র গতি!…আর আমার দোষ নেই! আমি মহাদেবের মানসকন্যা…মাতৃগর্ভে আমার স্থান হয়নি! মহাদেব যদিও বা আমাকে শুধু পিতার স্নেহে লালন পালন কর্ব্বার জন্য কৈলাসে নিয়ে গেলেন…

নেতা। চণ্ডীঠাকুরাণীর তাও সহ্য হল না। তোমার মার ঐ দু'টি কমল

আঁখির রূপ তাঁর সহ্য হল না। তাঁর অত্যাচারের আশঙ্কায় তিনি তোমার মাকে তাঁর বিরাট কমণ্ডলুর মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। চণ্ডী সন্ধান পেয়ে কমণ্ডলুর নলের মধ্যে কুশ চালিয়ে ঐ কমল আঁখি কাণা করে দিলেন—

আস্তীক। তাই চাঁদ তোমায় চেঙ্গমুড়ীকাণী বলে উপহাস কর্ল! তাই? তাই? তাই?

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন

মনসা। আর আমার দোষ নেই! আর আমার দোষ নেই। মাতৃগর্ভে আমার স্থান হয়নি···দেহে মায়ামমতার নাড়ী নেই। বিমাতা বিনা দোষে আমার চোখে আঘাত কোরেছেন···তাঁরি কাছে সেইদিন বিনাদোষেও আঘাত করে—কেমন করে রুদ্র আনন্দ লাভ করা যায় শিক্ষা পেয়েছি। বিনাদোষে স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করেছেন—অকারণ কঠোর আর কঠিন হতে হয় কেমন করে, আমি তাঁর কাছেই ভালো করে—মর্ম্মে মর্ম্মে শিখেছি—দেবতার কন্যা হয়েও স্বর্গের দেবী হতে পার্লুম না—মর্ত্ত্যের পূজা পেলুম না!···

নেতা। যখন চাঁদ পূজা কর্লে না—তখন মর্ত্ত্যের পূজা—

মনসা। জানি, পাব না—তবু—

আস্তীক। পাবে তুমি ঘৃণা···পাবে তুমি অপমান—

মনসা। জানি, পাব ঘৃণা·· পাব অপমান···তবু—

নেতা। তবু?

মনসা। তবু একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখব এই···এই অভিশপ্ত জীবনেই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব···আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারি কি না! পিতার ওপর প্রতিশোধ নেব! স্বামীর ওপর

প্রতিশোধ নেব! নিজের জন্মের ওপর প্রতিশোধ নেব! ঐ সদাগর…ঐ দাম্ভিক সদাগরের দর্প চূর্ণ কর্ব্ব!

আস্তীক। চূরমার কর্ব্ব…আজই…এখনই…

নেতা। আজই!

আস্তীক। এখনই। মা! আমি যুদ্ধে চললুম!

নেতা। সে কি! যুদ্ধ!…কোথায়?

আস্তীক। কালীদহে। তবে শোন! আমি চম্পক হতে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বল্‌লে…সে তার সেনাদল নিয়ে রওনা হবে, আজই এই কালীদহের সর্পকুল নির্ম্মূল কর্ত্তে। প্রজারা সাপের বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ করেছে। সে আমার দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এবার সাপ…তারপর সাপের রাণী…অর্থাৎ তুমি।

নেতা। তবে যুদ্ধ নয়…যুদ্ধ নয়! বোন! শীঘ্র সাপদের সব কালীদহের অতল তলে পাঠাও—

মনসা কি ভাবিতে লাগিলেন

আস্তীক। কেন?

নেতা। ভুলে গেছ, চাঁদ সদাগরের "মহাজ্ঞান"?

মনসা তবু চিন্তামগ্না

আস্তীক। মহাজ্ঞান! অস্ত্র?

নেতা। একটা শক্তি। শিবের মাথায় যে উদয়কাল সাপ থাকে, তারি মণি! তপস্যা করে—শিবকে তুষ্ট করে চাঁদ সদাগর সেই মহাজ্ঞান মণি নিয়েছে। মণির গুণ—মৃতদেহ তার পরশ পেলেই বেঁচে ওঠে!

আস্তীক। বটে!

মনসা। (চিন্তাস্রোত ছিন্ন করিয়া) আস্তীক! নাগ-সৈন্য নিয়ে তুমি কালীদহের অতলতলেই আত্মগোপন কর।

আস্তীক। আমি পার্ব্ব না। আমি তা যাব না।

মনসা। তার মহাজ্ঞান যতক্ষণ না হরণ কর্ত্তে পার্ছি, তার কোন শক্তি ক্ষয় হবে না, কিন্তু আমার সর্প ক্ষয় হবে! শীঘ্র যাও!

আস্তীক। হোক্! আমি চাই যুদ্ধ। তার ঐ মহাজ্ঞান মণি চাই বলেই যুদ্ধ চাই—

নেপথ্যে সহস্র শিঙাধ্বনি

আস্তীক। সে এসে পড়েছে···ঐ তার রণবাদ্য!

মনসা। আস্তীক! আমার কথা শোন বৎস!

আস্তীক। আমি ঐ মণি চাই·· কাজেই যুদ্ধ চাই—

মনসা। আমি তোমাকে ঐ মণি দেব···যদি তোমার মাকে বিশ্বাস কর্ত্তে আপত্তি না থাকে, তবে আমি বলছি, তুমি ঐ মণি পাবে—তুমি যাও···তুমি যাও···

আস্তীক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময় পুনরায় অতি নিকটে শিঙাধ্বনি শ্রুত হইল

নেতা। ঐ এসে পড়েছে—

মনসা। সাপেরা সব বাদ্যের তালে তালে নেচে উঠছে···ঐ শোন তাদের গর্জ্জন···তাদের সামলানো দায় হয়ে উঠ্ছে···আস্তীক! কথা রাখ··· যাও—সাপদের নিয়ে কালীদহের অতল তলে চলে যাও—

আস্তীক তবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ দূরে তাকাইয়া দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন

আস্তীক। ঐ ঐ···সদাগরের মুকুটে সেই মণি! উঃ কি ওর তেজ! কালীদহের কালো জল ঐ আলো হয়ে উঠলো!

মনসা তৎক্ষণাৎ আস্তীককে টানিয়া তাহার এক হাত ধরিয়া
অন্য হস্ত নেপথ্যে প্রসারিত করিয়া

মনসা। তোমার মার, তোমার হতভাগিনী মার আদেশ···যাও—

আস্তীক মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে আদেশ পালনার্থে প্রস্থান করিল

মনসা। নেতা।

নেতা। বোন—

মনসা। মাযাযুদ্ধে চাঁদের ঐ মহাজ্ঞান হরণ কর্ত্তে হবে।

নেতা। কেমন করে?

মনসা। অন্ধকার! অন্ধকার!···সকল আলো নিভে যাক···

হস্তের ইঙ্গিতে কালীদহ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। দূরে জয়ধ্বনি হইল "হর হর মহাদেও। হর হর মহাদেও!" সহসা আবার পূর্ব্বের আলোকে কালীদহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এবার দেখা গেল কুঞ্জবীথির মধ্যে বটবৃক্ষ-পাদদেশে লৌহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত এক পরমা সুন্দরী তন্বী তরুণী, তাহার হাতের শৃঙ্খল বটবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বদ্ধ। তাহার মস্তকোপরিস্থিত বটশাখা জড়াইয়া একটী সুবৃহৎ অজগর সর্প অবস্থিত। সর্পটী তরুণীকে দংশন করিবার জন্য ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়া প্রাণভয় ব্যাকুলিতা হরিণীর মতো তরুণী শিহরিয়া উঠিতেছে, আর্ত্তনাদ করিতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে, চীৎকার করিতেছে "রক্ষা কর", "রক্ষা কর", "কে কোথায় আছ রক্ষা কর"—এমন সময় সেখানে চাঁদ সদাগর প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই তরুণী আরো আকুল আবেগে "রক্ষা কর", "রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চাঁদ সদাগর তাহা দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া তরুণীর কাছে গেলেন। সর্প দ্বিগুণিত রোষে শূন্যে ছোবল মারিতে মারিতে চাঁদের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

তরুণী। মাথা নামাও! মাথা নামাও! অজগর তোমার মাথার ওপরে!

চাঁদ। (দৃকপাত না করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! মাথার ওপর থেকে এখনি আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু কে তুমি! কোন্ দুরাত্মা তোমার ঐ কোমল করে লৌহ শৃঙ্খল পরিয়েচে? কে সে? তুমিই বা কে?

তরুণী। দংশন কর্ল! দংশন কর্ল!

চাঁদ। করুক!

শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে করিতে

তরুণী। (অগ্রসরপরায়ণ সর্পের প্রতি তাকাইয়াই) উঃ গেলুম! গেলুম!

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ! সর্পের ভয় কর্চ্ছ সুন্দরী! তা তুমি কর্ত্তে পার, কারণ এখনো জানোনি আমি কে! কিন্তু, ওগো সুন্দরী! তুমি কি আকাশের বিদ্যুৎ? তুমি তোমার অপরূপ রূপে আমার চোখ ঝলসে দিয়েছ! বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য তোমার ঐ মন-মাতান মুখে…ঐ পাগল করা চোখে! দয়া কর! দয়া কর! বল তুমি কে?

তরুণী। পালাও! পালাও!…ঐ অজগর তোমার মাথায় দংশন করেছে! কি হবে। ও হো-হো। কি হবে!

চাঁদ। দংশন করেছে। সত্যই দংশন করেছে। কিন্তু কি হবে। কিছু হবে না। মৃত্যুকে আমি জয় করেছি। এই মণি! এই মণি! এই মহাজ্ঞান মণি! (তরুণীর লৌহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া)…চলে এস! (হাত ধরিয়া সেখান হইতে সম্মুখে লইয়া আসিলেন) সুন্দরী!

তরুণী। কে তুমি! তুমি কি কোন দেবতা? ঐ অজগরের দংশন বিন্দুমাত্র তোমায় কাতর কর্ত্তে পার্লে না! অথচ—অথচ ঐ অজগরের

বিষ নিশ্বাসে আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হচ্ছিল! কি আশ্চর্য্য তোমার ঐ মণি; ওগো দেবতা, তোমার পরশ পেয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে। আমায় ধর—

চাঁদ। (হাত ধরিয়া) তুমি চল···আমার প্রাসাদে চল···

তরুণী। কে তুমি বল—

দুইজন সেনানী চাঁদ সদাগরের সেনাপতি দুর্য্যোধনের মৃতদেহ বহন করিয়া আনিয়া সেখানে নামাইল

সেনানী। রাজা!

চাঁদ। কি সেনানী?

সেনানী। সেনাপতি সর্পদংশনে মৃত। আমাদের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ।

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ! মৃত! (মুকুট হইতে মহাজ্ঞান মণি খুলিয়া লইয়া মৃত দুর্য্যোধনের কপালে স্পর্শ করিবামাত্র দুর্য্যোধন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)। দুর্য্যোধন! যাও···যুদ্ধে যাও! সেই চেঙ্গমুড়ী কাণীর দর্পচূর্ণ কর—সর্পকুল নির্ম্মূল কর—অবিলম্বে যাও সেনাপতি! আমার সৈন্যদল তোমার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছত্রভঙ্গ। যাও··· অবিলম্বে যাও—

দুর্য্যোধন। আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

চাঁদ। স্বপ্ন দেখছি আমি। তুমি যাও সেনাপতি—সর্পকুল নির্ম্মূল কর ···সর্পকুল নির্ম্মূল কর—যাও—

দুর্য্যোধন। চল সেনানিগণ।

সেনানীসহ দুর্য্যোধনের প্রস্থান

তরুণী। রাজা!

চাঁদ। রাজা নই সুন্দরী! আমি ভিক্ষুক। এই কালীদহের ওপর দিয়ে

অষ্ট ডিঙ্গা মধুকর নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বাণিজ্য করে পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য আহরণ করেও আমি কাঙাল—কাঙাল! ···ভিক্ষা দাও দেবী! ভিক্ষা দাও!

তরুণী। ভিক্ষা? আমিও ভিক্ষা চাই···

চাঁদ। আমার সর্ব্বস্ব নাও···যথাসর্ব্বস্ব নাও···

তরুণী। মিথ্যা প্রবোধে আমায় ভুলিয়ো না রাজা!

চাঁদ। কি চাও, তুমি কি চাও?

তরুণী। দেবে?

চাঁদ। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, তুমি যা চাইবে···দেব···বিনিময়ে···

তরুণী। বিনিময়ে?

চাঁদ। তোমাকে আমার প্রাসাদে যেতে হবে। দেবীমূর্ত্তি কল্পনাই করে থাকে, কেউ চোখে দেখে নি, আমি তোমায় মন্দিরে স্থাপিত করে তোমার ঐ দেবীমূর্ত্তি বিশ্বে প্রকাশ কর্ব্ব! লোকে দেখবে! চাক্ষুস দেখবে! প্রাণ ভরে দেখবে!···কি রূপ! কি অপরূপ রূপ···

তরুণী। রাজা! আমি যাব।

চাঁদ। যাবে যাবে···চল! চল!

তরুণী। কিন্তু, তার পুর্ব্বে আমার বৃদ্ধ পিতাকে পুনর্জীবন দান কর্ত্তে হবে।

চাঁদ। এখনি! এখনি! তিনিও কি সর্প দংশনে হত? কোথায তিনি?

তরুণী। কালীদহের অতল তলে পাতালপুরে—

চাঁদ। সে কি?

তরুণী। তিনি ছিলেন মৎস্যরাজ। শিবের পূজা কর্ত্তেন, মনসার পূজা কর্ত্তে স্বীকৃত হন নি বলে মনসার আদেশে নাগেরা আমাদের সবাইকে হত্যা করে শুধু পিতা পুত্রীকে এতদিনও হত্যা করেনি। আজ এল আমাদের দু'জনের পালা! তুমি এসে আমাকে রক্ষা কর্লে, কিন্তু সেই বৃদ্ধ, আমার সেই নিঃসহায় নির্য্যাতিত বৃদ্ধ পিতা মৃত্যু কালেও শত প্রলোভনেও মনসাকে তুচ্ছ করে শুধু তাঁর শিব ঠাকুরকে ডেকেছিলেন, কোথায় শিব! কোথায় সে ভাঙখোর ভোলানাথ! এলো না! এলো না! ফলে আমার সেই অভাগা পিতা আমারই চক্ষের সম্মুখে সর্প দংশনে মৃত্যু বরণ করেছেন!

চাঁদ। এই কথা!···চল···এখনি চল যেখানে তাঁর মৃতদেহ। এই মণি! এই মণি! এই মহাজ্ঞান মণি!

তরুণী। কিন্তু তুমি যাবে কেমন করে?

চাঁদ। আমার হাত ধরে নিয়ে চল—

তরুণী। কিন্তু···সে যে কালীদহের অতল তলে পাতালপুরে—তুমি তো যেতে পার্ব্বে না!

চাঁদ। তবে উপায়?

তরুণী। তুমি আমায় যথাসর্ব্বস্ব দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছ।···আছ কি না?

চাঁদ। সহস্রবার!

তরুণী। তবে দাও—

হাত বাড়াইলেন

চাঁদ। কি চাও?

তরুণী। তোমার ঐ মহাজ্ঞান মণিটি আমায় দাও!

চাঁদ। কিন্তু—

তরুণী। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তুমি!

চাঁদ। (নির্ব্বাক রহিলেন)

তরুণী। ঐ মণিটি নিয়ে, আমি পাতালপুরে গিয়ে, আমার বাবাকে, আমার মা ভাই বোনদের বাঁচিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে, তোমার সঙ্গে তোমার প্রাসাদে যাব···তুমি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা কর।··· ···কি ভাবছ? দেবে না?

চাঁদ। দেব। নাও—

তরুণী। (গ্রহণ করিয়া) তবে আমি চললুম—বিদায়—

কালীদহের দিকে চলিতে লাগিলেন

চাঁদ। (উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া) সুন্দরী! আমি তোমার পথ চেয়ে রইলুম!

তরুণী। (জলে নামিয়া) আমি এলুম বলে!

চাঁদ। তোমার নামটি তো শুনি নি! যদি বিলম্ব হয়, কি নামে তোমায় ডাক্‌বো!

তরুণী। (জলে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে) "ছলনা" "ছলনা"।

কালীদহের বুকে পদ্মাসনা মনসাদেবী আবির্ভূতা হইলেন

চাঁদ। ছলনা! ছলনা! তবে কি···তবে কি তুমি···সত্যই কি তুমি ছলনা?

মনসা। তোমার কি মনে হয় সদাগর?

চাঁদ। আমার মণি? আমার মহাজ্ঞান?

মনসা। (মণি হাতে তুলিয়া দেখাইলেন।) এখন তুমি আমার পূজা কর্ব্বে চাঁদ?

চাঁদ। পূজা ?···তোমাকে পূজা ? অপদেবতাকে পূজা ?

মনসা। শোন সদাগর···যদি আমার পূজা কর, ধনরত্ন পুত্র কলত্রে তুমি স্বর্গসুখের অধিকারী হবে···আর যদি পূজা না কর···তোমার সর্ব্বনাশ !

চাঁদ। (ঘৃণায় রাগে উত্তেজনায়) থুঃ। (নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিযাই চলিয়া যাইতেছিলেন—হঠাৎ ফিরিয়া) শোন কাণী ! স্বর্গের শিবশম্ভু আর মর্ত্ত্যের ধন্বন্তরী আমার জাগ্রত রক্ষার কবচ। দেবতা যার সহায়, সে অপদেবতাকে ভয় করে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চম্পকনগর—ধন্বন্তরী ওঝার বাসভবন

বহির্দ্বারে সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীগণ

সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীগণের গান

আমরা সাপুড়ে সাপ নিয়ে খেলি,
অজগরে মোরা করি না ভয় ;
ফুঁদিয়ে গরল সব ঝেড়ে ফেলি
মন্তরে করি বিষের ক্ষয়।
(ওই) ঢোঁড়া বোড়া কি ময়াল চিতে
কেউটে কীরেট গোখ্‌রো সাপ
ঝাড় ফুঁকে মোরা এক গাড়ে সব
দেশ থেকে পারি করতে সাফ্‌
মোদের বিষহরি ধন্বন্তরী
বিষের ওঝা এমন নয় ॥

গান শেষ হইলে সেখানে ধন্বন্তরীর শিষ্য ধনা ও মনা আসিল। সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীগণ অমনি ধনা ও মনার পায়ের ধূলি লইল

ধনা। আজ আবার চেঁচামেচী কর্‌তে এসেছিস্ কেন?

মনা। কেন?

১ম সাপুড়ে। আজকার কথাই তো বলে দেছ ঠাকুর।

ধনা। আজ কি শনিবার?

সাপুড়েগণ। (সমস্বরে) হাঁ—

মনা। আজ কি অমাবস্যা?

সাপুড়েগণ। (সমস্বরে) হাঁ—

ধনা। আজ কি অশ্লেষা?

সাপুড়েগণ। (সমস্বরে) হাঁ—

মনা। আজ কি কালবেলা?

সাপুড়েগণ। (সমস্বরে) হাঁ—

ধনা। মনা! আজ তবে গুরুদেব বের হবেন না!

মনা। তাই তো দেখতে পাচ্ছি!

ধনা। দে, তবে দক্ষিণা দে—

মনা। দক্ষিণা দে—

১ম সাপুড়ে। (তাহার স্ত্রীর প্রতি) ক্যাবলার মা! কি এনেছিস্ দে।

ক্যাবলার মা। দক্ষিণা তো? তা নাও বাবা—দক্ষিণ হস্তেই দিচ্ছি—এই নাও—গরীব মানুষ বাবা—এর বেশী—

ধনা। কি রে বেটি?

ক্যাবলার মা। একটা মর্ত্তমান কলা বাবা! বাবার ভোগে লাগকে বলে

মিনসেকে না খাইয়ে তোমারই জন্যে নিয়ে এসেছি বাবা! দক্ষিণ হস্তে দিলেই তো দক্ষিণা দেওয়া হয় বাবা!—নাও বাবা, দক্ষিণ হাতেই দিলুম, হাসি মুখেই নাও—

ধনা। কিরে বেটি! কিরে বেটি! কলা!

১ম সাপুড়ে। রাত্তির দিন কলা খাও কলা খাও বলে গিন্নী আমার মাথা খায়! তুমি একবার ওর স্বাদটা পরীক্ষা করে দেখো—আমি আপত্তি কচ্ছিনে বাবা।

মনা। ধনা ভাই! তোর পছন্দ না হয়, ওটি আমিই নিলুম। পুরুষ্টু কলা বটে! তা বেটি! আমি ওতেই খুসী!

ধনা। (২য় সাপুড়ে স্ত্রীর প্রতি) কি রে তোর খবর কি? একটা গরু দিবি ব'লেছিলি।

২য় স্ত্রী। হাঁ বাবা, মানত তো করেছিলুম বাবা! কিন্তু লোকে বলে দেবতার ঋণ কি শোধা যায়, শুধতে গেলেও দেবতার অমর্য্যাদা হয়, ঋণই যদি শুধতে পার্ব্ব, তবে দেবতা কিসের?

ধনা। রাখ—কথা রাখ। গরু তো রেহাই দিয়েছিলুম···বদলে পাঁঠা দিবি বলেছিলি—তার কি হল?

২য় স্ত্রী। সেও ঐ কথা বাবা! ঋণ শুধে কি তোমার অমর্য্যাদা করব ঠাকুর?

ধনা। বাঃ বেটী বা!

২য় স্ত্রী। রাগ করো না বাবা। আচ্ছা বাবা, তুমি না হয় পাঁটার বদলে একজোড়া পায়রা নিয়ো!

ধনা। (মুখ ভেঙাইয়া) পায়রা নিয়ো! পায়রা নিয়ো! বেশ তাই দেনা বেটী!

২য় স্ত্রী। গরীব মানুষ বাবা! ঋণ যে শুধতে পার্ব্ব সে ভরসা নেই! আবার শুধলেও তো ঠাকুরের অমর্য্যাদা হয়। কি মুস্কিল বাবু!

ধনা। সে হচ্ছে না! সে হচ্ছে না! শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না!

২য় স্ত্রী। তবে এক কাজ কর বাবা—আমার নাম করে ধান ক্ষেত হতে একজোড়া পায়রা ধরে খেয়ো বাবা—

ধনা। কি রে বেটা! কি রে বেটা!

মনা। বটে রে বেটা! বটে রে বেটা!

২য় স্ত্রী। হাঁ বাবা, চোটো না, চোটো না! তাতে তোমারও মর্য্যাদা রইবে, আমিও বলতে পার্ব্বো না ধনা মনা ঠাকুরের ঋণ শুধতে পেরেছি! বাপ্! (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) তাই কি পারি!

১ম সাপুড়ে। তাহলে আমাদের বেলা হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর! আজ তো আর ধন্বন্তরী বাবার দেখা পাবো না, তবে আমরা সব চললুম।

সকলের প্রণাম করিয়া প্রস্থান

ধনা। (অন্যত্র যাইতে যাইতে হঠাৎ কাহাকে দেখিয়া) ও আবার কে? ওরে মনা ও আবার কে?

গোয়ালিনী বেশে নেতার প্রবেশ

নেতা। চাই দুধ—চাই দই—চাই খাসা দই!

ধনা। দুধ চাই—দই চাই—চাই বই কি!

মনা। শুধু চাই না, খেতে চাই! প্রাণভরে খেতে চাই।

ধনা। গোয়ালিনী! এ মুল্লুকে তোমায় তো আর কখনো দেখি নি!

মনা। তোমার মত ভালো গোয়ালিনী আর কখ্খনো দেখি নি!

ধনা। বড্ড ভালো লাগছে তোমায়! তোমাকেই যখন এত ভাল লাগছে—

মনা। তখন তোমার দুধ না জানি কত ভালো! খাসা চেহারা! খাসা দুধ! খাসা দই!

গোয়ালিনী। গীত

সে বলে গয়লা বউ তুই মায়াবিনী!
তোর আড়ালে যে জন আছে
সাধ্য কি যে তারে চিনি॥
আমি বলি ওগো বঁধু আমাতে আর নেই যে মধু
দুখের পেষায় বুক ভেসে যায়
এ নয় সুখের বিকি কিনি॥
সে বলে তোর মিছি কাঁথে দুধ যোগান কেঁড়ের ফাঁকে
প্রাণ কাড়া বিষ লুকিয়ে থাকে
তুই গোপনী কুহকিনী॥

ধনা। এবং খাসা গলা।

মনা। এবং খাসা গান।

ধনা ও মনা। আমরা ভারী খুসী হয়েছি গোয়ালিনী।

নেতা। তবে খুসী মনে এইবার আমার একটী কাজ কর দিকিনি!

ধনা। কি বল?

মনা। মানত?

গোয়ালিনী। সে কি?

ধনা। কাজ যে করব, তার তো একটা পারিশ্রমিক দেবে?

গোয়ালিনী। সুফল পেলে দেব বই কি! দুধ দেব, দই দেব, ননী দেব, সর দেব, ছানা দেব, মাখন দেব—কি চাও নন্দদুলালরা আমার!

ধনা। (রাগিয়া) নন্দদুলাল! নন্দদুলাল!

মনা। আমাদের তুমি ছুঁচো বলছ!

নেতা। সে কি গো!

ধনা। হাঁ তাই তো। কেন তুমি আমাদের ছুঁচো বললে? আমরা বুঝি বুঝিনে?

মনা। আমরা বুঝি লেখা পড়া শিখিনে। আমরা বুঝি জানিনে?

নেতা। আমি তোমাদের আদর করে নন্দদুলাল বললুম! আর তোমরা তাই শুনে চটে গেলে! অবাক কর্লে গা—অবাক কর্লে!

ধনা। (ভেঙ্গাইয়া) নন্দদুলাল! নন্দদুলাল! নন্দদুলাল মানে কি?

নেতা। কেন তাও জান না? নন্দদুলাল যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ!

ধনা। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি দেখাচ্ছি—নন্দদুলাল মানে শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কালো। কার মত কালো? পাহাড়ের মত কালো—

মনা। পাহাড়ে কি থাকে?

ধনা। পাহাড়ে নিশ্চয়ই ছুঁচো থাকে।

মনা। নন্দদুলাল হয়ে তবে আমরাই হলাম সেই ছুঁচো?

গোয়ালিনী। বেঁচে থাক বাবা! অক্ষয় অমর হয়ে থাক! কি বুদ্ধি!

ধনা। নন্দদুলাল! নন্দদুলাল! মানে আমরা বুঝিনে? কচি খোকা পেয়েছ আর কি!

মনা। যতটা বোকা মনে কর্চ্ছ, ততটা নই! হাঁ, কি বল ধনা দাদা?

নেতা। ধনাদাদা আর কি বলবে, আমিই বোকা বনে গেলুম। তা বেশ, কি বলে তোমাদের ডাকব?

ধনা। ধনেশ্বর।

মনা। মনেশ্বর।

নেতা। তা বেশ! ধনেশ্বর বাহাদুর! মনেশ্বর বাহাদুর! এইবার

তোমাদের গুরুঠাকুরের সঙ্গে একবার আমার দেখাটি করিয়ে দাও দেখিনি—

ধনা ও মনা। (সমস্বরে) উঁহু—উঁহু—উঁহু—

ধনা। বলেছি তো দেখা হবে না আজ!

মনা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও না!

নেতা। কেন ভাই?

ধনা। (জীব কাটিয়া) মাপ কর গোয়ালিনী ভাই!

মনা। ও কথাটীর কারণ জিজ্ঞেস করো না।

নেতা। তার মানে তোমরা তার কারণ জান না!

ধনা। জানি। বলব না।

মনা। নিশ্চয় জানি। কিন্তু নিশ্চয় বলব না।

নেতা। নিশ্চয় জান না। কাজেই নিশ্চয় বলতে পার্ব্বে না—

ধনা। নিশ্চয় জানি!

মনা। নিশ্চয় বলতে পারি।

নেতা। নিশ্চয় বলতে পার না—তোমাদের সে সাধ্যই নেই, ক্ষমতাই নেই।

ধনা। রাগিও না বলছি—

মনা। চটিও না বলছি—

নেতা। ওতে আমি ভুলছি নে। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের দু'জনের ভেতর একজন জান। দু'জনেই জান না। ধনেশ্বরের চেহারাটা দেখে মনে হয় বোধ হয় জানে, কিন্তু মনেশ্বরের চেহারাটা তত সুবিধা বোধ হচ্ছে না। নাঃ, বোধ করি মনেশ্বরই জানে। ধনেশ্বরের চেহারটা তত সুবিধে মনে হচ্ছে না।

ধনা। কি! আমি জানিনে?

মনা। আমি জানিনে ?

ধনা। আমি বলতে পারিনে ?

মনা। আমি বলতে পারিনে ?

নেতা। বলে প্রমাণ করো জানো—

ধনা। নিশ্চয়—

মন। নিশ্চয়—

ধনা। গোয়ালিনী ভাই শুনে যাও—

মনা। গোয়ালিনী বোন, (ধরিয়া) শুনতেই হবে।

নেতা। আঃ! ছাড়ো! ছাড়ো!

ধন। আঃ আমি বলব—শুনে যাও—

মনা। সেটী হচ্ছে না, আমি বলব, শোন—

নেতা। কে আগে বলতে পার শুনি—

ধনা ও মনা। (এক সঙ্গে) ধন্বন্তরী বাবার প্রতি ব্রহ্মশাপ আছে, শনিবারে অমাবস্যায় অশ্লেষা নক্ষত্রে কালবেলায় তাকে যদি সাপে কামড়ায়, তার আর কিছুতেই রক্ষা নেই…মন্ত্রে ওষুধে, কিছুতেই কিছু হবে না…এই যোগ বাদে আর সব সময় তিনি অমর।

বলিয়াই দুইজনে হাঁফাইতে লাগিল

নেতা। বেঁচে থাক আমার ধনেশ্বর মনেশ্বর ভাই দু'টি! দেখছি তোমরা দু'জনেই জানো, দু'জনেই বলতে পারো, নিশ্চয় বলতে পার, এবং খুব ভালো করেই, বেশ ঘটা করে সমারোহ করে কথাটা বলে ফেল্‌তে পার্‌লে!

ধনা। বল্লুম নাকি!

জীভ কাটিল

মনা বলে ফেলেছি নাকি !

জীভ কাটিল

নেতা। তাই নাকি !

ধনা। বলো না ভাই কাউকে !

মনা। একটা টিকটিকিকেও না—একটা আরস্থলোকেও না—বুঝলে ? একটা কেঁচোকেও না—

ধনা। একটা ঢোঁড়া সাপকেও বলো না ভাই—

নেতা। ওমা ! তাই কি পারি। একটা কোলা ব্যাঙ কি একটা মশা—যদি মাথার দিব্যিও দেয় তবুও না···তিনি যে আমার মেসো···

বলিয়াই জীভ কাটিলেন

ধনা। মেসো

মনা। মেসো ! তোমার বাবার শালীর তিনি ?

নেতা। তা যখন শুনেই ফেল্‌লে, তখন আর অস্বীকার করি কেমন করে ?

ধনা। তবে তো তুমি আমাদের বোন।

মনা। বড় না ছোট ?

নেতা। যাতে খুসী হও। বড় হলেও চলে, ছোট হলেও চলে। কিন্তু বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমার তো আর দেরী করলে চলে না ! আমার যে বড় বিপদ ভাই !

ধনা। বিপদ ! কি বিপদ ভাই !

মনা। (ক্রন্দন সুরে) ও—হো—হো ! তোর বিপদ ! কি হবে রে দিদি !

নেতা। সেই জন্যই তো ধন্বন্তরী মেসোর কাছে আসা! গৃহস্থের কুলকামিনী আমি, দিনে দুপুরে কেমন করে আসি! তাই গোয়ালিনী সেজে চলে এসেছি—কাউকে এ কথা বলো না ভাই—খবরদার, তাহলে কিন্তু আর আমার ঘরে ঠাঁই হবে না!

ধনা ও মনা। (এক সঙ্গে)—আমাদের ঘর আছে।

নেতা। সে তোমাদের বোনাইএর সঙ্গে বোঝাপড়া করে ঠিক করে নিয়ো। কিন্তু আমায় এই বিপদ থেকে রক্ষা করে কে ভাই! মেসো কোথায়?

ধনা। ঘরে খিল দিয়ে বসে আছেন।

মনা। বোধ করি একটা তালাও মারা আছে।

নেতা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) দেখা কি তবে হবে না?

ধনা। আহা—হা! বুক ফেটে যাচ্ছে ভাই, বুক ফেটে যাচ্ছে! তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার কোন উপায়ই দেখছিনে—তিনি কিছুতেই বের হবেন না!

মনা। ধনাদাদা—ঠকে গেলে! দেখা হতে পারে, যদি একজনকে আনতে পার—একজন সম্মুখে এসে দাঁড়ালে, গুরু বের হবেন···

নেতা। কে?

ধনা। সে বুঝি আমি আর জানিনে, কিন্তু সেও তো এখানে নেই, সে যে কালীদহে চলে গেছে রে বোকা!

নেতা। কে ভাই, কে সে?

ধনা। ঐ সেই সদাগর রাজা—

মনা। চাঁদ সদাগর! চাঁদ সদাগর! তার মহাজ্ঞান মণি আছে কি না, গুরুকে সাপে কামড়ালেও চাঁদ সদাগর মহাজ্ঞান মণি ছুঁইয়ে গুরুকে

বাচাতে পার্ব্বেন, এই ভবসায, চাঁদ সদাগবের সম্মুখে তিনি নির্ভযে বেব হযে আসতে পাবেন, তা বাদে নয।

নেতা। চাঁদও তবে আস্‌ছে না, আমার বিপদও যাচ্ছে না—

মনা। একমণ তেলও পুড়বে না, বাধাও নাচবে না!

ধনা। দূব ছাই! বিপদটা কি তাই যে জানলুম না।

মনা। নিশ্চয সাপেব ভয!

নেতা। তা নইলে আব তোমাদেব কাছে আসবো কেন? শোন ধনেশ্বর মনেশ্বব ভাই, আমাব একটা গরু আছে। বড় জোব এক পো দুধ দেয। কিন্তু যেমন কপাল। আজ কযেকদিন তাও দেয না! ভাবি বাছুবটাই বুঝি খেযে ফেলে, একদিন পাহাবা দিচ্ছি, হঠাৎ দেখি ওমা!·· আমাব গা কাঁপছে ভাই!

ধনা। ধবব?

মনা। সেঁক দেব?

নেতা। (পিছাইযা যাইযা) সব শুনলে তোমাদেবই গা কাঁপবে এখন!

ধনা। (তাচ্ছিল্য) হুঁঃ!

মনা। (গোঁফে চাঁড়া দিযা) ছোঃ!

নেতা। কি দেখলুম জান?

ধনা। কি? · ভ এ দীর্ঘ উ, ত?

মনা। বাম! রাম! রাম!

ঠক ঠক করিয়া নাম জপিতে লাগিল

নেতা। না গো না। ভূত আমার পূত, পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে কর্ব্বে আমাব কি। (উদ্দেশে প্রণাম করিযা)···না গো, তা—নয!

ধনা ও মনা। (সোৎসাহে) তবে?

নেতা। একটা ধড়ীবাজ দাড়াজ সাপ···গরুটাকে আষ্টে পিষ্টে শরীর দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে গরুটার বাঁট চুষে দুধ খাচ্ছে—

ধনা ও মনা। বল কি!

নেতা। মাইরি!

ধনা। এই কথা! ফুঃ···

মনা। ছোঃ···

নেতা। না ভাই, ও হলে তো কোন কথাই ছিল না। সাপটা ভারী ধড়ীবাজ। তার নষ্টামীটা শুনবে?

ধনা। শালাকে দেখে নিচ্ছি, বল দিকিনি কি?

মনা। থুতুঙ্কার! ফুফুঙ্কার! থুঙ্কার···থুঃ থূঃ থুঃ।

নেতা। শেষে গরুর দুধেও লক্ষ্মীছাড়ার মন ওঠে না, শেষে কি না, শেষে কি না!

ধনা। শেষে কি না?

মনা। কি হল? কি হল?

নেতা। গরু ছেড়ে আমার উপরই ভর করল!

ধনা। কি?

মনা। কিরূপ?

নেতা। একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ মনে হল কে আমার দুধ খাচ্ছে···

ধনা। খোকা?

মনা। বোন্‌পো?

নেতা। চোখ মেলে চেয়ে দেখি আমি আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা···

ধনা। শালা বোনাই বুঝি?

মনা। বড় পেটুক তো?

নেতা। পেটুকই বটে! কিন্তু যা ভেবেছ তা নয়, তোমাদের "সে" নয়!

ধনা ও মনা। তবে?

নেতা। সেই রাক্ষুসে দাড়াজ সাপটা!

ধনা ও মনা। বল কি।

নেতা। আর বলব কি!·· আর জন্মে ও হয় তো আমার কেউ ছিল। লোক চিনে আসি কি না!···দিব্যি চেটে পুটে খেয়ে চলে গেল। কিন্তু ভয়ে আমি কথাটি কইতে পার্লু্ম না।

ধনা। রসিক সাপ বটে!

মনা। তা আর বলতে!

নেতা। সেই হতে রোজ রাত্রে এই কাণ্ড! তাই চলে এলুম মেসোর কাছে। মেসো একটা তাবিজ কবচ কি একটা মন্তর দিলে তবেই আমি টিকৃতে পারি নইলে পেটের ছেলেটা বুকের দুধ না পেয়ে পেয়ে কাঠ হয়ে গেল!···তা আজ যখন মেসোর সঙ্গে দেখাই হবে না, তখন আজ আমি আসি ভাই। কিন্তু আমার কথাটা মনে রেখ··· পরে আবার আসবো!···আসি! ধনেশ্বর ভাই আমার! মনেশ্বর ভাই আমার! তোমরা লক্ষেশ্বর হও ভাই···বেঁচে থাক, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমরা বিদ্যাদিগ্‌গজ হও—

প্রস্থানোদ্যত, কিন্তু তখনই ফিরিয়া

হাঁ ভালো কথা, আর এই দইএর ভাঁড়টা রেখে গেলাম, মেসো কপাট খুল্‌লে দিয়ো, মেসোর নামে মানত করে এনেছি কি না, তাঁরই ভোগে দিয়ো, তোমরা আর খুলো না। এর পরে যেদিন আসব সেদিন তোমাদের জন্য এক বাটি দুধ কলা আনবো। গরীব

বোন…তাই খুসি মনে ভোগ নিয়ে আমার খোকার জন্য প্রসাদ করে দিয়ো—(যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া) দেখো ভাই ভাঁড়টা খুলো না…তবে কিন্তু মেসোর ভোগে লাগবে না…এঁঠো হলে তোমার বোনপোর অকল্যাণ হবে…সেই ভয়েই মরি কি না! আসি ভাই —দুঃখু করো না, আবার আসবো…

প্রস্থান

ধনা। মনা!

মনা। ধনা!

ধনা। চলে গেল!

মনা। ও—হো—হো—হো—

ক্রন্দন

এই সময় বাড়ীর ভিতরে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ শোনা গেল

ধনা। ওকি, ডাক ছেড়ে কান্না সুরু কর্লি যে!

মনা। (ভিতরের ক্রন্দন শুনিয়া) আমি না তুই?

ধনা। আমি না তুই…তাই তো! ব্যাপার কি? এ যে আমাদেরই অন্দরে! কাঁদে কে?

মনা। কি হল?

ধনা। চল দেখে আসি—

মনা। আমার ভয় পাচ্ছে, তুই এগো—আমি আস্‌ছি, আমিও আসছি! কি শ্লোকটা? আঃ দূর ছাই!…হাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে…ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি!

ধনা। দিনে দুপুরে ওরা আবার করবে কার কি?…আয় চলে আয়!

মনা। হায়! হায়! হায়!

দুইজনে অন্দরে ঢুকিতেই চাঁদের ভৃত্য নেড়া অন্দরের দরজা খুলিয়া হন্তদন্ত ভাবে তাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। অন্দরে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। নেড়া ধনা মনার গায়ের উপর পড়াতে তিনজনেই ভূতলশায়ী হইল। ধনা ও নেড়া উঠিয়াই ভয়ানক রাগে পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া রহিল। মনা উঠিয়াই দুরে সরিয়া যাইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল ও "রাম রাম···ভূত আমার পুত" অর্দ্ধস্বগতঃভাবে আওড়াইতে লাগিল।

ধনা। (নেড়াকে হঠাৎ চিনিতে পারিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ নেড়া ভাই।

নেড়া। ভয়ানক বিপদ ভাই!

ধনা। কি···সব চুলই উঠে গেল?

মনা। তাই বুঝি নরহরিবাবুর নাপিত গলাছেড়ে কাঁদতে বসেছে! বেচারীর বিপদই দেখছি!

নেড়া। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) দোহাই ভাই! রেহাই দাও। কাঁদছেন মা! কর্ত্তা কালীদহে গেছেন, এদিকে ছয় দাদাবাবুকে সাপে কেটেছে, ধন্বন্তরী বাবা যেতে পার্ব্বেন না খবর পেয়ে মা—ধন্বন্তরী বাবার বাড়ীতেই তাদের নিয়ে এসেছেন! ঐ শোন! আ—হা—হা তাঁর অবস্থা দেখলে বুক ফেটে যায়! ও—হো—হো কি হবে ভাই!

ধনা। বল কি।

মনা। সর্ব্বনাশ দেখছি!

ধনা। আজ তো গুরু কিছুতেই ঘরের বের হবেন না, মরা তো বাইরে ঝাড়তে হবে!

নেড়া। তোমরা ঝাড়তে পার না?

ধনা। আজকার তিথি নক্ষত্র বড় খারাপ।

নেড়া। ঐ কান্না থেমে গেছে, মা তবে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। আমি

সে দৃশ্য আর সহ্য করতে পারি না! মা আমার আজীবন রাজ-রাজেশ্বরী মুহূর্ত্তের তরেও একতিল দুঃখ কষ্ট পান নি, আজ তিনি শোকে উন্মাদ—কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন, কখনো বা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন—আমার সহ্য হয় না, আমি সহ্য কর্ত্তে পারি না, বল তোমরা, কোথায় ধন্বন্তরী ঠাকুর? আমারই প্রভুর অন্নে তিনি আজীবন প্রতিপালিত, প্রভুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু তিনি—তিনি দয়া কর্ব্বেন, নিশ্চয় কর্ব্বেন—কোথায় তিনি? বল শিগ্‌গির, কোথায় তিনি?

ধনা। ক্ষেপেছ তুমি? আজ কিছুতেই তিনি ঘরের বের হবেন না—

মনা। চাঁদ রাজা এলে তিনি নিশ্চয় বের হবেন, কিন্তু তিনি যখন নেই, এঁর যদি কিছু হয় এঁকে বাঁচাবে কে?

নেড়া। চাঁদ রাজা নেই বলেই তো তাঁর কাছে আসা! নইলে তোমাদের সঙ্গে হৃদয়-হীনের দুয়ারে আমি পা বাড়াতুম না! বল কোথায় তিনি, বল—(ধনা ও মনা নীরব রহিল দেখিয়া, তাহাদের কব্জী চাপিয়া ধরিয়া, দৃঢ়স্বরে) তোমাদের বলতেই হবে—

ধনা ও মনা। কি! জোর নাকি? সে আমরা কিছুতেই পারব না ভাই।

নেড়া। (হাত ছাড়িয়া) আমার মার কোল খালি হয়ে গেছে ভাই! একটি নয়,দু'টি নয়—একসঙ্গে ছয় ছয়টী ছেলে মার কোল খালি করে …ঐ তোমারই দুয়ারে…চিরদিনের মতো চলে যায়! যাও ভাই… একবার আমার মার দশাটী দেখে এস…তারপর ..তারপর আপনা হতেই চোখ জলে ভরে আসবে…বুক ফেটে যাবে, কপালে করাঘাত কর্ব্বে—আমারই মতো উন্মাদ হবে—আমারই মতো চীৎকার করে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে সমস্বরে আবাহন কর্‌বে "কোথায়

ধন্বন্তরী ! কোথায় প্রভু···তোমার একটী জীবনের বিনিময়ে যদি ছয়টি জীবন রক্ষা হয়,একজনের জীবন দিয়ে যদি এক হতভাগিনী মার শূন্য কোল আবার পরিপূর্ণ হয় তবু কি দয়া হবে না। তবু কি নির্ম্মম হয়ে বসে থাকবে ? তবু কি মুখ তুলে চাইবে না ? তবু কি কপাট খুলবে না ?

সশব্দে দ্বিতলের বাতায়ন খুলিয়া গেল

ধন্বন্তরী। (বাতায়ন পথে মুখ বাহির করিয়া) অবশ্য খুলব। নেড়া ! ধন্বন্তরী আমি···মৃত্যুকে তুচ্ছ করে অমৃত স্বষ্টির আদিম দিবসের মতো মার কোলে,তাঁর ছয় মৃত পুত্র পুনর্জ্জীবিত করে তুলে দিতে চললুম—

ধনা ও মনা সহ ধন্বন্তরীর প্রবেশ

নেড়া। এঁ্যা ! এঁ্যা ! একি ! এ আমি কি দেখলুম ! এ আমি কি শুনলুম ! একি সত্য না স্বপ্ন ? ধন্বন্তরী···গেল ! গেল ! নিজের প্রাণ দিয়ে পরের প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে গেল !

চাঁদ সদাগরের প্রবেশ

চাঁদ। ধন্বন্তরী ! ধন্বন্তরী ! ধন্বন্তরী !

নেড়া। একি ?···প্র—ভু !

চাঁদ। একি !—নেড়া !—সে কি ! তুই এখানে ! এ ভাবে !

নেড়া। (কপালে করাঘাত করিয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে প্রভু ! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

চাঁদ। কি হয়েছে !···বল···শিগ্ গির বল।

নেড়া। ছয় কুমার সর্পদংশনে মৃত !

চাঁদ। তাতে সর্ব্বনাশটা কি হল ! ধন্বন্তরী কোথায় ? তাকে খবর দিসনি ?

নেড়া। ধম্বন্তরীর কাছেই মা আর আমি তাদের মৃতদেহ নিয়ে এসেছি কিন্তু—

চাঁদ। কিন্তু ?

নেড়া। আজ শনিবার, অমাবস্যা, অশ্লেষা, কালবেলা তবু তবু নিজের মৃত্যু তুচ্ছ করে তিনি তাদের পুনর্জ্জীবন দিতে তাঁর অবরুদ্ধ কক্ষ হতে বের হয়েছেন…

চাঁদ। (তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের মত) কোথায় ধম্বন্তরী—তাকে পুনরায় কক্ষে অবরুদ্ধ কর…যায় যাক্ আমার পুত্র যাক্…কিন্তু মনসার সাথে বাদ সাধতে হলে ধম্বন্তরীকে বাঁচাতে হবে—

ধনা ও মনা সহ ধম্বন্তরীর প্রবেশ

ধম্বন্তরী। যখন চাঁদ এসে পড়েছে, তখন ধম্বন্তরী বাঁচবেই…পৃথিবীতে কোন শক্তি নেই, চাঁদের সম্মুখে ধম্বন্তরীর প্রাণ নষ্ট করে—

চাঁদ। পালাও—পালাও—ছুটে পালাও…তোমার মন্ত্রপূত কক্ষে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ কর।

ধম্বন্তরী। হাঃ হাঃ হাঃ ! দেখছি চাঁদ তার নিজের শক্তি বিস্মৃত হয়েছে। হোক্…কিন্তু ধনা ! মন্ত্রোচ্চারণে আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ! বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি !

ধনা ও মনা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল

নেড়া। তবে তারা বেঁচেছে ? কই তারা ? মা কই ?

সনকাকে ধরিয়া চাঁদের ছয় পুত্র প্রবেশ করিল

ধম্বন্তরি। ঐ—কিন্তু…উঃ আজ আমার এ কি ক্লান্তি ! এ কি ক্লান্তি !

চাঁদ। চেঙ্গমুড়ী কাণী? কেমন? থুঃ—

উদ্দেশে নিষ্ঠীবন ত্যাগ

সনকা। প্রভু!

সনকা ও তাহার পুত্রগণ সকলে একসঙ্গে চাঁদকে প্রণাম করিল

চাঁদ। আমার দুলালরা শোন—পুনর্জীবনের জন্ম ঐ ধন্বন্তরীকে প্রণাম কর, আর প্রণাম কর উর্দ্ধে দেবাদিদেব মহাদেবকে! (সকলের তথাকরণ) এইবার তোমাদের জীবন নাশের জন্ম সেই চেঙ্গমুড়ী কাণীর উদ্দেশে এই পদাঘাত! এইবার তোমাদের মার সঙ্গে গৃহে যাও বৎসগণ!

আদেশ প্রতিপালিত হইল

ধন্বন্তরী। পিপাসা! পিপাসা! দারুণ পিপাসা!

ধনা গোয়ালিনীর পরিত্যক্ত দধি ভাণ্ডের মুখ খুলিয়া
জলপাত্রে দধি ঢালিবার উপক্রম করিল

মনা। পিপাসা দূর করুন প্রভু!

তৎক্ষণাৎ দধিভাণ্ড হইতে একটী সাপ বাহির হইয়া
ধন্বন্তরীকে দংশন করিয়া ছুটিয়া পলাইল

ধনা ও মনা। (একসঙ্গে) সাপ! সাপ! দইএর ভাঁড়ে সাপ!

ধন্বন্তরী। সাপ আমাকে দংশন করেছে!

চাঁদ। (ছুটিয়া আসিয়া) দংশন করেছে?

ধন্বন্তরী। হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খ নিয়তি! সে জানে না যে চাঁদ যেখানে মহাজ্ঞান নিয়ে উপস্থিত সেখানে ধন্বন্তরীর মৃত্যু বিধান তাঁরও ক্ষমতাতীত।

চাঁদ। (শুনিবামাত্র কপালে করাঘাত করিয়া) নিয়তি! নিয়তি! নিয়তি!

ধন্বন্তরী। তোমার মহাজ্ঞানের পরশ দাও চাঁদ! আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল!

চাঁদ। (উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। নিম্নস্বরে) পালাই! পালাই! (পলাইতে যাইয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া) ধন্বন্তরী, ভাই! মহাজ্ঞান! কোথায়?

ধন্বন্তরী। তোমার মুকুটে—

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

অট্টহাস্য। মুকুট মাথা হইতে খুলিয়া একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন

মহাজ্ঞান! কই! দেখছিনে—দেখ দেখি ভাই—

ছিন্ন ভিন্ন মুকুটের বাকী অংশ ধন্বন্তরীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন

ধন্বন্তরী। (দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁদের দেহ ভর করিয়া গা ছাড়িয়া দিলেন)—ব্রহ্মশাপ তবে এতদিনে পূর্ণ হল!… দিনের আলো আমার চোখে সহ্য হচ্ছে না, সহ্য হচ্ছে না আমায় ভেতরে নিয়ে চল…(চাঁদের সহিত অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন) (হঠাৎ ফিরিয়া) না…আমি এত সহজে মরতে রাজী নই। ধনা মনা! (তাহারা ছুটিয়া নিকটে আসিল) আমার উদ্যানে বিশল্য-করণীর বীজ রূপেছিলাম, যদি গাছ হয়ে থাকে, গাছটী উপড়ে মন্ত্র দিয়ে শোধন করে আমার কাছে নিয়ে এস…যদি গাছ থাকে, যদি আনতে পার তবে আমি বাঁচব…হয় তো আমি বাঁচবো…যাও…

শিগ্‌গির যাও—(ধনা ও মনা ছুটিয়া গেল) আমায় নিয়ে চল চাঁদ—ঘরে নিয়ে চল—

চাঁদ ধন্বন্তরীকে অন্দরে লইয়া গেলেম

চোরের মত গোয়ালিনী বেশে নেতার প্রবেশ

উঁকি ঝুঁকি দিয়া ধনা মনার পথের দিকে লক্ষ্য করিল। পরে তাহারা আসিতেছে বুঝিয়া ক্রন্দনের স্বরে "ওরে আমার মেসো রে! তুই কোথায় গেলি রে! তোকে জলে কেন ভাসিয়ে দিল রে! ইত্যাদি কপট বিলাপ করিতে লাগিল। গাছ হস্তে ত্বরিত পদে ধনা মনার প্রবেশ

ধনা। এই সেই বেটী—

মনা। তবে রে বেটী!

নেতা। (তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া) ওরে আমার মেসো রে! আমার সেই দাঁড়াজ সাপটা রে দইএর লোভে কোন ফাঁকে ভাঁড়ের ভেতর সাপ লুকিয়ে এসেছিল রে···আমি কি সর্ব্বনাশ কর্লাম রে (কপালে করাঘাত) ওরে মেসো! তোকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল রে!···জলে তোরে কেন ভাসিয়ে দিল রে!

ধনা। জলে ভাসিয়ে দিয়েছে! এ্যাঁ! জলে ভাসিয়ে দিয়েছে!

মনা। আমরা তো দেরী করিনি···তবু তর সইল না!

নেতা। ওরে আমার মাসী রে!···তোর দশা দেখলে যে বুক ফেটে যায় রে! ওরে আমার মাসী রে!

ধনা। মনা! গুরুমার অসুখ, বিছানায় পড়ে আছেন, তবে না জানি তাঁরও বা কি হল।

ঔষধ ঐখানে ফেলিয়া দিয়াই অন্দরে ছুটিল। মনাও তাহার অনুসরণ করিল

নেতা। (তৎক্ষণাৎ উঠিয়া, কিন্তু ক্রন্দন না থামাইয়া) ওরে আমার মাসী রে! তোর দশা দেখলে যে বুক ফেটে যায় রে! (চোরের মত এদিকে ওদিকে চাহিয়া গাছটি আত্মসাৎ করিয়া সেইস্থানে যাদুদণ্ড দুলাইয়া) জল! জল! জল!

একটি জলের গর্ত্ত সৃষ্টি হইল, তাহাতে একটি পদ্মফুল
জলের উপর উর্দ্ধে ভাসিয়া উঠিল

ওরে আমার মাসী রে—

হঠাৎ প্রস্থান

তখনই ধন্বন্তরীকে ধরিয়া চাঁদের প্রবেশ। সঙ্গে ধনা মনা। ধনা মনা
ছুটিয়া যেখানে গাছ ফেলিয়া গিয়াছিল সেইখানে গেল

ধনা ও মনা। নেই!

ধন্বন্তরী। নেই?

চাঁদ। আমি জানি থাকবে না। কিন্তু কে সে গোয়ালিনী? কোথায় সে?

ধনা, মনা। (বোকার মতো চারিদিকে তাকাইয়া) পালিয়েছে!

ধন্বন্তরী। তবু আমি সহজে মরব না।···যেখানে গাছ হয়েছিল, ওখানকার মাটি আন···হয়তো আমি তাতেই বাঁচবো।

ধনা ও মনা বাহিরে ছুটিয়া গিয়াই ঘুরিয়া আসিল

ধনা ও মনা। মাটি নেই, সেখানে জল! পুকুর কেটে রেখে গেছে! তাতে পদ্ম ফুটেছে—

ধন্বন্তরী। ও—হো—হা! তবে আর উপায় নেই!···চাঁদ! ভাই! প্রভু! বন্ধু!···বিদায়!

মুমূর্ষু ধন্বন্তরীকে ধনা ও মনা ভিতরে লইয়া গেল

শশব্যস্তে নেড়ার ছুটিয়া প্রবেশ

নেড়া। প্রভু! সর্ব্বনাশ!···ছয় কুমারকে আবার এক্ষণি সাপে কাট্‌ল! কি হবে প্রভু? কি কর্ব্ব?

চাঁদ। কি?

নেড়া। ছয় কুমারকে নিয়ে আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্চ্ছি—এমন সময় শূন্য হতে লাফিয়ে পড়ে ছয়টী সাপ ছয় কুমারের কপালে দংশন কর্ল···

চাঁদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন

নেড়া। যাদের নিজ হাতে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখলুম বিষের জ্বালায় কেমন করে জ্বলে পুড়ে তারা প্রাণ ত্যাগ কর্ল।···কিছু কর্ত্তে পারলুম না।

চাঁদ। তুমি আর কি কর্ব্বে—কি আর হবে! মহাজ্ঞান ছিল, হারিয়েছি! ধন্বন্তরী ছিল···হারালুম! তুমি আর কি কর্ব্বে! আমি আর কি কর্ব্ব! যা কর্ব্বেন শিবশম্ভু!

নেড়া। রাণীমা উন্মাদিনীর মত কখনও তাদের বুকে নিচ্ছেন, চুমো খাচ্ছেন, মনসা দেবীকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে তার পূজা মানত কর্চ্ছেন!

চাঁদ। (লাফ দিয়া উঠিয়া) পূজা! বটে! পূজা? দামামা বাজাও নেড়া। নগরে নগরে প্রচার কর, আজ হতে রাজ্যে যে মনসা পূজা করবে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে!

ছুটিয়া সনকার প্রবেশ

সনকা। দোহাই তোমার! দোহাই তোমার! ও আদেশ প্রচার করো না···আমার ছয় ছয়টী ছেলে সাপের বিষে ঢলে পড়েছে, যদি তাদের পুনর্জীবন চাও—

চাঁদ। চাই না রাণী তাদের পুনর্জ্জীবন! তারা ছিল আমার বন্ধন···আমার মোহ···আমার মায়া! সে বন্ধন খসে গেছে, মায়া কেটে গেছে, মোহ ভেঙে গেছে!···আনন্দ কর! উৎসব কর! কাণী! আর আমার কি কর্ব্বি। পূজা? থুঃ (নিষ্ঠীবন ত্যাগ)

তৃতীয় দৃশ্য

চম্পক রাজপ্রাসাদস্থ শিবমন্দির

পূজারী পূজারিণীগণ মহা সমারোহে আরতি ও বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন। দূরে চাঁদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন

আরতি স্তোত্র

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্ব-মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে তপোযোগ গম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতি-জ্ঞান গম্য
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র!
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ!

মন্দির নিস্তব্ধ হইল। চাঁদ একাকী উত্তেজিত মস্তিষ্কে মন্দির সম্মুখে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পরে মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। মনে মনে তাঁহার অন্তরের সকল ব্যথাই বুঝি তাঁহার আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিলেন। পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঐ ভাবেই ওখানে যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। হঠাৎ পশ্চাতে কে

যেন তাঁহাকে ডাকিল "চাঁদ!" স্বপ্নোত্থিতের মত চাঁদ উঠিয়া তাকাইয়া দেখেন শূন্যে চণ্ডীদেবী। তিনি হাতছানি দিয়া চাঁদকে নিকটে ডাকিলেন। চাঁদ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া তাঁহার কাছে যাইয়াই আকুল আবেগে "মা! মা!" বলিয়া ডাকিলেন। অন্তরের দুঃসহ ব্যথার দারুণ অভিমানে তাঁহার মস্তক পার্শ্বস্থ একটা স্ফটিক স্তম্ভের উপর লুটাইয়া পড়িল।

চণ্ডী। চাঁদ! জানি, তোমার অন্তরের সকল ব্যথাই আমি জানি!… কিন্তু তুমি কি জানো চাঁদ! এ ব্যথা এ শোক তোমার গর্ব্বের; তোমার গৌরবের!…পরম জ্ঞানী হয়ে মহেশ্বরের এই পরম লীলা তুমি কি বুঝছ না চাঁদ!

চাঁদ। পারি না! পারি না দেবী! আর সহ্য কর্ত্তে পারি না মা!…বর দাও, যদি শঙ্করের অর্দ্ধভাগিনী হও…বর দাও…যদি একমনে সেই অনাদিদেব মহাদেবকেই একমাত্র উপাস্য দেবতারূপে আজীবন পূজা করে থাকি, তবে সেই নিষ্ঠার পুরস্কার দাও! দাও মা!…একটি বর দাও—

চণ্ডী। কি বর চাও ভক্ত?

চাঁদ। মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু!

চণ্ডী। সে কি বৎস?

চাঁদ। ওগো দেবী, ওগো অন্তর্যামী দেবতা।…দেখনি কি আমার সেই ছয় পুত্রবধূ…সেই ছয় বালবিধবা! তাদের হাতে তোমার ঐ শাঁখা নেই, তাদের কপালে তোমার ঐ সিঁদুরের টিপ পড়ে না! অথচ তাদেরই সম্মুখে সধবার ধর্ম্ম বজায় রাখতে সনকাকে মৎস্যাহার কর্ত্তে হয়! ঐ শাঁখা পরতে হয়, ঐ সিঁদুরের টিপ পরতে হয়…এ যে আজ আমাদের কি সংসার-যাত্রা…তা কি দেবী, ওগো আমার পাষাণী মা! বুঝিস্ নে! দেখছিস্ নে!

চণ্ডী। বিশ্বাস হারিয়ো না চাঁদ! এ তোমার পরীক্ষা!

চাঁদ। পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে মা, তবু তো বিশ্বাস হারাই নি! তবু তো সেই অনাদিদেব মহাদেবের নাম ভুলি নি, পুজো ভুলি নি, তার বেলপাতা তোর রক্তজবা ভুলিনি···সতী মায়ের গর্ভে জন্মেছি! জীবনে একবার পরম নিষ্ঠায় যে দেবতাকে একমাত্র উপাস্য দেবতা জেনে হাতে করে ফুলজল দিয়েছি, আকাশের ঐ ধ্রুবতারার মতোই তো সে এখনও আমার বুকে বিরাজমান!

চণ্ডী। অন্ধ তুমি চাঁদ! নিজের নিষ্ঠায় তুমি অন্ধ! তবে শোন চাঁদ··· তোমারই ঘরে তোমারই দেবতার মন্দিরে তোমারই দেবতার আসন-তলে আজ মনসার ঘট স্থাপিত হয়েছে···ঘৃণায় লজ্জায় আমার মুখ হেঁট হয়েছে বৎস! চম্পকের আকাশ বাতাস সেই অনার্য্য সর্প-দেবতার সংস্পর্শ দোষে দূষিত। আমার অসহ্য। চাঁদ! অকালে আজ চণ্ডীর বিসর্জ্জন! বিদায়!

অন্তর্ধান

চাঁদ। মা! মা!

উদ্‌ভ্রান্তের মত চণ্ডীর দর্শন পাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল তখন হতাশ হইয়া আসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িলেন

ধীরে সনকার প্রবেশ

সনকা। প্রভু!

চাঁদ নীরব রহিলেন

সনকা। প্রভু!

চাঁদ। বল—

সনকা। বিশ্রাম কর্ব্বে চল প্রভু! আজ সারাদিন তুমি অনাহারে রয়েছ, তা কি স্মরণ নেই?

চাঁদ। স্মরণ আছে। কিন্তু আর আমি এখানে জলস্পর্শ করতে পারি নে! এ বাটী অপবিত্র হয়েছে!

সনকা। অপবিত্র হয়েছে? সে কি প্রভু!

চাঁদ। হাঁ, অপবিত্র হয়েছে। গৃহদেবী চণ্ডী ঘৃণায় পরিত্যাগ করে গেছেন। দেবীর সঙ্গে আমার দেবাদিদেব মহাদেবও নিশ্চয়ই বিদায় নিয়েছেন!

সনকা। সে কি কথা?

চাঁদ। যাও সনকা—আমায় বিরক্ত করো না, আমার মাথা ঘুরছে! নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

সনকা। প্রভু ও কথা বলো না। আমি ষোড়শোপচারে শঙ্কর-শঙ্করীর পূজা কর্ছি—

চাঁদ। কেন, শুনি—

সনকা। আমার গর্ভের সন্তানের কল্যাণ কামনায়! প্রভু! দেবীর দয়া হয়েছে! আর একজন আস্ছে! আমার শূন্য কোল আবার পূর্ণ হবে! তোমার লক্ষ্যহীন জীবনে আবার লক্ষ্য মিলবে! বুকভরা স্নেহ এতদিন অবলম্বন না পেয়ে কেঁদে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যেত! আবার বুঝি অবলম্বন মিলবে!

চাঁদ। (শঙ্কিত পরাণে কাঁপিয়া উঠিয়া) না—না—না! আর মায়া নয়! আর মোহ নয়! মহাজ্ঞান নেই, ধন্বন্তরী নেই, দেবতার দয়া ছিল, আজ সে দেবতাও বিমুখ।

সনকা। কে বলে দেবতা বিমুখ!

চাঁদ। যে গৃহে চেঙ্গমুড়ী কাণীর মঙ্গলঘট স্থান পায়, সে গৃহে দেবতা বিমুখ। (তুমি জানো না সনকা, আমরা সসর্প গৃহে বাস কর্ছি…) (হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তিতে দৃঢ় গম্ভীরস্বরে) সনকা! কার এই কাজ?

সনকা। (চমকিয়া উঠিয়া) কি কাজ প্রভু?

চাঁদ। চেঙ্গমুড়ী কাণীর মঙ্গলঘট…আমারই গৃহে, আমারই দেবতার মন্দিরে, আমারই দেবতার আসনের তলে…কে এনেছে, কে রেখেছে?…কার এই কাজ?

সনকা। (কপালে করাঘাত করিয়া) হায় ভগবান!

চাঁদ। তবে তুমি জান?

সনকা। (কপালে করাঘাত করিতে করিতে) অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! নিদারুণ অদৃষ্ট!

চাঁদ। জানো না? তুমি জানো না?

সনকা। (কাঁপিতে কাঁপিতে)—না।

চাঁদ। আমিও তবে আজ গৃহ পরিত্যাগ করে চললুম—থাক সনকা, থাক…মনসার ঘট নিয়ে তুমি সুখে থাক… আমি আমার বিগ্রহ নিয়ে চললুম!

মন্দিরের দিকে গমনোদ্যত

সনকা। (তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া) প্রভু! প্রভু! দয়া কর! দাঁড়াও!

চাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।…পরে পা ছাড়াইয়া লইয়া মন্দিরে ছুটিয়া গেলেন। সনকা কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। চাঁদ বিগ্রহ তুলিয়াই দেখেন তাহার নিম্নে মনসার মঙ্গলঘট।

চাঁদ। এই তো পেয়েছি!

বাহির হইয়া আসিয়া বামহস্তে মনসার মঙ্গলঘট সম্মুখে প্রসারিত করিয়া

বল বল সনকা···কার এই কীর্ত্তি!···কার এই দুঃসাহস·· চেঙ্গমুড়ী কাণীর এই ঘৃণ্য ঘট আমার দেবতার আসনের তলে স্থাপন করে আমার—আমার গৃহদেবতার অপমান করা!···বল···আমি অবিলম্বে এর উত্তর চাই—

গভীর নিস্তব্ধতা

চাঁদ। বলবে না?

সনকা। (আকুলি বিকুলি করিয়া) আমি বলব···আমি বলব···আমি তোমায় গোপনে বলব···

চাঁদ। (তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া) বল···এখনো সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ কর···কার এই কীর্ত্তি···বল অবিলম্বে বল···কি! বলবে না? তবে—

ঘটটি ভাঙ্গিবার জন্য ভূতলে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ

সনকা। (ছুটিয়া আসিয়া) ভেঙো না! ভেঙো না! আমার গর্ভের সন্তানের অমঙ্গল করো না···

চাঁদ। (ঘটটি পায়ের কাছে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া) বুঝলুম··· দৌবারিক!

দৌবারিক। প্রভু!

চাঁদ। ঐ দামামা বাজাও—

আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল

ছুটিয়া রক্ষীসৈন্যগণ প্রবেশ করিয়া চাঁদকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল

চাঁদ। আজ হতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রচার করে দাও, আমার রাজ্যে শুধু মনসা পূজা নিষেধ নয়, যে যেখানে মনসার ঘট দেখবে সে সেইখানেই সেই ঘট এমনি করে পদাঘাতে ভঙ্গ করবে—

পদাঘাত করিয়া ঘট ভঙ্গ

সনকা। ও—হো—হো!

বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট অট্টহাস্য) পুত্র হবে! সোনার চাঁদ পুত্র হবে! ছয় ছয় পুত্রের শোক ভুলিযে দেবে—তাকে বাঁচিযে রাখতে হলেই মনসার পূজা চাই। (সনকাকে লক্ষ্য করিযা) কেমন পূজা হল। চেঙ্গমুড়ী কাণীর এমনি পূজা দেশে দেশে প্রচার কর্ব্বার জন্য আমি বাণিজ্যে যাব। দুর্য্যোধন! আমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজাও। কাল প্রভাতেই আমি গৃহ ছাড়বো···

সনকা। (চৈতন্য লাভ করিযা) প্রভু!

চাঁদ। চুপ!···কালনাগিনী! ঘরে আমার কালনাগিনী! জ্বালা! বড় জ্বালা! কোথায় সেই সপ্ত সমুদ্রের কালো জল, গভীর জল, শীতল জল···বুকে নাও, আমায় বুকে নাও! এবার ডুব্‌ব! সাজাও ডিঙ্গা, বাজাও শঙ্খ···উঠুক ঝড়·· ডুব্‌ব! ডুব্‌ব! অতল জলধি-তলে ডুব্‌ব!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিছনি নগর—রাজপ্রাসাদ

নিছনি নগরে সায় সদাগরের প্রাসাদভবন মধ্যস্থ নাটমন্দির—

সায় সদাগর এবং পুরোহিত

পুরোহিত। তুমি ঠিক্ সময়েই বাণিজ্য হতে ফিরে এসেছ!—আমি আজ তোমার রাজ্যে এক ভীষণ অমঙ্গল আশঙ্কা কর্ছি! এখন তুমি তার বিহিত কর—

সায় সদাগর। সে কি প্রভু? অমঙ্গল! কি অমঙ্গল?

পুরোহিত। তোমার বার্ষিক ইন্দ্রপূজার তিথি ছিল কাল···এবং আজো আছে। কিন্তু···সে পূজা হবে না, হ'ল না। এই বর্ষাকালে কি তোমার রাজ্যে বর্ষার কোন লক্ষণ দেখেছ? আকাশ মেঘহীন। দারুণ গ্রীষ্মে রাজ্য পুড়ে গেল। অনাবৃষ্টির আশঙ্কা করে প্রজারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে!

সায় সদাগর। পূজা হয় নি? পূজা হয় নি?—কেন প্রভু? এ সর্ব্বনাশ কেন কর্লেন প্রভু?

পুরোহিত। সর্ব্বনাশ আমি করিনি রাজা! সর্ব্বনাশ করেছে তোমার কন্যা···

সায় সদাগর। সে কি প্রভু!—বেহুলা?

পুরোহিত। হাঁ রাজা! বেহুলা! তোমার আদরিণী কন্যা বেহুলা।

সায় সদাগর। কেন? কেন? সে কী করেছে প্রভু?

পুরোহিত। তুমি জান ইন্দ্রপূজার প্রধান উপকরণ নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী কর্ত্তৃক নৃত্য-আরতি।

সায় সদাগর। বেহুলার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি প্রভু?

পুরোহিত। বেহুলাই…তোমার ঐ কিশোরী কন্যা বেহুলাই, এখন সেই নাগরিক সম্মানের অধিকারিণী। গত বসন্তোৎসবে সে নগরের অন্যান্য বিখ্যাতা নটীদের নৃত্যগর্ব্ব চূর্ণ করে আজ একবাক্যে নগরের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীরূপে অভিনন্দিতা!

সায় সদাগর। কাল তবে সে সেই শ্রেষ্ঠ নাচ নাচতে পারে নি? তবে কি তাল ভঙ্গ হল?

পুরোহিত। নাচতে পারে নি নয়, নাচে নি। কাল নাচে নি…আজও নাচবে না বলেছে…কিন্তু রাজা! আজ না নাচলে সর্ব্বনাশ!

সায় সদাগর। আজ তবে সে অবশ্য নাচবে!…আমি এইখানেই তাকে এখনি ডেকে পাঠাচ্ছি!

শশব্যস্তে এক দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। রাজা সর্ব্বনাশ!

সায় সদাগর। আবার কি সর্ব্বনাশ দৌবারিক?

দৌবারিক। একটা লোক নগরের রাজপথে একটা সাপ মেরে ফেলেচে!

সায় সদাগর। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!…দৌবারিক! এই মুহূর্ত্তে নগরাধ্যক্ষকে আমার আদেশ জানাও, সেই সর্পহত্যাকারী দুর্ব্বৃত্তকে বন্দী করে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক।…আমি তাকে লৌহ-

শৃঙ্খলে বন্দী করে এইখানেই আজ সর্প দ্বারা দংশন করিয়ে প্রাণদণ্ড দেব।…যাও…তুমি অবিলম্বে যাও—

দৌবারিকের প্রস্থান

কি দারুণ দুর্দ্দৈব! আমার রাজ্যে সর্প নাশ! মা মনসা! মা মনসা! ক্ষমা করো! ক্ষমা করো আমার কোন দোষ নেই! প্রভু! প্রভু! মা কি দয়া কর্ব্বেন না?

পুরোহিত। তিনি অবোধ নন রাজা! এ তোমার ইচ্ছাকৃত কি জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়। তুমি সর্পকুলের পরমবন্ধু…তাদেরি কল্যাণ-কামনায় তুমি তোমার রাজ্য হতে সর্পকুলের পরম-শত্রু নেউল আর ময়ূর ধ্বংস করেছ!…সর্পকুল নির্ভয়ে তোমার রাজ্যে বিচরণ কর্ত্তে পেরে সুখে আছে…মা-মনসা অন্তর্য্যামিনী। তিনি তোমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন বৎস!

এমন সময় বেহুলা ছুটিয়া প্রবেশ করিয়াই পিতা সায় সদাগরকে জড়াইয়া ধরিলেন

বেহুলা। বাবা! অন্দরে না গিয়ে তুমি এখানে বিলম্ব কর্চ্ছ কেন? মা অধীরা হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আমি আর থাকতে পারলুম না; ছুটে তোমার কাছে চলে এলুম! তোমার এ ভারী অন্যায় বাবা! এক বছর পরে বাণিজ্য থেকে ফিরে যদিই বা এলে অন্দরে যেতে আবার ছ'মাসের বিলম্ব।

সায় সদাগর। (রুক্ষভাবে) মা!—তুমি কাল ইন্দ্রপূজার জন্য নৃত্য-আরতি কর্ত্তে সম্মত হওনি কেন?

বেহুলা। এক বছর পরে বাড়ী ফিরে ঐ বুঝি তোমার প্রথম আদর বাবা!

সায় সদাগর। আমার কথার উত্তর দাও মা! তুমি ইন্দ্রপূজা হতে

না দিয়ে আমার রাজ্যে বিষম বিপদপাতের সূত্রপাত করেছ।... উত্তর দাও মা...তুমি গতকল্য পুরোহিত-মহাশয়ের আদেশ পেয়েও কেন নাচো নি?

বেহুলা। কি! (পুরোহিতের দিকে চাহিয়া) এরি মধ্যে লাগিয়েছ? বেশ করেছ! ভালো করেছ!—আমি নাচব না। আমার ইচ্ছা।

সায় সদাগর। ইচ্ছা বল্‌লেই তো চলবে না মা!

বেহুলা। তবে?

সায় সদাগর। তোমায় নাচতেই হবে।

বেহুলা। বেশ। নাচব...

সায় সদাগর। তবে আজই এখনি পূজার আয়োজন করুন—

বেহুলা। তবে আজই, এখনি...তুমিও আমায় একটি ময়ূর এনে দাও—

সায় সদাগর। সে কি মা?

বেহুলা। ময়ূর! ময়ূর! একটি ময়ূর!...শুধু ছবিতেই দেখেছিলুম। সেদিন দেখলুম স্বপ্নে!—কি সুন্দর! কি চমৎকার!...আর, আকাশ মেঘ দেখে কি অপরূপ নাচল!...আমি ছুটে গেলুম ধর্ত্তে...ধর্ব্ব... ধরেছি প্রায়—(দুঃখে) ঘুম ভেঙে গেল! আমার ঘুম ভেঙে গেল!

সায় সদাগর। কথা রাখ বেহুলা।...নাচো...আজ নাচো...

বেহুলা। আমার কথা রাখ বাবা!...আমি ঐ নাচ শিখ্‌ব! ময়ূরের ঐ নাচ শিখ ব...ময়ূরের ঐ নাচ নাচবো!

সায় সদাগর। আমার রাজ্যে ময়ূরের স্থান নেই। ময়ূর আমি নির্ম্মূল করেছি।...ময়ূর তুমি পাবে না।...কিন্তু নাচতে তোমাকে হবেই—

বেহুলা। ময়ূর! ময়ূর! আমি ময়ূর না পেলে বাঁচবো না!

ক্রন্দন

সায় সদাগর। আমি তোমার জন্য গজমুক্তার হার এনেছি, নীলার আংটি এনেছি।

বেহুলা। আমার হাতীর দাঁতের সিন্দুর-কৌটা এনেছ ?

সায় সদাগর। (মুহূর্ত্তকাল থামিয়া) ভুলে গেছি! কিন্তু চন্দ্রহার এনেছি, চরণপদ্ম এনেছি···সবই এনেছি···সবই দেব···সবই পাবে··· কিন্তু···তুমি নাচ !

বেহুলা। সবই পাচ্ছি ! হাতীর দাঁতের সিন্দুরের কৌটা পাচ্ছি ! ময়ূর পাচ্ছি ! সবই পাচ্ছি ! সবই পাচ্ছি !

ক্রন্দন

সায় সদাগর। ময়ূর পাবার উপায় নেই। অবুঝ হো'য়ো না বেহুলা।

বেহুলা। ময়ূর না পেলে আমি বাঁচবো না···ময়ূর না পেলে আমি বাঁচবো না—

চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থানোদ্যোগ

সায় সদাগর। বেহুলা !···দাঁড়াও—

বেহুলা। আমি হাতীর দাঁতের সিন্দুর কৌটা পাবো না···আমি ময়ূর পাবো না···আমি বাঁচবো না ! আমি বাঁচবো না !

লক্ষ্মীন্দরের প্রবেশ

লক্ষ্মীন্দর। হাতীর দাঁতের সিন্দুর কৌটা ?—আমার কাছে আছে, আজই সমুদ্র-প্রত্যাগত এক নাবিকের কাছ হতে কিনেছি, কিন্তু··· সে তো আমি দিতে পার্ব্ব না ! ময়ূর ?—দিতে পার্ত্তুম—কিন্তু এখন—

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন

সায় সদাগর। কে তুমি যুবক ?

বেহুলা। (লক্ষীন্দরের দিকে সাগ্রহে অগ্রসর হইতে হইতে) হাতীর দাঁতের সিন্দুর কৌটা ?···কই ?···ময়ুর ?···কোথায় ? কোথায় ?

সায় সদাগর। (কর্কশস্বরে) বেহুলা ! যাও···এখান হতে চলে যাও—

বেহুলা লক্ষীন্দরের দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান

সায় সদাগর। কে তুমি ধৃষ্ট যুবক ?—কোন সাহসে তুমি এখানে প্রবেশ কর্লে ? আর তোমাকে এখানে আসতেই বা দিল কে ?

লক্ষীন্দর। শুনলুম আপনি আজ বাণিজ্য হতে ফিরে এসেছেন, আমি আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতার খবর পাব আশায় আপনার কাছে এসেছি। সদাগর-রাজ ! সত্যই আমি কি পিতৃহীন হয়েছি ?—বলুন রাজা ! আমি কি পিতৃহীন ?

সায় সদাগর। কে তোমার পিতা ?

লক্ষীন্দর। তিনি আমার জন্মের একমাস পূর্ব্বে সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বাণিজ্যে গেছেন। সে আজ বিশ বছরের কথা। আজ বহুকাল তাঁর কোন খবর আমাদের কেউ পায় নি।

সায় সদাগর। বিশ বৎসর পূর্ব্বে !···সপ্তডিঙ্গা ? সপ্তডিঙ্গা মধুকর ? চাঁদ সদাগর ?

লক্ষীন্দর। আমার পিতা !···কিন্তু···এতকালেও তাঁকে চোখে দেখতে পেলুম না। বেঁচে আছেন ? তিনি বেঁচে আছেন ?

সায় সদাগর। তিনি দক্ষিণপাটনের দিকে অগ্রসর হলেন, আমি আর অগ্রসর না হয়ে গৃহে ফিরে এলুম—তিনি কুশলেই আছেন যুবক তুমি চাঁদের পুত্র ? অথচ সে এ খবর জানে না ··সে আমায়

বল্‌ল···তার আসন্ন-প্রসবা পত্নীকে গৃহে রেখে সে বাণিজ্যে বের হয়েছে···আজ এতদিনেও খবর পেল না···তার পুত্র হল···কি কন্যা হল—আর পুত্রই হোক্ কন্যাই হোক্—সে জীবিত আছে কিনা—

লক্ষ্মীন্দর। কোথায় কে তাঁকে খবর দেবে!···কেউ তাঁর খবর জানে না, বলতে পারে না—আজ এই প্রথম তাঁর খবর পেলুম। আমি চললুম···আমার অভাগিনী মাকে এ খবর দিতে···প্রণাম রাজা!

সায় সদাগর। তোমাকে যে আজই···বাণিজ্য হতে ফিরে গৃহে পা দিতে না দিতেই এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পাব··তা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি বৎস! এখন বুঝছি···এই নির্ব্বন্ধ! শুনুন পুরোহিত মহাশয়—চাঁদের সঙ্গে আমার বহুদিনের বন্ধুত্ব। বহুকাল পরে এবার তাঁর সঙ্গে আমার সমুদ্রে দেখা হ'ল।···দু'জনে যখন বিদায় নেব·· তখন সে আমার হাত ধরে বল্‌ল···সায়! যদি আমার পুত্র হয়ে থাকে···তবে তোমার কন্যার সঙ্গে···

পুরোহিত। বিবাহ দিয়ো?

সায় সদাগর। বিবাহ দিয়ো।···বল্‌ল, সে কবে গৃহে ফিরবে ঠিক নেই। ফিরবে কিনা তারও ঠিক নেই। ঐ বালকের অভিভাবক আবশ্যক। ওর সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ হলে আমি সেই অভিভাবক হব··· এই তাঁর ইচ্ছা। এই বলে দু'টি হাত ধরে সে কাঁদতে লাগল। আমি বললুম···কেঁদো না ভাই! তোমার পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ···এ আমারি পরম সৌভাগ্যের কথা। আমি বিবাহ দিতে সত্যবদ্ধ হলুম!

পুরোহিত। এই যুবক অতি সুলক্ষণযুক্ত। বিশেষতঃ চাঁদ সদাগরের বংশমর্য্যাদা দেশ-বিখ্যাত। এর সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ অতি সুশোভন হ'ত সন্দেহ নেই কিন্তু ··চাঁদ সদাগর মনসা-মার পরম বিরোধী। মনসা-মার সঙ্গে বিরোধে তার ছয ছয় পুত্র সর্পদংশনে অকালে প্রাণত্যাগ করেছে—

সায সদাগর। ঐ ঐ তো নির্ব্বন্ধ!···যখন চাঁদ সেই বিদাযমুহূর্ত্তে··· আমাব হাত দু'খানি ধরে অশ্রুনাত চক্ষে আমার নিকট সকাতরে এই প্রস্তাব কর্ল···আমি অভিভূত হযে পড়লুম। আমি সকল কথা ভুলে গেলুম। বিবাহ দিতে সত্যবদ্ধ হলুম!···কিন্তু—

অমলার প্রবেশ

অমলা। আড়ালে দাঁড়িযে সব শুনছিলুম···কিন্তু এখন আর না এসে থাকতে পারলুম না। সত্য বক্ষা কব রাজা! সত্যরক্ষা কর্লে রাজা দশরথের অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন কর্ব্বে ··আর সত্যভঙ্গ কর্লে···

সায সদাগর। কিন্তু···

অমলা। যুগে যুগে তোমার অপকীর্ত্তি বিরাজ কর্ব্বে। ভীরু যে···সে সত্যভঙ্গ করে, কাপুরুষ যে···সে সত্যভঙ্গ করে, কিন্তু তুমি···

সায় সদাগর। (লক্ষ্মীন্দরের পাশে যাইয়া সস্নেহে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া) বৎস! আমি বাকদান করলুম—

পুরোহিত। দাঁড়াও রাজা। বাকদানের ঐ শুভকার্য্য এই অশুভ মুহূর্ত্তে করো না···এখনো ইন্দ্রপূজা হয নি! শুধু ইন্দ্রপূজা নয়, মনসা দেবীর যদি আশীর্ব্বাদ চাও, যে আশীর্ব্বাদ ঐ শুভকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরম প্রয়োজনীয় সেই আশীর্ব্বাদ এখনো তোমার অর্জ্জন করা হয় নি—

সেই সর্পঘাতক দুর্ব্বৃত্ত এখনও ধৃত হয় নি···সর্পদংশনে এখনো তার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা হয় নি—

নগরাধ্যক্ষ, দৌবারিক ও মৃতসর্পবাহী অনুচরের প্রবেশ

সায় সদাগর। অপরাধী কই?

দৌবারিক। (লক্ষ্মীন্দরকে দেখিয়া) ··এ কি! এ কি!

সায় সদাগর। অপরাধী কোথায়?

দৌবারিক। আপনার সম্মুখে!

পুরোহিত। সে কি!

সায় সদাগর। অপরাধী কই?

দৌবারিক। (লক্ষ্মীন্দরকে দেখাইয়া) ঐ—

নগরাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে লক্ষ্মীন্দরকে শৃঙ্খলিত করিতে গেল

সায় সদাগর, পুরোহিত ও অমলা। সে কি!

সায় সদাগর। (দৌবারিককে) দাঁড়াও।

দৌবারিক সরিয়া আসিল

লক্ষ্মীন্দর! ঐ সর্প তুমি হত্যা করেছ?

লক্ষ্মীন্দর। আমি নই।

সায় সদাগর দৌবারিকের দিকে তাকাইলেন

দৌবারিক। তুমি নও? তুমি নও? মিথ্যাবাদী কাপুরুষ! তুমি নও? আমি স্বচক্ষে—

লক্ষ্মীন্দর। খবরদার দাসানুদাস কীট!

দৌবারিক। শুনুন রাজা—ঐ লোকটা···

লক্ষীন্দর। (তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া)···না···(ছাড়িয়া দিয়া) ছি ছি ছি কাকে মার্ত্তে যাচ্ছি! দাসানুদাস অতি তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ একটা চাকর! শুনুন রাজা! ঐ সাপ আমি হত্যা করিনি··· জীবনে কোনদিন একটা কীটও অকারণে মারিনি! আমার কান্না পায়!···মার্ত্তে আমার হাত ওঠে না ··দুঃখ দিতে কষ্টে আমার চোখ জলে ভরে আসে!···আমি মারিনি! আমি মারিনি!

পুরোহিত। তবে কে? তবে কে মেরেছে?

লক্ষীন্দর। আমার ময়ূর।

পুরোহিত ও সায় সদাগর। ময়ূর?

লক্ষীন্দর। হাঁ, ময়ূর।

পুরোহিত ও সায় সদাগর কপালে করাঘাত করিলেন

লক্ষীন্দর।···মা সাপের ভয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর রাখেন। এখানেও সেই ময়ূর আমার সঙ্গ ছাড়ে নি! আজ রাজপথে একটা সাপ আমাকে তাড়া করে আসছিল···ময়ূর ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করল···আমি বাধা দিতে এতটুকু অবসর পেলুম না!

সায় সদাগর। (ময়ূরের কথা শোনা অবধি হতাশ হইয়া প্রায় ভাঙিয়া পড়ার মত হইয়াছিলেন।) আমায় ধর অমলা! আমার শরীর কেমন করছে! আমায় ঘরে নিয়ে চল—

অমলা তাঁহাকে ধরিলেন

নগরাধ্যক্ষ। এই যুবক সম্বন্ধে কি আদেশ রাজা?

সায় সদাগর। (অত্যন্ত বিচলিত হইয়া) আমায় ঘরে নিয়ে চল!

আমায় ঘরে নিয়ে চল। কি নিদারুণ দুর্দ্দৈব! গৃহপ্রবেশের মুখেই কি নিদারুণ দুর্দ্দৈব! আমায় ধর—

অমলা চোখ মুছিতে মুছিতে সায় সদাগরকে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন

পুরোহিত। প্রাণদণ্ড! প্রাণদণ্ড! সর্পদংশনে প্রাণদণ্ড দানই ঐ পাপের একমাত্র শাস্তি! আর সে শাস্তি মহারাজ ইতিপূর্ব্বেই ব্যবস্থা করেছেন!—নিযে যাও দৌবারিক—ইন্দ্রপূজা হ'ল না, তবে ভালো করে মনসা পূজাই হোক্।—যাও তোমরা—মন্দিরে নিয়ে যাও—আমি পূজোপকরণ সংগ্রহ করে যাচ্ছি—

পুরোহিতের ভিন্ন পথে প্রস্থান। প্রহরী লক্ষ্মীন্দরকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া যাইবে এমন সময় সায় সদাগর পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এবং লক্ষ্মীন্দরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন

সায় সদাগর। চাঁদের ছেলে! চাঁদের ছেলে···চাঁদের সেই চাঁদ মুখ! ছয় ছয় পুত্র হারিয়ে মায়ের বুক জুড়ে তুমি তাদের এক ছেলে!··· যাও বৎস! মার বুকে যাও, পিতা ঘুরে এলে তার তাপিত বক্ষ শীতল ক'রো···বড় অভাগা সে! বড় অভাগা সে!···আমার কপালে যাই থাক্···যাই থাক্···তুমি তাদের শিবরাত্রির সল্‌তে। বড় অভাগা সে। বড় অভাগা সে!

ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। দৌবারিক ও নগরাধ্যক্ষ প্রস্থান করিল

লক্ষ্মীন্দর। আমি কি স্বপ্ন দেখছি।···আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লুম।

ক্ষণকাল অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর মন্দিরে প্রণাম করিলেন। প্রণামকালে দূরে লক্ষ্মীন্দরের সেই ময়ূর দেখিয়া নাচিতে নাচিতে বেহুলার প্রবেশ। পরে লক্ষ্মীন্দরকে দেখিতে পাইয়া

বেহুলা। (লক্ষ্মীন্দরের সম্মুখে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া দূরে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, চোরের মত চাপা গলায়) ঐ—

লক্ষীন্দর। ময়ূর! তাই তো!···আমার!···

বেহুলা। (মিনতিভরা চোখে লক্ষীন্দরের দিকে চাহিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে) —আমার!

লক্ষীন্দর। আচ্ছা তবে তোমার—আমার ময়ূর তোমার হলে যদি তুমি খুসী হও···আমার ঐ ময়ূর তোমারই হল।

বেহুলা। নাচব! নাচব! আমি নাচব! আজ আমি নাচব!

নৃত্য ও গীত আরম্ভ

গান

নাচে নাচে গো নাচে হিয়া
একি পুলকে শিহরিয়া, আকুল অধীর নব ছন্দে—
মেলি কলাপ কেকা সম
ওঠে মরম নাচি মম, মনের বনের গীতি গন্ধে।
একি উল্লাস উতলা বাতাসে
বাজে বরণের রাগিণী আকাশে
হৃদি শতদল আপনি বিকাশে
পরাণ পিয়ারে প্রাণ বন্দে
একি ময়ূরের মধু ভঙ্গিতে, বনকেতকীর ঘন সঙ্গীতে
নীল তারকার আঁখি ইঙ্গিতে
ভুবন মাতিল মহানন্দে।

বেহুলা নৃত্য করিতে লাগিলেন। লক্ষীন্দর বিহ্বল হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে নৃত্য শেষ হইল। নৃত্য শেষ হইলেই বেহুলা ছুটিয়া লক্ষীন্দরের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

বেহুলা। কেমন? কেমন? বল···কেমন নাচলুম?

লক্ষীন্দর। বলতে পার্ব্ব না—মুখে বলতে পার্ব্ব না···কি অপরূপ তোমার

ঐ নাচ! জীবনে দেখিনি, স্বপ্নে দেখিনি কল্পনাও কর্ত্তে পারিনি স্বর্গের ঐ নাচ!

বেহুলা। ভালো লেগেছে?…ভালো লেগেছে!

লক্ষ্মীন্দর। খুব ভালো লেগেছে!

বেহুলা। খু—ব?

লক্ষ্মীন্দর। খু—ব!

বেহুলা। তবে ঐ হাতীর দাঁতের কৌটাটি এবার আমার?

লক্ষ্মীন্দর। (বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠিয়া সরিয়া গেলেন। কি ভাবিলেন। পরে বেহুলার কাছে আসিয়া চাপা গলায়) চম্পকনগরে শিবরাত্রির মেলা হচ্ছে, তুমি তোমার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেয়ো, অমন মেলা তুমি কখনো দেখনি!

বেহুলা। আমার সিন্দূরের কৌটা?

লক্ষ্মীন্দর। সেই চম্পকে চাঁদ সদাগরের রাজবাড়ীতে আমি থাকি। এ কৌটা আমি আমার মার জন্য কিনেছি! তুমি আমাদের বাড়ীতে যেয়ো। আমি মার কাছে চেয়ে নিয়ে এই কৌটা তোমায় দেব—

বেহুলা। যাব! আমি যাব!

মেঘগর্জ্জন। বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল

লক্ষ্মীন্দর। আমিও এখন যাব। আকাশে মেঘ করেছে—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! বৃষ্টি নাম্‌বে! আমি চল্লুম।

প্রস্থান

বেহুলা। কেন নাচলুম! কেন বৃষ্টি নাবল! কেন গেল!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীদহের প্রান্তভাগ

দক্ষিণ পাটন অঞ্চলস্থিত কালীদহের প্রান্তভাগ। তীরে চাঁদ সদাগরের মিত্ররাজ চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ। তখন প্রভাত সূর্য্যের এক ঝলক স্বর্ণ-রশ্মিতে কালীদহের কালো জল উদ্ভাসিত হইয়াছে। কলসী লইয়া রমণীগণ কালীদহে জল লইতে আসিয়াছে

রমণীগণের গীত

বেলা যে পড়ে এলো গাগরী ভরে নে লো
ঘোমটা টেনে দে লো চ লো চ ঘরে ফিরে !
এত কি তাড়া, যেতে তো হবে বাড়ী
জলে কি দেবো পাড়ি রোস না যাব ধীরে।
ওমা সে কোন কালে এসেছি নদী আলে,
তিমির ঘন জালে আসে যে পথ ঘিরে।
ক্ষতি কি যায় যদি, আঁধারে বায় নদী
রব লো নিরবধি ডুবিয়া নীল নীরে।
বঁধুয়া খুলি দ্বার, চাহিয়া পথ যার
দাঁড়ায়ে আছে তরি, না ফেরা সাঞ্জে কিরে !

জল ভরিয়া কলসী কাখে লইয়া রমণীগণ গান গাহিতে চলিয়া গেল।

শূন্তে মনসা ও নেতার আবির্ভাব

মনসা। নেতা ! ঐ—ঐ—ঐ সেই সপ্তডিঙ্গা মধুকর—

নেতা। কই ?

মনসা। ঐ···দুরে·· ঐ মধুকর···তারপর শঙ্খচূড়।

নেতা। দেখছি···তারপর রত্নাবতী···তারপর দুর্গাবর···তারপর? তারপর?

মনসা। তারপর খরসান···তারপর উদয়তারা···তারপর—তারপর?

নেতা। তারপর কাজলরেখী!

মনসা। দেশে দেশে সদাগর আমার অপযশ প্রচার কর্চ্ছে···আর তো তাকে অগ্রসর হতে দেওয়া যায় না বোন! তার ঐ জয়যাত্রা রোধ কর—

নেতা। তার সপ্তডিঙ্গায় শুধু মণিমাণিক্য, কস্তুরী, কুঙ্কুম, অগুরুচন্দন নেই বোন···সপ্তডিঙ্গায় সপ্ত কামান রাঙ্গা চোখে চেয়ে আছে—

মনসা। নেতা! নেতা! তবে উপায়? এই দক্ষিণ পাটনে রাজা চন্দ্রকেতু আমার পূজার প্রচলন করেছে। চাঁদের সপ্তডিঙ্গা যদি এখানে এসে পড়ে, চাঁদ তবে চন্দ্রকেতুর মনে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঞ্চার কর্বে। চাঁদ আর চন্দ্রকেতু সতীর্থ বন্ধু! কি হবে নেতা?

নেতা। কি কর্বে বোন!

মনসা। চন্দ্রকেতুর ঐ রাজপ্রাসাদ চাঁদের সপ্তডিঙ্গা হতে নিশ্চয়ই দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। হয়নি কি নেতা?

নেপথ্যে সপ্ত কামানের গর্জ্জন

নেতা। ঐ কামানধ্বনির অট্টহাস্যে চাঁদ সে কথা তোমায় জ্ঞাপন কর্ল বোন!

মনসা। আমার মাথা ঘুরছে! কি হবে বোন! আমার প্রতিষ্ঠাটুকু, আমার এতটুকু প্রতিষ্ঠা এই বিশাল জগতে শুধু এই রাজ্যটুকুতে। এইটুকু রাজত্বে যদিও বা অর্জ্জন কর্ত্তে সমর্থ হয়েছিলুম, আজ যে তাও

হারাতে বসলুম নেতা…ঐ…ঐ যে রাজপ্রাসাদ-শীর্ষে স্বয়ং চন্দ্রকেতু এসে দাঁড়াল। এখনি সে নেমে এসে বন্ধুকে অভিবাদন করে রাজপুরীতে নিয়ে যাবে! তারপর! তারপর!

নেতা। তারপর তোমার কপালে হেতালের লাঠি, পদাঘাত, অথবা থুৎকার!…কোন্‌টা কম লোভনীয় তুমিই বলতে পার!

মনসা। আবার তবে মায়াযুদ্ধ হোক্। চাঁদ এবং চন্দ্রকেতুর দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে কালীদহে এক পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়াক…সেই পাহাড়ই চাঁদের জয়যাত্রা রোধ কর্ব্বে…ঐ দেখ সেই পাহাড়…পাষাণী আমি নই, পাষাণী আমার নিয়তি। তার বুকে একফোঁটা মায়া নেই, এক তিল মমতা নেই! পাষাণে বুক বেঁধে আমি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছি!…সেই পাষাণে…ঐ—

অন্ধকার হইয়া কালীদহ আবার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখা গেল কালীদহের বুকে এক পাহাড় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—প্রাসাদের দিক হইতে ছুটিয়া আস্তিকের প্রবেশ

আস্তিক। মা! মা! কালীদহের বুকে ঐ পাষাণ ধ্বংস কর্ব্বার জন্য চাঁদরাজা সপ্তডিঙ্গায় সপ্তকামানে আগুন দিয়েছে!

মনসা। বটে!

নেতা। ঐ—

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া কামান ধ্বনি হইল। ধূমে কালীদহ আচ্ছন্ন হইল। ক্রমে যখন সেই ধূম ধীরে ধীরে অপসারিত হইল, তখন দেখা গেল, কালীদহের বুকে পাহাড়ের চিহ্ন মাত্র নাই। মনসা আস্তিক ও নেতাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একদৃষ্টে পাষাণমূর্ত্তির মত কালীদহের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

মনসা। নেতা!

নেতা। বোন!

মনসা। এবার!

নেতা। (রোষে ও ক্ষোভে কাঁপিতে কাঁপিতে) হয় মরো—না হয় মারো—

মনসা। মর্ব্বার উপায় নেই নেতা! সেদিকে ঠিক আছে। পূজো না পেলে কি হয়—শিব যখন জন্মদাতা, তখন দেবতা বই কি?—ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে, অত্যাচারে সহস্রবার মৃত্যুকামনা করলেও মরণ নেই···মরণ নেই।

আস্তিক। এর চেয়ে মানুষ হয়ে জন্মানো সহস্রগুণে ভালো! অভিশাপ! অভিশাপ! দেবতা হয়ে জন্মানো জীবনের চরম অভিশাপ!

মনসা। মরণ নেই! মরণ নেই! যখন মরা হবে না—

নেতা। তখন মারো—

আস্তিক। মারো! মারো!

মনসা। তবে তাই হোক্! (হস্তের ইঙ্গিতসহ) চলে আয়—

সকলের অন্তর্ধান

তৃতীয় দৃশ্য

কালীদহ

কালীদহে তুফান। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত। দূর হইতে মাঝি মাল্লাদের "সামাল" "সামাল" রব ভাসিয়া আসিতেছে। নাবিকগণের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ক্রমে কোলাহল থামিয়া গেল। শূন্যে মনসা ও নেতার আবির্ভাব

মনসা। চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর ধ্বংস করেছি! রাজার ঐশ্বর্য্য সলিল-সমাধি লাভ করেছে। এইবার সদাগরের দুরবস্থা দেখ—

নেতা। জলে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে আসছে!

মনসা। শোন…শোন…ঐ শোন তার আর্ত্তনাদ!

সকলে নীরব হইলেন

চাঁদ। (হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া আসিতে আসিতে) প্রাণ যায়! কে কোথায় আছ রক্ষা কর! কোথায় শিব? কোথায় শম্ভু! কপালে শেষে এই ছিল! যাই! গেলুম; ও—হো—হো!

নেতা। (অগ্রসর হইয়া) ভয় নেই! ভয় নেই সদাগর! কালীদহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরণ নাও—তাঁর দয়ায় কূল পাবে। তোমার সপ্তডিঙ্গা আবার পূর্ব্বের মতো ভেসে উঠ্‌বে—রাজরাজেশ্বর হয়ে তুমি দেশে ফিরতে পার্ব্বে!

চাঁদ। কার এই দৈববাণী!…কে তুমি?

নেতা। শরণ নাও…মনে প্রাণে শরণ নাও—

চাঁদ। কোথায় তুমি দেবাদিদেব মহাদেব! আর পারি না! প্রাণ যায়!

মনসা। কালীদহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কি মহাদেব ?

চাঁদ। মরণের দুয়ারে এসেছি, তবু বিকট অট্টহাস্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে—কালীদহের দেবী কি তবে আমার চেঙ্গমুড়ী কাণী ?

মনসা। এখনো দম্ভ! তবে শোন চাঁদ—এখনো তুমি আমার পূজা কর্ত্তে অসম্মত ?

চাঁদ। (ডুবিয়া, পরে উঠিয়া) দেখি! দেখি! তোমার চোখটি ভাল করে দেখি! হাঁ, সেই কাণীই তো তুমি!

মনসা। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও চাঁদ!

চাঁদ। প্রস্তুত হবার প্রয়োজন নেই! আধমরা হয়েই রয়েছি—কোথায় আমার ইষ্টদেব—আমার সকল অনুভূতি জুড়ে তুমি আমায় ধরা দাও! আমার অণুপরমাণুতে মিশে যাও! জয় শম্ভু! জয় শিব! (ডুবিলেন)

মনসা। (চাঁদকে ডুবিতে দেখিয়া) নেতা! নেতা! (কপালে করাঘাত)

নেতা। এই জয়ের মুহূর্ত্তে আর্ত্তনাদ কেন ভগিনী ?

মনসা। চাঁদ যে অতল জলধি তলে ডুবে গেল! সঙ্গে সঙ্গে—

নেতা। সঙ্গে সঙ্গে ?

মনসা। জগতে আমার পূজা-প্রচলনের আশাও ওরি সঙ্গে ডুবে গেল। (কপালে করাঘাত) এই চাঁদ সদাগর স্বহস্তে আমার পূজা না করলে মর্ত্ত্যে আমার পূজা অচল!

নেতা। সর্ব্বনাশ! তোমার মায়াবলে তাকে বাঁচিয়ে তোল।

মনসা। আয়! আয়! আয়! উঠে আয়! ভেসে আয়! চলে আয়!

নেতা।…ঐ…ঐ তোমার শত্রু…চিরশত্রু ভেসে উঠেছে! কি মহাপাপ করেছিলুম আমরা বোন—যে ঐ পরমশত্রুকে আমরা মার্ত্তেও পার্ব্বো না!

মনসা। চাঁদ···তোমায় প্রাণদান করলুম আমি! তোমার সম্মুখে অজস্র পদ্মফুল ফুটে উঠুক ঐ পদ্ম স্তবকে দেহভার ন্যস্ত কর—(ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল) দেখ দেখি চাঁদ—কি সুন্দর আমার ঐ ফুল?

চাঁদ। পদ্ম! পদ্ম! পদ্মার ফুল পদ্ম! বাঁচতে চাইনে—বাঁচতে চাইনে। তোমার নামে···তোমার ফুলের নামে শতধিক্!···অমন বাঁচার চাইতে (ডুবিলেন)

মনসা। নেতা! নেতা! চাইনে আমি পূজা!—চাঁদ বাঁচুক।

আবেগে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল

নেতা। মরে যখন লাভ নেই, বাঁচুক! কিন্তু আমিও দেখে নেব তার নিষ্ঠা—চলে এসো বোন!

মনসা। আজো তোমার জয়! আমি তোমার নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি! আর তা হয়েছি বলেই তোমার হাতে পূজা পাবার লোভে আমি আজ মাতাল হয়ে চললুম! আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপছে! আমায় ধর বোন—

নেতা মনসাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। চাঁদ পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন এবং কখনো ডুবিয়া আবার ভাসিয়া উঠিয়া, পরে সাঁতরাইয়া এই ভাবে দ্বিগুণ উত্তমে তীরের দিকে আসিতে লাগিলেন। মুখে একটা মাত্র কথা "জয় শম্ভু!" কিন্তু তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় প্রাসাদের দিক হইতে একদল লোকের রব উঠিল "এই দিকে! এই দিকে!" তাহারা আর কেহ নহে—দক্ষিণ পাটনেশ্বর চন্দ্রকেতু স্বয়ং এবং তাঁহার রক্ষী এবং অনুচরবর্গ। চাঁদ যে মুহূর্ত্তে কূলে উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইয়াই অতি দুর্ব্বলতায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন, সেই মুহূর্ত্তে সদলবলে চন্দ্রকেতু প্রবেশ করিয়াই চাঁদকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

চাঁদ। প্রাণ যায়! প্রাণ যায়! ক্ষুধা! দারুণ ক্ষুধা!

চন্দ্রকেতু। (অনুচরবর্গ সহ চাঁদের নিকট ছুটিয়া যাইয়া) কে তুমি? তুমি কি—তুমিই কি?

চাঁদ। হাঁ, আমিই সেই। ওগো বন্ধু! কামানে পরিচয় দিয়েছিলুম—উঃ বড় পিপাসা, বড় ক্ষুধা—প্রাণ যায়।

চন্দ্রকেতু। শীঘ্র দুগ্ধ নিয়ে এস। পরিচয় পেয়েছিলুম। তারপর প্রাসাদ হতে কাল বৈশাখীর তাণ্ডবনৃত্য দেখলুম···চোখের ওপর দেখলুম তোমার সপ্ত ডিঙ্গার সলিল সমাধি। কিন্তু অবশেষে তোমাকে যে জীবিত দেখতে পেলুম—সে আমার বহু পুণ্যের ফল। ওগো বন্ধু! বহুদিন তোমার সংবাদ পাইনি—সব কুশল তো?

চাঁদ। (কপালে করাঘাত করিতে করিতে) কুশল! কুশল! সর্ব্বাঙ্গীন কুশল! কিন্তু, না—পারি নে, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়! আর আমি কথা কইতে পাচ্ছিনে—

দুগ্ধ লইয়া অনুচরের প্রবেশ। চন্দ্রকেতু তৎক্ষণাৎ দুগ্ধের বাটি চাঁদের হাতে দিলেন। চাঁদ তাহা একরূপ কাড়িয়া লইয়াই পান করিতে গিয়াছেন এমন সময় প্রাসাদে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। চাঁদ তৎক্ষণাৎ বাটি নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

চাঁদ। ও কিসের উৎসব?

চন্দ্রকেতু। তুফানে আমার প্রাসাদের কোন অনিষ্ট হয় নি বলে দেবীর পূজার আদেশ দিয়ে এসেছি—পূজা দেখো এখন। তুমি খেয়ে নাও—

চাঁদ। দেবীর পূজা! দেবীর পূজা! কোন দেবীর পূজা? চণ্ডীর?

চন্দ্রকেতু। মনসার!

চাঁদ মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চলিতে যাইতে লাগিলেন

চন্দ্রকেতু। ওকি বন্ধু! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

চাঁদ অগ্নিময় দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকাইলেন—কিন্তু পরে তখনি আবার চলিতে যাইয়াই পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার চলিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! বন্ধু!

চাঁদ। (ব্যঙ্গে) কি বন্ধু?

চন্দ্রকেতু। নিদারুণ ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর তুমি, অথচ—এ তুমি কি কর্চ্ছ? খাবে না? যাচ্ছ কোথায় বন্ধু!

চাঁদ। (ব্যঙ্গে) ওরে আমার কলিরাজ বঁধু রে!

চন্দ্রকেতু। কি পাগল হলে?

চাঁদ। হাঁ, পাগল হয়েছি! মাতাল হয়েছি! রাক্ষসের ক্ষুধা পেয়েছে!··· কিন্তু···তবু জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে আছে!···বিষ দিয়েছিলে··· খেলুম না!

চন্দ্রকেতু। দাঁড়াও—শোন—

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চম্পক রাজ-অন্তঃপুর

দ্বিতলের সোপান পথ দেখা যাইতেছে। একতলে একটি কক্ষ পর্দা দ্বারা আবৃত। উক্ত কক্ষের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নানাবিধ ফুলের গাছ। তাহার ফাঁকে ফাঁকে বসিবার আসন। মধ্যখানে জলের ফোয়ারা। দেবদাসী সেবাদাসী ও করঙ্কবাহিনীগণ নীরবে, অতি নীরবে, প্রায় চোরের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে, অতি সন্তর্পণে পূজার নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ঐ পর্দাবৃত কক্ষে রাখিয়া আসিতেছিল। ইহার মধ্যে সনকা ও নেড়া প্রবেশ করিলেন।

সনকা। নেড়া!

নেড়া। মা!

সনকা। দুর্য্যোধন রক্ষীদের নিযে প্রাসাদের প্রতি দুয়ারে সশস্ত্রভাবে পাহারা দিচ্ছে?

নেড়া। হাঁ মা! কিন্তু গণকের কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। চাঁদ সদাগরের পুরীতে রাত্রে চোর আসবে—এ দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

সনকা। এখন বিশ্বাস হবার কারণ আছে। তিনি আজ বিশ বৎসর হ'ল সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—তাঁর গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের আশা আমিই ছেড়ে দিয়েছিলুম—বাহিরের লোকে তো সে আশা কর্ত্তেই

পারে না। বাইরের লোকে জানে তিনি মনসা-মার ইচ্ছায় হয় কোন বৈদেশিক রাজার হস্তে বন্দী হয়েছেন—না হয়—না হয়—

নেড়া। সায় সদাগর তো লখীনের মুখে খবর পাঠিয়েছেন তিনি বেঁচে আছেন—দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের জন্য রওনা হয়েছেন—সায় সদাগর দেখে এসেছেন—

সনকা। কিন্তু—সে কথা তো সকলে জানে না; শুধু সায় রাজা জানেন, লখীন জেনে এসেছে, আর জেনেছি অন্তঃপুরের আমরা। বাইরের লোকে তো তা জানে না নেড়া!

নেড়া। আমি এখন কি কর্ব্ব মা?

সনকা। আজ রাত্রে গণকের কথামত আমি লখীনের পরমায়ুর জন্য তাঁর যজ্ঞ কর্ব্ব!

নেড়া। কিন্তু মা···চাঁদের এই পুরীতে মনসার পূজা···আমার মাথা ঘুরছে মা ··আমার মাথা ঘুরছে।

সনকা। লিছনি নগরে লখীনের ময়ূর সাপ মেরেছে। তার প্রায়শ্চিত্ত লখীন কর্ব্বে না···কর্ত্তে হবে আমাকেই, আমি যে মা!···গণকও সেই উপদেশই দিয়েছেন। ··আমি কর্ব্ব···আমি আজ রাত্রে মনসার পূজা কর্ব্ব···যাই হোক্···যে যাই বলুক লখীনের চাইতে আমার কিছুই বেশী নয়!

নেড়া। যা ভালো বোঝ···কর মা। আমি দাস···দাসানুদাস···শুধু আজ্ঞা প্রতিপালন করে যাব। কিন্তু···তবু চোখ জলে ভরে যায়··· বুক ফেটে যায়···যখন দেখি চাঁদের এই পুরীতে—মনসার পূজার আয়োজন ··চণ্ডীর এই পুরীতে মনসার যজ্ঞ—ধন্বন্তরীর দেশে সর্প পূজা!···আমি মরিনি কেন! প্রভু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাননি কেন!

সনকা। ক্ষোভ ক'র না নেড়া!···যাতে মঙ্গল হবে···যাতে কল্যাণ হবে··· ভূতভবিষ্যদ্দশা গণকের কথাতে আমি শুধু তাই কর্ছি!

নেড়া। এ গণক তো মনসার চর নয়? এ গণক তো ধন্বন্তরীর বাড়ীতে যে গোয়ালিনী এসেছিল তার কেউ নয়? এ গণক তো নির্ম্মম নিয়তির নির্ম্মম ছলনা নয়? আমি বুঝে উঠতে পার্ছিনে··· এখনো বুঝে উঠতে পার্ছিনে! আমার মাথা ঘুরছে! আজ বিশ বছর প্রভুর সেবা কর্ত্তে না পেয়ে আমার বল বুদ্ধি সাহস সব লোপ পেয়েছে! প্রতি রাত্রে বিভীষিকা দেখে চমকে উঠি, রাত্রে ঘুমুতে পারি নে!·· শূন্য হতে লাফিয়ে পড়ে সাপে ছয় ছয় কুমারের কপাল দংশন কর্ল স্বচক্ষে দেখেছি,সেই অবধি আমার মাথার ঠিক নেই মা··· আমায় বিদায় দাও মা! তুমি মনসা পূজা কর···আমি শিব পূজা করি·· এসো দু'জনে দুই দেবতারই চরণে লুটিয়ে পড়ি · আমাদের দু'জনের অশ্রু দুই দেবতারই আশীর্ব্বাদ জয় করুক···সেই আশীর্ব্বাদ··· দুই দেবতার সেই যুগ্ম আশীর্ব্বাদ সহস্র ধারায় ঝরে পড়ুক··· আমাদের চোখের আলো···শিবরাত্রির সল্‌তে ঐ লখীনের মাথায়!··· আমি আসি মা! আমি আর ভাবতে পারিনে!

বস্ত্রের প্রান্তভাগ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান

সনকা। (একদৃষ্টে নেড়ার গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে) না, গণকের কথা অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে, অবশ্য তাকে আর কোন দিন দেখিনি···কিন্তু তিনি অতীতের সকল কথাই তো গুণে বললেন!···না, আর সন্দেহ নেই। পুত্রের চাইতে···ছয় ছয় পুত্র হারিয়ে যে পুত্র পেয়েছি···তার চাইতে আর আমার কিছুই বেশী নয়। প্রভু! ক্ষমা ক'রো! মা চণ্ডী! তুমিও তো সন্তানের

জননী! জননীর শূন্য প্রাণের মর্ম্মবেদনা কি তুমি বোঝ না?…তা যদি বোঝ…ক্ষমা ক'রো…দয়া ক'রো! (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জনৈক করঙ্কবাহিনীকে ডাকিলেন)—চন্দনা!

চন্দনা ছুটিয়া কাছে আসিল

চন্দনা। কি মা?

সনকা। তুই স্বচক্ষে দেখে এসেছিস দুর্য্যোধন প্রাসাদের প্রতি দুয়ারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা রেখেছে? বলে এসেছিস—সাবধানে পাহারা দিতে—বলে এসেছিস যে চোর আসবে সে অতি দুর্দ্ধর্ষ চোর? বলে এসেছিস চোর দেখলেই তাকে তন্মুহূর্ত্তে হত্যা কর্ত্তে?

চন্দনা। বলে এসেছি। তারা তরোয়াল তুলে চোরের প্রতীক্ষা কর্চ্ছে! তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। দুর্য্যোধন প্রতি দুয়ারে নিজে ঘুরে ঘুরে তার তদ্বির কর্চ্ছে!

সনকা। লখীন ঘুমিয়েছে?

চন্দনা। এতরাত্রে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছেন!

সনকা। তোরা সব সাবধান থাকবি। সাবধানে পাহারা দিবি ··লখীন যেন এখানে না আসে—ঘুম ভেঙ্গে যদিই বা এসে পড়ে…ছল করে…ভুলিয়ে যেমন করে পারিস তাকে ওপরে পাঠিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসবি!

পর্দাবৃত কক্ষে প্রস্থান

ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লখীনের প্রবেশ। রমণীগণ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া যাইয়া সকলে বাদ্যযন্ত্র লইয়া আসিল—কাহারো হাতে বীণা, কাহারো হাতে বাঁশী, কাহারো হাতে জলতরঙ্গ, কাহারো হাতে সেতার।

লক্ষ্মীন্দর। মা কোথায় চন্দনা? তোমরা এতরাত্রেও জেগে রয়েছ?

চন্দনা। জেগে থাকবার জন্যই তো আমরা রয়েছি! যুবরাজ ঘুমুলে তবে আমাদের ছুটি!

লক্ষ্মীন্দর। মা কোথায় চন্দনা ?

চন্দনা। হয়ত শিবমন্দিরে…না হয় চণ্ডীমণ্ডপে…না হয় কোন রুদ্ধকক্ষে ! তাঁর চোখে রাত্রে ঘুম নেই…সারাটি রাত আপনার কল্যাণ কামনায় ধ্যান করেন! দু'চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়ে !

লক্ষ্মীন্দর। মাকে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন চন্দনা ! এইমাত্র খবর পেলুম—নিছনি নগর থেকে দু'জন অতিথি এসেছেন। প্রহরীরা প্রাসাদে তাঁদের প্রবেশ কর্ত্তে দেয়নি বলে…তাঁরা অতিথিশালায় রাত্রিযাপন কর্ত্তে গিয়েছেন।

চন্দনা। আজ রাত্রে প্রাসাদে প্রবেশ করা যমেরও অসাধ্য। আজ প্রাসাদে চোর আসবে…জানেন না যুবরাজ ?

লক্ষ্মীন্দর। জানি।…কিন্তু চোর আসে লুকিয়ে, তাঁরা এসেছেন প্রকাশ্যে ! তাঁরা চোর নন। তাঁরা সেই মেঘবরণ চুল কুচবরণ কন্যার দেশের লোক !—মা কই ? মা কই ?…ডাকো তাঁকে…তাঁদের আজ প্রাসাদে প্রবেশ কর্ত্তে দিতেই হবে…তাঁরা অতিথি…তাঁরা দেবতা… দেবতাকে বিমুখ কর্ত্তে নেই…তুমি মাকে ডেকে দাও চন্দনা…তাঁরা না জানি কি খবর এনেছেন…না জানি…না জানি…কি খবরই এনেছেন…আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে !…হয়ত আনন্দে কাঁপছে… হয়ত আশঙ্কায় কাঁপছে…তুমি মাকে ডাকো।—মা ! মা !

সনকার প্রবেশ

সনকা। কি বাবা !

লক্ষ্মীন্দর। ধ্যান নিয়েই তুমি থাকো—এদিকে দেবতা বিমুখ হয়ে ফিরে চলে যায় ! দু'জন অতিথি এসেছেন—

সনকা। আমি সব শুনেছি—আমি নিজে দুর্য্যোধনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি—তাঁদের প্রাসাদে এনে সসম্মানে অতিথি পরিচর্য্যা কর্ত্তে তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে যাও বাবা!

লক্ষ্মীন্দর। আমার চোখে ঘুম নেই—ঘুম আসে না! হাঁ—আমি ঘুমুব তুমি আমায় একটি জিনিষ দেবে?

সনকা। কি বাবা?

লক্ষ্মীন্দর। তোমার সেই হাতীর দাঁতের সিন্দুর-কৌটাটি!

সনকা। কেন বাবা?

লক্ষ্মীন্দর। আমি ঘুমুতে পারি নে! রোজ রাত্রে স্বপ্ন দেখি···সায় সদাগরের সেই কিশোরী কন্যা···সেই মেঘবরণ চুল কুচবরণ রাজকন্যা—আমার কাছে এসে—মিনতিভরা চোখে বলে "দাও! দাও! তোমার ঐ হাতীর দাঁতের সিন্দুর কৌটাটি আমায় দাও! আমায় দাও!"

সনকা। এই কথা! তা আমায় এতদিন বলিস নি কেন!—সায় রাজা নিজে তার সত্যভঙ্গ করেছেন—তা না হলে প্রভুর ইচ্ছানুসারে আমি নিজেই তো ঐ সিন্দুর কৌটা আমার সেই মা-লক্ষ্মীর হাতে তুলে দিতুম!—আমি দিচ্ছি বাবা! আমি দিচ্ছি—তুমি ঐ নিছনির অতিথিদের হাতে সেই কৌটা আমার মা-লক্ষ্মীকে পাঠিয়ে দিয়ো—(একজন করঙ্কবাহিনীকে ইঙ্গিত; সে তৎক্ষণাৎ কৌটাটি লইয়া আসিল। সনকা তাহা লইয়া লক্ষ্মীন্দরের হাতে দিলেন) হয়েছে? এইবার যাও বাবা—ঘুমুতে যাও—চন্দনা! লখীনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আয়!—আমি আমার ঘরে চললুম।

অন্য পথে প্রস্থান

চন্দনাদের ঘুমপাড়ানী গান

নিবিড় নিশি নীরব দিশি ধরণী লোটে ঘুমে,
তন্দ্রা নামে নিখিল-জন নয়ন দু'টি চুমে!
চাঁদের কোলে তারারা দোলে,
তৃণের বুকে জোছনা দোলে,
নিথর দেহ নড়ে না কেহ কানন গিরি ভূমে!
ফুটে বা, টুটে ফুলের আয়ু
শ্বসিয়া ফেলে বিজন বায়ু
মুদিল আঁখি চেতনা ঢাকি স্বপন ঘন-ধূমে!

ক্রমে গান শেষ হইল। লক্ষ্মীন্দর ইতিমধ্যে ঐখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। চন্দনারা তাঁহাকে জাগাইল।

চন্দনা। যুবরাজ! উঠুন—ঘরে গিয়ে শোবেন—চলুন—

লক্ষ্মীন্দর। কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল! কিন্তু সেই চুলের সাপের বেণী! সাপের বেণী বাঁধে কেন সে?

চন্দনা। সাপের বেণী কি যুবরাজ?

লক্ষ্মীন্দর। হাঁ, সাপের বেণী। দেখলেই মনে হয় ছোট্ট ছোট্ট কতকগুলো সাপ জড়াজড়ি করে তার বেণী হয়ে খেলা কর্চ্ছে!—আমার ভালো লাগে না—

চন্দনা। আপনার ঘুম পেয়েছে—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে—আপনি স্বপ্ন দেখছেন—চলুন—ঘরে চলুন—

লক্ষ্মীন্দর। তার কপালে সিন্দুর দেখিনি! কবে দেখব! কবে দেখব!

রমণীগণ পরিবৃত হইয়া লক্ষ্মীন্দর চলিয়া গেলেন

সহসা এক মায়াময় দৃশ্য প্রবর্ত্তিত হইল। সবুজ রংয়ের আলোতে দৃশ্য উদ্ভাসিত হইল। পর্দ্দাবৃত কক্ষের পর্দ্দা ধীরে ধীরে অপসারিত হইল। দেখা গেল সেই কক্ষে মনসাদেবীর উজ্জ্বল প্রতিমা। এক সাপুড়ে সেই মূর্ত্তি প্রণাম করিয়া উঠিতেছে। পার্শ্বে সনকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সাপুড়ে। দেখ মা—! এইবার সেই দুধকলার বাটি দেখ!—মনসা-মার বাহন শঙ্খচূড় সাপ দুধকলা খেয়ে গেছে—

সনকা ছুটিয়া দুধকলার বাটি লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন। দেখিয়াই বাটি নামাইয়া রাখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া নতমুখে বিষণ্ণ মনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাপুড়ে। (বাহিরে আসিয়া) খায় নি? খেয়ে যায় নি?

সনকা কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নীরবে শুধু নতমুখে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সেই বাটী দেখাইলেন।

সাপুড়ে। সর্ব্বনাশ! তবে তো মার দয়া হয়নি!

সনকা। কি হবে বাবা! তবে কি হবে বাবা?

সাপুড়ে। এমনটি তো আর কখনো হতে দেখিনি। কত যাগ করে এলুম—কিন্তু এমনটি তো আর কখনো হতে দেখিনি!

সনকা। এখন উপায়!

সাপুড়ে একমনে ভাবিতে লাগিল

সনকা। (ব্যাকুল স্বরে)…এখন উপায়? এখন উপায়?

সাপুড়ে। আচ্ছা, দেখি…শেষ চেষ্টা করে দেখি!

তাহার বাঁশী লইয়া বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিবে ঠিক করিল

সনকা। বাজাও! বাজাও! বাঁশী বাজাও! ডাকো…প্রাণভরে

ডাকো! আনতেই হবে···সাপ এনে দুধ-কলা খাওয়াতেই হবে··· নইলে···নইলে আমার লখীনের—

বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

সাপুড়ে। দেখি মা! তোর বরাত দেখি!

বাদ্য আরম্ভ। এমন সময় চোরের মত, দূ'র বেহুলার প্রবেশ। সাপুড়ে বাদ্য থামাইল

বেহুলা। (উপরে তাকাইয়া লক্ষ্মীন্দরকে দেখা যায় কি না দেখিতে লাগিলেন।) ··কোথায় সে? কোথায় আমার কৌটা!··· কোথায় সে!

উপরে তাকাইয়া রহিলেন। সাপুড়ে পুনরায় বাদ্য আরম্ভ করিল। সেই বাদ্যে বেহুলা ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে মজিয়া গেলেন। বাদ্যের তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এ নৃত্য বেদিনীদের সেই আদিম-রহস্য অভূতপূর্ব্ব সর্প-নৃত্য! সাপুড়ে ও সনকা অবাক্ হইয়া বেহুলার নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। কোনও কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না। ক্রমে সেই নৃত্যের ও বাদ্যের তালে তালে আকৃষ্ট হইয়া একটি অতি প্রকাণ্ড সাপ দেয়াল ধরিয়া উপর হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া সেই দুধ কলা খাইবার জন্য মুখ বাড়াইল। সনকা ছুটিয়া যাইয়া সেই দুধ কলার বাটি বেহুলার হাতে তুলিয়া দিলেন। নাচিতে নাচিতে বেহুলা দুধ কলার বাটি সাপের মুখের সম্মুখে ধরিলেন। সাপ দুধ খাইতে লাগিল। হঠাৎ অন্ধকার হইল গেল। বাদ্য থামিয়া গেল শুধু বেহুলার মুখ পুঞ্জীভূত উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সেই অন্ধকারে সনকা আকুল আবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সনকা। কে তুমি! কে তুমি মা!

বেহুলা। আমি বেহুলা!

অন্ধকার দূর হইয়া গেল। দেখা গেল মনসার প্রতিমা কক্ষের সম্মুখে পর্দ্দার আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। সাপুড়ে ও সাপ অদৃশ্য। শুধু সনকা বিস্মিত চোখে বেহুলার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সনকা। তুমিই মা তবে নিছনি নগরের সায় রাজার কন্যা ?

বেহুলা। লোকে বলে আমি রাজকন্যা। কিন্তু আমার নেই—আমার কিছু নেই—

সনকা। তোমার আবার কি নেই মা !

বেহুলা। হাঁ, কিন্তু সেই হাতীর দাঁতের সিন্দুরের কৌটা ? সে দেবে বলেছিল দেয় নি ! আসতে বলেছিল···বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, কোথায় সে ? দিক্ এখন দিক্···

দ্বিতল হইতে নামিবার প্রথম সোপানে লক্ষ্মীন্দর দৃষ্টিগোচর হইলেন

লক্ষ্মীন্দর। কে চায ? কে চায় ? কে আমার সিন্দুরের কৌটা চায় ?

ত্বরিতপদে নীচে নামিযা আসিয়া বেহুলার সম্মুখীন হইলেন

লক্ষ্মীন্দর। তুমি ?

বেহুলা। আমি ! তুমি আসতে বলেছিলে—বাবাকে সঙ্গে নিযে আমি এসেছি। বাবা ঘুমিয়ে পড়লে আমি চুপি চুপি উঠে এসেছি !

লক্ষ্মীন্দর ধীরে ধীরে সিন্দুরের কৌটাটি বাহির করিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন—

বেহুলা। (আনন্দের আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—) আমার আমার !

লক্ষ্মীন্দর। কিন্তু না—দেব না। দিতে পার্ব্ব না। সেই কুচবরণ কন্যা ! মেঘবরণ চুল ! মেঘবরণ চুলে সেই সাপের বেণী ! না দেব না—কিছুতেই নয়—

ত্বরিৎপদে সিঁড়ি পথে উপরে চলিলেন

বেহুলা। দাও ! দাও !

লক্ষ্মীন্দর। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) আমার কান্না পাচ্ছে! আমার কান্না পাচ্ছে! তোমার ঐ মিনতিভরা ব্যাকুল চোখত্ন'টি দেখে আমার কান্না পাচ্ছে—কিন্তু না—তবু না—

উপরে উঠিতে লাগিলেন

সনকা। লখীন! লখীন!

লক্ষ্মীন্দর। না—মা!

বেহুলা। (সনকাকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা! মা!

সনকা। লখীন! লখীন! কথা শোন্…ফিরে আয়…কৌটা দিয়ে যা—

লক্ষ্মীন্দর। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) মা! মা! আমি চাঁদ সদাগরের পুত্র। সাপের সঙ্গে যাদের কারবার তাদের আমি দূরে রাখি…ঘৃণা করি… সে মা তুমি হও…আর ঐ রূপসী রাজকন্যাই হোক্—

আবার চলিতে লাগিলেন

বেহুলা। ওগো রাজপুত্র!…দাও! দাও! ভিক্ষা দাও!

যুক্তকরে ছুটিয়া সোপানপ্রান্তে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন

লক্ষ্মীন্দর। (দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—কয়েক ধাপ নিচে নামিয়া আসিলেন) হোক্ না তোমার সোণার বরণ রূপ—হোক্ না তোমার মেঘবরণ চুল! হোক্ না তোমার কাজলপারা আঁখি! তবু না! তবু না!

হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিলেন। বেহুলা ঐ প্রত্যাখ্যানে একেবারে ঐখানেই ভাঙিয়া পড়িয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

সনকা। লখীন! লখীন! শোন।

লক্ষ্মীন্দর। তার নাচে ধরণীর শুষ্ক বুকে বৃষ্টিধারা ঝাঁপিয়ে পড়ে…জানি, তার নাচে সাপ নেচে নেচে ছুটে এসে দুধকলা খায়—জানি! তার চোখের জলে তোমার চোখে জল আসে জানি! আমার চোখেও জল আসে জানি!—জল এসেছে বুঝছি!—কিন্তু—তবু না—তবু না—

দ্বিতলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন

সনকা। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর মা—আমি তোমার সিন্দূরের কৌটা যেমন করে পারি এনে দেব—তুমি মা কেঁদো না—তোমার চোখের জলে আমার লখীনের অমঙ্গল হবে—আমি যাই…আমি নিয়ে আসি—

দ্বিতলে প্রস্থান

বেহুলা কিন্তু ঐ ভাবেই লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন। এমন সময়. চোরের মত অতি সন্তর্পণে সেখানে চাঁদ সদাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার জীর্ণ বেশ, রুক্ষ কেশ, একগাল দাঁড়ি। সেই অতি পরিচিত গৃহও যেন আজ চিনিতে পারিতেছেন না…চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চিনিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে করিতে সোপান-পথের প্রান্তদেশে আসিয়া বেহুলাকে তদবস্থায় দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া তাহাকে সচকিত করিলেন।

বেহুলা। (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) কে? কে তুমি?

চাঁদ। চুপ! চীৎকার করো না! কে তুমি? আমায় চিনতে পাচ্ছ না কে তুমি?

বেহুলা। আমরা যে অন্য যায়গার! আজ সবে এখানে এসেছি—

চাঁদ। নিশ্চয়ই শিবরাত্রির মেলা দেখতে? এখনো সে মেলা হয়?

এখনো কি তালপুকুরের কালো জলের ধারে শ্বেতপাথরের শিবমন্দির আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে? আছে? আছে? বল—আছে?

বেহুলা। জানিনে! আমি দেখিনি!

চাঁদ। দেখনি? তবে তুমি কি দেখেছ? আমার সেই গুয়াবাড়ী দেখেছ? আমার সেই যাদুঘর দেখেছ? আমার সেই আয়না-মহল দেখেছ···আছে? তারা কি এখনো আছে? লোকে কি এখনো তা দেখতে আসে? বল—বল—এখনো কি তা আছে?

বেহুলা। আমি দেখিনি! আমি কিচ্ছু দেখিনি! আমি শুধু ময়ূর দেখেছি! আর দেখেছিলুম হাতীর দাঁতের সিন্দূরকৌটা!

চাঁদ। শোন—শোন—শোন! আচ্ছা, রাণীকে দেখেছ? তার কোন ছেলে? মেয়ে?

বেহুলা। তুমি কে?

চাঁদ। তুমি কার মেয়ে? আমায় চিনতে পাচ্ছ না—তুমি কার মেয়ে? আমি—আমি—

বেহুলা। তুমি তো বেশ লোক। আমার বয়সই বা কত! তোমার মত বুড়ো লোককে আমি না দেখে—

চাঁদ। আমি—আমি—

ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন

বেহুলা। বুঝেছি। তুমি চোর—দাঁড়াও—রাণীমা! রাণীমা!

বেহুলা উপরে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, চাঁদ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন

চাঁদ। দাঁড়াও—কোথায় যাও তুমি?

বেহুলা। রাণীমার কাছে···

চাঁদ। কেন?

বেহুলা। চোর এসেছে বল্‌তে!

চাঁদ। কিন্তু চোরের নাম তো জানো না!

বেহুলা। চোর কি নাম বলে?

চাঁদ। বলে। শোন—(কানে কানে নিজের নাম বলিলেন) এইবার যাও—আমি এইখানে অপেক্ষা কচ্ছি—

বেহুলা। বটে! তুমি! তুমিই চাঁদ সদাগর। (করতালি) মা! মা! (উপরে ছুটিলেন আবার ফিরিয়া কয়েক ধাপ নামিয়া) সত্যি বল্‌ছ?

চাঁদ। সত্যি!

বেহুলা তন্মুহূর্ত্তে আবার ছুটিলেন এবং দ্বিতলে অদৃশ্য হইলেন

চাঁদ। কে এ কিশোরী বালিকা!—তবে কি—তবে কি—না—না—সে বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা! এ নয়! এ নয়! এতদিন—এত দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে কি না তাও জানিনে!

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তিনজন রক্ষীসৈন্য পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করিলেন। তাহাদের পশ্চাতে দুর্য্যোধন আসিয়া দাঁড়াইলেন

দুর্য্যোধন। মারো—

চাঁদ শুনিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষীত্রয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল

চাঁদ। এ কি!

দুর্য্যোধন। আরে দুর্ব্বৃত্ত! তোর এত সাহস! তোর এত সাহস! (রক্ষীত্রয়কে) মারো—

রক্ষীত্রয় তরবারি তুলিল

চাঁদ। দাঁড়াও! আমি কে জানো?

দুর্য্যোধন। শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে তুমি চোর—

চাঁদ। বটে! আমারি গৃহে আজ আমি চোর! আমায় না জানতে পার…কিন্তু …আমার নাম শোন…তবে বোধ হয় তোমাদের চৈতন্ম হবে—

দুর্য্যোধন। চোরের অপর নাম তস্কর। রক্ষী! আমার আদেশ—এই মুহূর্ত্তে—ঐ তস্করকে হত্যা কর—কর—কর—

রক্ষিগণ সজোরে তরবারি উত্তোলন করিল, দ্বিতলের প্রথম সোপানে বেহুলা পা দিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন

বেহুলা। মেরো না—মেরো না—ও চাঁদ সদাগর

বলিয়াই নীচে আসিয়া চাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া আগুলিয়া রহিলেন

দুর্য্যোধন। চাঁদ সদাগর?

বেহুলা। হাঁ—চাঁদ সদাগর? ঐ দেখ রাণী নেমে আসছেন—

সনকা ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন। পশ্চাতে আসিলেন লক্ষ্মীন্দর

সনকা। এ কি! হাঁ—তাই তো—এ যে প্রভু! আমারি প্রভু! আজ আমি গণকের কথায় ভুলে কি সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছিলুম!

দুর্য্যোধন। (বেহুলার পদপ্রান্তে জানু পাতিয়া বসিয়া)—কে তুমি মা! প্রভুহত্যার মহাপাতক হতে আমায় রক্ষা কর্লে! আর একমুহূর্ত্ত বিলম্বে ওঁর নাম তুমি উচ্চারণ কর্লে আজ কি সর্ব্বনাশ হতো! কি সর্ব্বনাশ হতো!

সনকা। কি সর্ব্বনাশ হতে বসেছিল! আমার কি সর্ব্বনাশ হতে বসেছিল! আজ গণকের ছলনায় ভুলে আমি কি সর্ব্বনাশ কর্ত্তে

বসেছিলুম!—কিন্তু প্রভু, ওগো রাজা! তুমি কোথা হতে কেমন করে এমনি ভাবে আজ এলে!

চাঁদ। নিয়তি নিয়ে এসেছে! নিয়তি নিযে এসেছে! আমি আসিনি—নিযতি নিয়ে এসেছে! মধুকরে নয়, রাজপথ দিয়ে নয়, সিংহদ্বার দিয়ে নয়—খিড়কির পথে—এই ছিন্ন ভিন্ন বেশে! দিনে নয়, চক্ষুলজ্জা জয় কর্ত্তে পারলুম না—তাই এলুম রাত্রে—চোর হযে—চোরের মত!

সনকা। ওগো এত কষ্টও কপালে ছিল! সপ্তডিঙ্গা মধুকর কই? কোথায় রেখে এসেছ?—মধুকর কই?

চাঁদ। না, তাদের জন্য আর ভয নেই! তাদের জন্য আর ঝড়ের ভয় নেই! স্রোতের ভয় নেই, জলের তলের পাহাড়ে ভয় নেই! তাদের রেখে এসেছি সাত সমুদ্রের অতল তলে! সপ্তডিঙ্গাভরা মণিমাণিক্যের জন্য আর চোর ডাকাতের ভয় নেই—নিশ্চিন্ত থাক সনকা! নিশ্চিন্ত থাক!

সনকা। তোমার যে বড় সাধের মধুকর!

চাঁদ। হারিয়েছি! হারিয়েছি! আমি সব হারিযে এসেছি!

সনকা। কিন্তু আমি হারাইনি। আমি পেয়েছি। এই নাও তোমার পুত্র—(লক্ষীন্দরকে হাতে সঁপিয়া দিলেন) তোমার বাণিজ্য-যাত্রার মাসেই ভূমিষ্ঠ হযেছিল! লখিন্! তোমার—

লক্ষীন্দর প্রণাম করিলে চাঁদ আবেগে তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়াই তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া গিয়া এক হাতে মুখ ঢাকিয়া অন্য হাত প্রসারিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন

শিবভক্ত হও বৎস! দীর্ঘজীবন? দিতে হয় তিনিই দেবেন। দেবেন কিনা—নিয়তি জানেন!

সনকা। দেবেন—ওগো…দেবেন! আমি ওর মঙ্গলের জন্য কিনা করেছি!

লক্ষ্মীন্দর। বেহুলা! (কৌটাটি বাহির করিয়া) নাও…

বেহুলা। (অভিমানে)—না। নেব না…

লক্ষ্মীন্দর। নাও…নাও…তুমি আমার সব নাও…তোমারি জন্য আমি বাবাকে ফিরে পেয়েছি…তুমি আমার সর্ব্বস্ব নাও…রাগ ক'রো না বেহুলা! রাগ করো না…

হাসিয়া অনুরাগ ভরে হাত বাড়াইল

সনকা। শুধু কৌটা নয়—

সনকা কৌটা খুলিয়া লক্ষ্মীন্দরের অঙ্গুলিতে সিন্দুর লাগাইয়া তাহার সেই অঙ্গুলি দিয়া বেহুলার কপালে টিপ পরাইয়া দিলেন। চন্দনারা হুলুধ্বনি করিল। লক্ষ্মীন্দর সিন্দূরের কৌটা বন্ধ করিয়া বেহুলার হাতে দিলেন

চাঁদ। (বেহুলার হাত দু'খানি ধরিয়া সনকাকে) কে এ সনকা?

সায় সদাগরের প্রবেশ

সায়। বন্ধু!—আমার মেয়ে…সেই মেয়ে যার সঙ্গে তোমার পুত্রের বিবাহ দিতে সত্যবদ্ধ আছি!…একটা দুর্ঘটনায় আমি বিচলিত হয়ে সত্যভঙ্গ কর্ব্ব মনে করেছিলুম…কিন্তু…রাত্রে স্বপ্নাদেশ পেয়ে নিজে ঐ কন্যা নিয়ে এসেছি তোমার পুত্রকে দান কর্ত্তে!…এসে এইমাত্র শুনলুম…তুমি অপ্রত্যাশিতভাবে পুরীতে প্রত্যাগমন করেছ! তোমার কুশল তো!

চাঁদ। হাঁ, কুশল। আজ কুশল। এখন আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল! ওরে! আমার ভাঙ্গা ঘরে ভাঙা চালের ফাঁকে চাঁদের আলো এসেছে! (লক্ষ্মীন্দরকে) ওরে আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! (বেহুলাকে) ওরে আমার লক্ষ্মী মা! তোরা আমায় ধর! আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে! (সকলে চাঁদকে ধরিলেন) এ জীবন? না মৃত্যু?—জয় শম্ভু! জয় শম্ভু!

ছুটিয়া নেড়ার প্রবেশ

নেড়া। প্রভু! এসেছ? এসেছ? গাঙ্গুড় নদীতে জোয়ার এসেছে! গাঙ্গুড় নদীতে জোয়ার এসেছে!

চাঁদের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। চাঁদ কাঁপিতে কাঁপিতে সেই আনন্দে কম্পমান বিশ্বস্ততম ভৃত্যকে আলিঙ্গন করিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিছনি রাজ-অন্তঃপুর

নিছনি নগরে বণিকরাজ সায় সদাগরের বাসভবন। বাহিরে সানাই নহবৎ বাজিতেছে। বিচলিত…অতি বিচলিত সায় সদাগর এবং তাহাকে ধরিয়া অমলা প্রবেশ করিলেন

অমলা। কি হয়েছে প্রভু! কি হয়েছে বল! আমি যে তোমার এই ভাব দেখে কিছুতেই স্থির থাকতে পাচ্ছিনে!

সায় সদাগর। ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! নিয়তি ষড়যন্ত্র করেছে—অদৃষ্ট ষড়যন্ত্র করেছে—সেই ষড়যন্ত্রের ফলে আজ আমার বেহুলার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের পুত্রের বিবাহ-নির্ব্বন্ধ!

অমলা। আজ এই শুভদিনে—বিবাহের এই শুভ লগ্নে—বর যখন সমাগত…শুধু কন্যা সম্প্রদানই বাকী তাদের সেই আসন্ন মিলনের পরম মুহূর্ত্তে তোমায় ক্ষুব্ধ দেখছি কেন? কি হয়েছে! আমায় বল! আমায় বল!

সায় সদাগর। কেন আমি এবার বাণিজ্যে বের হয়েছিলুম! বের যদিই বা হয়েছিলুম চাঁদ সদাগরের সঙ্গে কেন দেখা হ'ল! দেখা যদিই বা হ'ল তার কাছে সত্যবদ্ধ হবার কি প্রয়োজন ছিল!—ষড়যন্ত্র নয় তো কি! ষড়যন্ত্র নয় তো কি! —আর আজ রাত্রে—এই বিবাহের রাত্রেই সেই ষড়যন্ত্র পরিপূর্ণভাবে সফল হবে! নিয়তি হেসে উঠবে—অদৃষ্ট অট্টহাস্য কর্বে।—আমি ভাবতে পারি নে—আমি ভাবতে পাচ্ছি নে! ও—হো—হো—কি হয়েছে শুনবে? শোন—(অমলার কানে কানে কি বলিলেন)

অমলা। সর্ব্বনাশ!—দৈবজ্ঞ নিজে এই কথা গুণে বললেন?

সায় সদাগর। তবে কি আমি নিজে বলে তোমার সঙ্গে পরিহাস কর্ছি?

অমলা। বাসর ঘরেই?

সায় সদাগর। হাঁ—বাসর ঘরেই, এই রাত্রেই—

অমলা। তবে! তবে!—হায! হায়! তবে?

ছুটিয়া বেহুলার প্রবেশ

বেহুলা। মা! মা!

অমলা। (আবেগে তাহাকে জোরে চাপিয়া ধরিয়া) কি মা!

বেহুলা। নূতন করে সাজবো বলে—কপালের পুরানো সিন্দুর এত করে তুলে ফেলতে চেষ্টা করলুম—মুছে ফেললুম—ঘষলুম—ওঠে না!

ওঠে না!—কিছুতেই ওঠে না!—নূতন করে টিপ পরবো কেমন করে মা?

অমলা। ও সিন্দুর তোমার কপালে কে পরিয়ে দিয়েছিল মা?

সায় সদাগর। নিয়তির খেলা দেখ!—ওর কপালের ঐ লেখা ঐ সিন্দুর-রেখা আমি চম্পক-রাজপ্রাসাদে প্রথম দেখেছিলুম?

অমলা। সনকা দেবী পরিয়ে দিয়েছেন?

বেহুলা। না মা!

অমলা। তবে?

বেহুল। যাও মা! তুমি ভারি দুষ্টু—

ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন

অমলা। বুঝলে?

সায় সদাগর। বুঝলুম···আর উপায় নেই! আর উপায় নেই! নিয়তির লেখা অক্ষয়! ধুলে ওঠে না—মুছলে যায় না—ঘষলে যায় না!

অমলা। অনর্থক চিন্তা করো না···তবে ভয় নেই প্রভু! যাও নির্ভয়ে বুক বেঁধে বিবাহের আয়োজন কর। ঐ সিন্দূর যদি নিয়তিরই লেখা হয়···ও উঠ্‌বে না, উঠবে না। বিশ্বাসে আমার বুক ভরে উঠেছে···মেয়ের মুখের পানে···চোখের পানে তাকিয়ে বুঝেছি···ও আমার সাবিত্রী—কাল রাত্রে ওকে সতীর উপাখ্যান, সীতার উপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান শোনালুম। শুনে ওর চোখে কি এক অপূর্ব্ব আলো দেখলুম! তাদের দুঃখে কষ্টে ওকে বিচলিত হতে দেখলুম না···ও শুধু বল্‌লো···মা! আমার যদি অমনি হয় তবে আমিও ওদেরি মতো হতে পার্ব্ব···কেন পার্ব্ব না···ওরা পেরেছে, আমি পার্ব্ব না কেন? আমি আশীর্ব্বাদ করলুম··তুমি

পার্ব্বে। এক রাত্রে মেয়ে আমার গম্ভীর হয়ে গেছে! সারাটি দিন আজ সেই পুঁথি তিনখানি হাতে করে বসে কি ভাবছে!—শোন প্রভু! বাসর ঘরে যদিই বা কিছু হয়—যদিই বা—

সায় সদাগর। থাক্—থাক্—আর অকল্যাণের কথা মুখে এনো না! মনসা মার পূজা কর · মনসা মার পূজা কর। (নেপথ্যে বাদ্য) ঐ বর সহ বরযাত্রীরা পুরে প্রবেশ কর্লেন—প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও! কপালের লিখন! ওগো, সবই কপালের লিখন—

প্রস্থান

আবার সানাই নহবৎ বাজিতে লাগিল। অমলা প্রস্থান করিবেন এমন সময় বেহুলা "মা! মা!" বলিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। পশ্চাতে বেহুলার সখীগণ প্রসাধনের উপকরণাদি লইয়া প্রবেশ করিলেন। অমলা চোখের জল মুছিয়া নিজে বেহুলাকে সাজাইতে লাগিলেন। সখীরা সাহায্য করিতে লাগিল। সাজানো শেষ হইলে সানাই নহবৎ থামিয়া গেল। বেহুলা অমলাকে প্রাণাম করিয়া উঠিলেন। অমলা সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিলেন

বেহুলা। (তাহার চোখ ছল ছল হইয়া উঠিল) মা!

অমলা। কি মা!

বেহুলা। সাবিত্রী কি বিয়ের রাত্রে কেঁদেছিল?

অমলা। না মা! কাঁদে নি। সে জান্তো যে সত্যবানের পরমায়ু অতি অল্প···তবু সে কাঁদে নি···তোমারি মতো চপল চঞ্চল ছিল সে—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জান্লো যে তার ভাবী স্বামীর অকাল-মৃত্যু কপালের লিখন···সেই মুহূর্ত্ত হতেই সে ঐ মৃত্যুকে জয় কর্ব্বার জন্য অসীম সাহসে বুক বাঁধল···সে যে কি দুঃসাহস মা···তা তুমি জানো। কিন্তু তবু সে টলেনি···তবু সে দমে নি—কত জনের কত প্রলোভন সে

তুচ্ছ করেছে—কত কষ্ট—কত দুঃখ সে উপেক্ষা করেছে—স্বয়ং মৃত্যু তার সেই সাধনা—সেই তপস্যা দেখে স্তম্ভিত হয়েছে—যমরাজ যে যমরাজ তিনিও তাকে জয় কর্ত্তে পার্লেন না—অবশেষে সাবিত্রীই তাঁকে জয় কর্ল! মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করে সেই সাবিত্রী দেবীরূপে মৃত্যুঞ্জয়ী সতীরূপে যুগে যুগে পূজা পেয়ে এসেছেন—যুগে যুগে পূজা পাবেন! অথচ সেই সাবিত্রী ঠিক্ তোমারি মতো ছোট্ট একটি মেয়েই ছিল—তোমারি মত চপল ছিল···তোমারি মত চঞ্চল ছিল মা!

বেহুলা। মা আমার নাম বেহুলা রেখেছিলে কেন? সাবিত্রী! সাবিত্রী কি সুন্দর নাম। কি চমৎকার নাম!

সনকা। তোরা বেহুলাকে নিয়ে আয়···আমি যাই।

প্রস্থান

বেহুলা। সখী—তোরা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?—গান গা—নাচ—

সখীদের নৃত্য-গীত

মিলনে প্রাণ বুঝি তোর উতলারে (ও সখী, ও সজনী)
বাসর ঘরে অভিসারে এসেছে আজ সেই রজনী॥
কোন সুখের দোলায় ভোলায় কাদের—
কি সুর বাজে হৃদয় মাঝে—
প্রাণ তারে বারে বারে ঝঙ্কারে করে জয়ধ্বনি।
মরণের সেই রণনে ক্ষণে—ক্ষণে—
ওগো সই চমক লাগে দেহে মনে
মুগ্ধ মধুর গুঞ্জরণে কুঞ্জবনে হৃদয়মণি।

গীতান্তে বেহুলাকে লইয়া সকলের প্রস্থান

*　*　*　*　*

আবার সানাই নহবৎ বাজিয়া উঠিল। হুলুধ্বনি শঙ্খ প্রভৃতি মাঙ্গলিক শোনা যাইতে লাগিল। বরবেশী লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া চাঁদ সদাগর, সায় সদাগর প্রভৃতি যেই প্রবেশ করিবেন অমনি লক্ষ্মীন্দরের মস্তকোপরি ধৃত ছত্র সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "সর্ব্বনাশ" "আগুন" "আগুন"···চাঁদ তৎক্ষণাৎ ছত্রধারীর হাত হইতে ছত্র কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং অন্যান্য সকলেই দূরে সরিয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে উত্তেজিতভাবে চাঁদ সায়কে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন

চাঁদ। একটা কথা আছে।···বলতে অবসর পাইনি। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় সে কথা এখনি বলতে হচ্ছে··একটী কথা···কথা নয় প্রার্থনা···ওগো বন্ধু! প্রার্থনা···আমার একটি প্রার্থনা!

সায়। প্রার্থনা কেন! কি কর্ত্তে হবে বল ভাই! স্বপ্নেও তো এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা কল্পনা করিনি! আমার মাথার ঠিক্ নেই···বল বুদ্ধি সব হারিয়ে বসে আছি! মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এমন অমঙ্গল কখনো দেখিনি···কখনো শুনিনি!

চাঁদ। কেউ কি কোন দিন শুনেছিল আকাশ হতে লাফিয়ে পড়ে সাপে একটি নয়, দু'টি নয়, ছয় ছয়টি অভাগা বালকের কপালে দংশন করে! কেউ কি কোন দিন ভেবেছিল ধন্বন্তরী স্বয়ং সাপের কামড়ে মরে? কেউ কি কোনদিন কল্পনা করেছিল মহাজ্ঞান লুট হয়, মধুকর জলে ডোবে—না থাক।—প্রার্থনা—শুধু একটী প্রার্থনা—শুধু একটী প্রার্থনা! পূর্ণ কর বেহাই!

সায়। বল—বল আমায় কি কর্ত্তে হবে?

চাঁদ। দৈবজ্ঞ যা গুণে বলেছে, শুনেছ? বিবাহ বাসরেই—

সায়। বোলো না···বোলো না···ভুলেছিলুম, জোর করে ভুলেছিলুম, আবার মনে পড়ে গেল! নিয়তি, কি দুর্নিবার নিয়তি! কি নিষ্ঠুর নিয়তি—সে কথা মনে পড়্ছে আর সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্ছে—ঐ

আমার আনন্দ-প্রতিমা—নৃত্য-গীতের উৎস! —ওর কপালে যদি এই হয়!

চাঁদ। (যেন জোর করিয়াই উত্তেজিত হইয়া) হবে না—হবে না। দেব না—আমি কিছুতেই দৈবজ্ঞের বাণী ফলতে দেব না! আমার একটী প্রার্থনা! শুধু একটী প্রার্থনা রাখ বেহাই—

সায়। তুমি বল···বল তুমি···

চাঁদ। দৈবজ্ঞের কথা শুনে সাঁতালি পর্ব্বতে লৌহ-নির্ম্মিত এক সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত করে তবে পুত্রকে বিবাহ দিতে নিয়ে এসেছি। লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ, সাঁতালি পর্ব্বতের পাষাণ খুঁড়ে সেই লৌহের ভিত্তি। সেই লৌহগৃহের বহির্দ্দেশে শত শত রক্ষীপ্রহরী, শুধু তাই নয়—অজস্র ময়ূর আর নেউল আমি অনাহারে ক্ষুধিত করে রেখেছি। তারা তাদের ভক্ষ্য সাপের গন্ধ পেলেই, আর কথা নেই!—শুধু তাও নয়, ধন্বন্তরীর শিক্ষায় সর্পরোধক বহু—বহুবিধ বৃক্ষলতা আর পাথর লৌহগৃহের চতুর্দ্দিকে স্থাপিত করেছি।

সায়। সে তো পরের কথা। কিন্তু আজ—এই বিবাহ রাত্রে—এই বাসর ঘরে—

চাঁদ। এখানে নয়! এখানে নয়! ঐ আমার প্রার্থনা! বাসর ঘর এখানে নয়—আমার সেই লৌহগৃহের অন্তরতম কক্ষে!—তাই কর—তাই কর—বাধা দিও না—

সায়। কিন্তু কুলপ্রথা—

চাঁদ। কুলপ্রথা !!!—কুলপ্রথাই তবে বড় হোক্। মেয়ে?—কিছু নয়? জামাতার জীবন?—কিছু নয়!—কুলপ্রথা, কুলপ্রথা!—আচার! আইন! নিয়ম!

সায়। রাগ করো না বেহাই! কিন্তু তুমিই না হয় আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ কর—

চাঁদ। বল—বল—আমায় কি কর্ত্তে হবে!

সায়। রুষ্ট হয়ো না ভাই, আমি আমার মেয়ের আসন্ন বৈধব্য আশঙ্কা করেই—এ কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

চাঁদ। (বিরক্ত হইয়াও বিরক্ত অতি কষ্টে দমন করিয়া) বল—

মা মনসার পূজা কর— চাঁদের মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না

সায়। মা মনসার পূজা কর! দেবতার ক্রোধ দূর হলে, আর সর্প দংশনের আশঙ্কা থাকবে না—

চাঁদ। (উন্মাদের মত) জান মনসা-পূজকসায় বেনে! জান কি—জান কি—একটী নয়; দু'টী নয়—ছয় ছয়টী পুত্র হারিয়েও—(কিন্তু তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া) তুমি রাগ করো না ভাই, আমি উত্তেজিত হয়েছিলুম···শোন ভাই, আমার আরাধ্য দেবতা শিবদুর্গা। যে হাতে তাঁদের পূজা করি, সে হাত তাঁদেরি চরণ পূজার জন্য উৎসর্গ ক'রেছি; উৎসৃষ্ট হাতে অন্য দেবতার পূজা কর‍্তে পারি না, পার্ব্বনা—এতে আমার শিবরাত্রির সল্‌তে লক্ষ্মীন্দরকে হারাই—হারাবো!—বেশ! থাক্ তোমার কন্যা-জামাতা তোমারি গৃহে—তবে আমি আসি—আমার পূজার সময় হয়েছে—জয় শিবশম্ভু! জয় শিবশম্ভু!

প্রস্থান

সায়। (স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই গিয়া চাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া) নিয়ে যেয়ো ভাই তোমার পুত্র কন্যা—আমি দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল—আজ ওদের আমি তোমার হাতেই সঁপে দিয়েছি।

অতি করুণ স্বরে সানাই নহবৎ বাজিয়া উঠিল। আবার হুলুধ্বনি, আবার শঙ্খ—

তৃতীয় দৃশ্য

সাঁতালী পর্ব্বতস্থ লৌহগৃহ

গাঢ় অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণ-যবনিকা ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে একটি মূর্ত্তি···একটি উজ্জ্বল মূর্ত্তি ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মূর্ত্তিটি নিয়তির। গোলাকার পৃথ্বীর উপর চরণ স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নিয়তির মুখে অলঙ্ঘ্য ভাগ্য-লিপির গান। গান গাহিতে গাহিতেই তিনি অদৃশ্য হইলেন। আবার সেই গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া এবার ফুটিয়া উঠিল :

সাঁতালী পর্ব্বতে লৌহগৃহ

লৌহের প্রাচীর, কপাট, লৌহের ছাদ, পাথর খুঁড়িয়া লৌহের ভিত্তি। পর্ব্বতের সানুদেশে পর্ব্বতগাত্রেই কতকটা সমতল ভূমি। ময়ূর ময়ূরীগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ঝরণা হইতে জলধারা নাচিতে নাচিতে নিম্নে ছুটিয়া চলিয়াছে। কালু কামার সেই লৌহগৃহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। যন্ত্রপাতি হস্তে কালীমাখা ভূতের মত চেহারা লইয়া কামার বালকগণ লৌহগৃহের চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কালুর নিকট ছুটির জন্য গান ধরিল

কামার-বালকগণের গীত

(ও কামার) দে মজুরী দে ভাই ছুটী—
ঘরের ছেলে আমরা এবার—
ফিরবো ঘরে গুটী-গুটী।
(দেখ ভাই) বানিয়ে দিছি কেমন খাসা—
পাহাড় কেটে লোহার কুঠী॥
(দে ভাই ছুটী)

লোহার বনেদ লোহার ভিতে—
লোহার খিলেন শিল জমিতে—

চারপাশে তার লোহার থাম আর
লোহার বাঁধন লোহার খুঁটী ॥
দেখলে ও কাম লোহার মোকাম
বিশ্বকর্ম্মার ছুটবে গো ঘাম—
কুটবে মাথা চোর ডাকাতে—
আছড়ে পায়ে কাঁদবে লুটী ॥
(দে ভাই ছুটী)

কালু। বাবা সব! কাজ শেষ হয়েছে, না ফাঁকি ?

বালকগণ। (জিব কাটিয়া) সে কি গো সর্দ্দার!

কালু। দেখো বাবা সব! কোনখানে এক চুল পরিমাণ যায়গাতেও ছিদ্দির নাই তো ?

বালকগণ। (সকলে এক সঙ্গে কানে হাত দিল) না গো সর্দ্দার।

কালু। বেশ বেশ! যাও বাবা সব, এবার তোমাদের ছুটি। আমি চাঁদ রাজাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে পরে আসচি।

বালকগণ। সর্দ্দার! বকশিষ ?

কালু। বকশিষ আমিই তো এখনও পাই নি বাবা সব! আমি আগে পাই, তারপর তোমাদের বকশিষ হবে বই কি বাবা সব!

১ম বালক। (নাকিসুরে) চলরে এবার চল, পাড়ায় গিয়ে সব গেরস্ত বউদের রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে এই কার্ত্তিকের মত চেহারাখানা দেখিয়ে বলিগে "মাছ ভাজা দে! নইলে—"

২য় বালক। (নাকি সুরে) ঘাড় মটকাব!

৩য় বালক। (নাকি সুরে) কোলে উঠ্‌ব!

৪র্থ বালক। (নাকি সুরে) দুধ খাব!

সকলে। (নাকি সুরে) চল! চল! চল!

কালু। শোন্ শোন্—আমার বাড়ী যাস্‌নি—বুঝলি? সর্দ্দার-গিন্নী তবে ঘুৎ পেয়ে যাবে—এমনই র াঁধে না—তারপর ভয় পাওয়ার অজুহাতে আর রান্নাঘরের ত্রিসীমায়ও ঘেঁসবে না! বারো মাসই হাঁড়ী ঠেল্‌তে হবে আমারি। দোহাই বাবা সব—

বালকগণ। হিঃ হিঃ হিঃ—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

নেপথ্যে চাঁদ। কালু!

কালু। (চমকিয়া উঠিয়াই যুক্তকরে) মহারাজ!

চাঁদের প্রবেশ

চাঁদ। কালু!

কালু। আজ্ঞা করুন মহারাজ!

চাঁদ। (তাহার হাত দু'খানি সহসা আবেগে চাপিয়া ধরিল) আমার আশা ভরসা সব তোমার হাতে! আমার লক্ষ্মীন্দরের, আমার শিব-রাত্রির সল্‌তে, আমার ঐ একমাত্র কুলপ্রদীপ লক্ষ্মীন্দরের জীবন মরণ তোমারি হাতে সঁপে দিয়েছি।—দিয়েছি কিনা?

কালু। দিয়েছেন মহারাজ!

চাঁদ। ঐ লৌহগৃহ সম্পূর্ণ?

কালু। সম্পূর্ণ।

চাঁদ। কোনখানে সূচ প্রমাণ ছিদ্র নেই?

কালু। নেই মহারাজ।

চাঁদ। আমি নিশ্চিন্ত?

কালু। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

চাঁদ। এখনো বল—

কালু। আমার শির জামিন রইল মহারাজ।

চাঁদ। (রত্নহার প্রদান করিয়া) পুরস্কার!—নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি প্রভাত হলে তোমাকে আমি জায়গীর দেব! জায়গীর না চাও রাজ্যখণ্ড দেব! রাজ্যখণ্ডে মন না ওঠে—কি চাও?—তুমি কি চাও?

কালু। ঐ চরণের ধূলো!

চরণধূলি লইলেন

চাঁদ। নিশ্চিন্ত হলুম, সত্যই এবার আমি নিশ্চিন্ত হলুম।—চেঙমুড়ী কাণী! (তাহার উদ্দেশে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিতে যাইয়াই হঠাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) একি! আমার প্রাণ কেঁপে উঠে কেন! (সহসা) হাঃ হাঃ হাঃ ··দুর্ব্বলতা! আজ কত কাল চোখে ঘুম নেই; অবসাদে, রাত্রি জাগরণে এ বয়সে এ দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক! কি বল কালু—না? যাও তোমার ছুটি। আমি পুত্র পুত্রবধূ লৌহ বাসরে নিয়ে আসতে চল্লুম।

প্রস্থান

কালু। কিন্তু, আমি এ রত্নহার কোথায় রাখি। উঃ, কি আলোই ঠিকরে পড়েছে! কোথায় রাখি! আমি এ রত্নহার কোথায় রাখি! গিন্নীর গলায় রাখলে সে আবাগীর বেটী দেমাকে আমার দিকে ফিরেও চাইবে না!··প্যাটরায় রাখলে চোর, সিন্ধুকে রাখলে ডাকাত আসবে! শেষে প্রাণের দায়ে পড়লুম দেখ্‌চি!

সহসা তাহার দুই পার্শ্বে মনসা ও নেতার আবির্ভাব

নেতা। প্রাণের দায়েই পড়েছ কামারের পো—

কালু। (চমকিয়া উঠিয়াই পরে তাঁহাদের ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া বিস্ময়ে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া শুধু ঢোঁক গিলিতে লাগিল)

নেতা। সময় নেই আমাদের ··আর মুহূর্ত্তের সময় নেই। শোন কামার ···বুঝতে পেরেছ আমরা কে ?

কালু। (ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং শুধু ঢোঁক গিলিতে লাগিল)

নেতা। আমরা মনসাদেবীর লোক।···মনসাদেবীর আদেশ আছে।

কালু। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) আজ্ঞা করুন—

নেতা। ঐ লৌহ-গৃহে একটি ছিদ্র করে দাও—এখনি···এখ্খনি !

কালু। (নীরব রহিল)

নেতা। দাও—দাও—

কালু। (তবু নীরবে ভাবিতে লাগিল)

নেতা। দেবে না ?

কালু। এই রত্নহার পুরস্কার নিয়েছি !

নেতা। ওর চাইতেও বহুমূল্য রত্নহার দিচ্ছি, নাও—(রত্নহার দান করিতে উদ্যত)

কালু। (শিহরিয়া উঠিয়া)—না।

মুখ ঘুরাইল

নেতা। না ?

কালু। (নীরবে ভাবিতেই লাগিল)

নেতা। সময় বয়ে যায়···সময় বয়ে যায়—অবিলম্বে বল তুমি আমাদের আদেশ পালন কর্ব্বে কি না—

কালু। না·· পার্ব্বো না।···শুধু তো রত্নহার নেইনি···নিমক্ খাই।

নেতা। পার্ব্বে না ?

কালু। না !

নেতা। বটে ?

কালু। হাঁ !

মনসা। যদি মৃত্যু-ভয় রাখো, তবে অবিলম্বে অগ্রসর হও…ঐ লৌহ-প্রাচীরে অন্ততঃ সূচ প্রমাণ ছিদ্র রাখো।…যাও ··অবিলম্বে যাও…

কালু। (বিদ্রোহী হইয়া) না—না—না।

মনসা। তবে সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ কর…

কালু। হাঃ হাঃ হাঃ…

হঠাৎ কোথা হইতে একটি সাপ আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেষ্টন করিল। কালু অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল

মনসা। আজ কালরাত্রি !…শির নত করে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্ছি এই কালরাত্রিতে দেবতার সঙ্গে মানুষের জয় পরাজয় নিয়ে যে মরণ দ্বন্দ্ব চলেছে,তার প্রথম জয়মাল্য ঐ দুর্ব্বল ঐ অসহায় মানব অর্জ্জন করল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন

নেতা। অনুশোচনার সময় নেই বোন্।…চাঁদ যে এখানে এসে পড়বে।…আমি ঐ অচেতন কামারকে আমার ক্রীতদাস করলুম… ওঠ কালু…শোন কালু, তুমি এখন আমার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। আমি যে আদেশ কর্ব্ব—বিনা বাক্যব্যয়ে তা অবিলম্বে পালন কর—ওঠ…

মূর্চ্ছিত কালু জ্ঞানলাভ করিয়া যন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল

এইবার অগ্রসর হও—ঐ প্রাচীরে অন্ততঃ একটি সূচ পরিমাণ ছিদ্র কর…যাও—

নিতান্ত অনিচ্ছায় কিন্তু নিরুপায় হইয়াই কালু ছিদ্র করিতে গেল। নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য। কালুও এমন সময় কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল

মনসা। ঐ বরকন্যা বাসরে আসছে…আমাদেরও কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়…অবিলম্বে চলে এস—

উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ

কালু। রাজা! রাজা! রাজা!

ছুটিয়া নেপথ্যে অবস্থিত চাঁদের দিকে অগ্রসর হইল

মনসা। তোমার বাক্ শক্তি আজ রাত্রে স্তব্ধ হোক্—

চাঁদ আগমনমাত্র চকিতে মনসা ও নেতা অদৃশ্য হইলেন

চাঁদ। (কালুকে তদবস্থায় দেখিয়া) কালু! কালু! তুমি এখনো এখানে!…

কালু তাহাকে দেখিয়াই উন্মত্তের মত কপালে করাঘাত করিতে লাগিল—কথা বলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিল না

চাঁদ। কি হয়েছে কালু, ওরকম কর্চ্ছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

কালু অতিশ্রমে, বিশেষতঃ কথা বলিবার প্রচণ্ড অথচ ব্যর্থশ্রমে অবসন্ন হইয়া ও চাঁদের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রাচীরের দিকে টানিয়া আনিতে চাহিল—উদ্দেশ্য ছিদ্রটি চাঁদকে দেখানো

চাঁদ। তুমি কি মাতাল হয়েছ কামার? রত্নহার পুরস্কার পেয়ে আনন্দে

সুরাপান করেছ বুঝি! সাবধান! আমায চিনতে পাচ্ছ না? আমি তোমার রাজা।

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। সেই মুহূর্ত্তে পুরনারীগণের হুলুধ্বনি শোনা গেল। ইহা শুনিয়া কালু আরো বেশী করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল

চাঁদ। ঐ আমার নয়নের দু'টি মণি! আয! আয়! তোরা আয! নির্ভয়ে চলে আয়!...ভয নেই...কোন ভয় নেই...ঐ লৌহগৃহ... চারিদিকে সশস্ত্র রক্ষী ..আর আমি স্বয়ং রয়েছি চির জাগ্রত প্রহরী!

পুরনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বেহুলা ও লক্ষীন্দর সেখানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে চাঁদকে প্রণাম করিল

চাঁদ। (শূন্যে চহিয়া) জয শম্ভু! জয শম্ভু! (সনকার প্রতি)...যাও ...বাসরে নিয়ে যাও!

পুরনারীগণ বেহুলা লক্ষীন্দরকে লইযা বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে...এমন সময় কালু ছুটিয়া যাইয়া বেহুলা লক্ষীন্দরের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া তাহাদের চরণ ধরিয়া রহিল

চাঁদ। ঐ মাতালটাকে এখান হতে বের করে দাও...বের কবে দাও— অমঙ্গল!

একজন রক্ষী তাহাকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বেহুলা ও লক্ষীন্দর পুরনারীগণ সমভিব্যাহারে বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন। পুরনারীদের কথামত লক্ষীন্দর উপবেশন করিবার পূর্ব্বে শ্বেত পাথরের জলপাত্রে চরণদ্বয় রক্ষা করিলে, বেহুলা তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিলেন, এবং নিজের কেশ গুচ্ছ মুক্ত করিয়া তদ্দারা চরণ দু'খানি মুছাইয়া দিলেন। এদিকে এইসব হইতেছিল, ওদিকে কালু রক্ষীর হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া যাইয়া চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। চাঁদ সরিয়া আসিয়া কালুর প্রতি আর দৃকপাত না করিয়া উত্তেজিত মস্তিষ্কে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

কালু সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বাসরে স্ত্রী-আচার শেষ হইলে পুরনারীগণ নীরবে বাহিরে আসিয়া চাঁদের ছয় বিধবা পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন

চাঁদ। এইবার সেই কালরাত্রি। চেঙ্গমুড়ি কাণী! তোমায় আমি আদরে নিমন্ত্রণ কর্চ্ছি···এসে শুধু একবার দেখে যাও তোমার সর্প কুলের দুরবস্থা···জানি তোমার আদেশে তারা আশে পাশে ওৎ পেতে আছে···কিন্তু···কিন্তু···ঐ লৌহদুর্গ! হাঃ হাঃ হাঃ···

কালু এই কথা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাঁদের সম্মুখে যাইয়া দুই হাত নাড়িয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে···ঐ লৌহদুর্গ নিরাপদ নয়···উহাতে ছিদ্র হইয়াছে। তাহার দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল

চাঁদ। রক্ষী!

রক্ষীর প্রবেশ

চাঁদ। ওকে নিয়ে ওর গৃহে রেখে এস। ও আমার পুরস্কারের আনন্দে নিশ্চয় অতিরিক্ত সুরাপান করে মাতাল হয়েছে।

রক্ষী কালুকে একরূপ ঠেলিয়াই লইয়া গেল

হঠাৎ আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া চারিদিকে এমন কি আশে পাশে অট্টহাস্য শোনা গেল। মনে হইল যেন সহস্র লোক অট্টহাস্য করিতেছে। চাঁদ চমকিয়া উঠিলেন। বিস্মিত হইলেন ; পরে বিভ্রান্ত হইলেন। কিন্তু তখনি আত্মদমন করিয়া

কিছু না! কিছু না! ও কিছু না! উত্তেজিত মস্তিষ্কে বিভীষিকা কল্পনা কর্চ্ছি! কিছু না! কিছু না! জয় শম্ভু! জয় শম্ভু!

কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন এবং শ্মশানের প্রেতের মত এককোণে দাঁড়াইয়া

পাহারা দিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে বাহিরে যাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর ঘুরিয়া আসিয়া পাহারা দিয়া আবার বাহিরে গেলেন

বাসরে

লক্ষীন্দর। বেহুলা! এসো আমি তোমার বেণী বেঁধে দি! তোমার ও সাপের বেণী আমার ভাল লাগে না; আমার ভয় করে!

বেহুলা। ভয় কিসের? সাপের?

লক্ষীন্দর। হাঁ সাপের। মর্ব্ব…সে ভয নয! মর্লে…তোমায় হারাবো সেই ভয়! সেই ভয়

বেহুলা। সাপের ভয়!.. আমি সারাটি রাত জেগে থাকব! সাপ? এলেই নাচব! ওরা এসে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে! নাচ গান ওরা যা বুঝে…এমন আর কেউ না, এমনটী আর কেউ নয!

লক্ষীন্দর। সারাটি রাত জেগে থাকবে?

বেহুলা। হাঁ, সারাটি রাত জাগব! আমি আজ তোমায় আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে নেব! তুমি কি কোনোদিন সাগর পারের একটী ঝিনুক ছিলে?…আমি ছিলুম। তুমি যে ঝিনুকটী ছিলে, দেখতে ভারী সুন্দর ছিল! আমার এত ভাল লাগত! ভারী ইচ্ছা হোত, তোমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ি! একদিন যদিই বা জোয়ার এসে তোমার বুকে আমায় তুলে দিল, তারপরই এল ভাটা! আমায় ঠেলে দূরে ফেলে দিলে!

লক্ষীন্দর। অমন রূপকথা শোনলে আমার ঘুম পায়; কিন্তু হাঁ, তার চাইতে তবে তুমি নাচো · আমি দেখি…তুমি গান গাও…আমি শুনি।

বেহুলা। লোকে কি বলবে! বাসর ঘরে নাচলে লোকে কি বলবে!

লক্ষ্মীন্দর। তবে এসো দুজনেই ঘুমাই। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখ দু'টি কি কালো! ঐ কালো চোখে কি ঘুম নেই? (শয়ন) ছোট্ট দু'টি চুমো দেবো···দেবো?

বেহুলা। নাচব! নাচব! আমি নাচব! আজ যদি না নাচব তবে নাচব কবে!

বেহুলার নৃত্য ও সঙ্গে গান। সেই নৃত্যগীতের মধ্যে লক্ষ্মীন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন

বেহুলা। ওগো! ওগো! ঘুমিয়েছ? বা ঘুমুলে চলবে কেন? ওঠো!···জাগো!

লক্ষ্মীন্দর। (জাগিয়া) তুমি কি কোন দিন ময়ূর ছিলে? আমি স্বপ্ন দেখছিলুম! ঐ নাচ দেখতে দেখতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখলুম!

বেহুলা। সে কি!

লক্ষ্মীন্দর। হাঁ···তুমি ছিলে ময়ূর।···নাচছিলে ··আকাশে মেঘের বুকে ইন্দ্রধনু দেখে আপন-হারা হয়ে নাচছিলে! কিন্তু সে যেন কতকাল আগে···! যেন যুগ যুগান্তরে! আমি ছিলুম তোমার দোসর। হঠাৎ এক ব্যাধ এসে আমায় তীর মারল। তুমি পালিয়ে গেলে! আমি মর্ত্তে বসেছি, এমন সময় তুমি আবার এলে! আমি বললুম তুমি ফিরে যাও। তুমি গেলে না! আমার বুকে লুটিয়ে পড়লে! ব্যাধ তোমায় ধরে নিয়ে গেল!

বেহুলা। তবে আমারও শেষ স্বপ্নটা শোন···তুমি কি কোনদিন অযোধ্যার নট হয়ে জন্মে ছিলে?···আমি ছিলুম স্বর্গের গন্ধর্ব্ব-কুমারী। তোমার অভিনয় দেখে আমি পাগল হয়ে রোজ রাত্রে স্বর্গপুরী ত্যাগ করে

তোমার নাট্যশালায় এসে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকতুম। একদিন আমার পিতা তার সন্ধান পেয়ে অদৃশ্য থেকেই তোমার বুকে তীর নিক্ষেপ করলেন। রক্তের ফোয়ারা ছুটল। আমি ছুটে দেখতে গিয়ে উপুড় হয়ে তোমাব বুকের ওপর পড়লুম। ফোয়ারার সেই রক্ত আমার সীমান্তে রক্ততিলক এঁকে দিলে·· সেই রক্তই আজকার এই সিন্দুর! ঐ সিন্দুর আজো ওঠে না! ধূলে ওঠে না, মুছলে যায় না, ঘষলে যায় না!

লক্ষ্মীন্দর। যাবে না! যাবে না! ও যে আমার বুকের রক্ত!···ভালো-বেসে তোমার কপালে এঁকে দিয়েছি! ভালোবাসা সত্য হলে ঐ সিন্দুর-রেখাও সত্য হবে···উঠবে না, যাবে না!

আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন

বেহুলা। আবার ঘুমিযে পড়লে!···বাইরে হয় তো জ্যোৎস্না উঠেছে··· ফুল ফুটছে! (হঠাৎ চমকিযা উঠিয়া) প্রাচীরে ও কি! সাপ··· তাই তো! এসো ভাই এসো! এ যে অহীরাজ! বাসর ঘরে বরের কাছে নাচব মনে করে আমার নাচ দেখতে এসেছ···? (সাপ ততক্ষণ নীচে নামিয়া আসিযাছে) আগে ভাই কিছু খেয়ে নাও··· কত দূর হতে না জানি এসেছ, ক্ষুধা পেয়েছে!···হাঁ নিশ্চয়ই!···দুধ কলা আছে এই নাও—

দুধ কলার বাটী আগাইয়া দিলেন। সাপ দুধ কলা খাইতে গেলেই বেহুলা তাহাকে চুপড়ি দিয়া আটকাইয়া ফেলিলেন।

রাগ ক'রো না ভাই! এইবার একটু ঘুমিয়েও নাও। তারপর যখন জাগবে, তখন নাচব! তুমিও ফণা তুলে আমার তালে তালে নেচো! আর শোন ভাই! আমার বরকে ভয় দেখিয়ো না! ও বড় ভীতু!

আমায় যদি তোমরা ভালোবাসো ওকে আর কখনো ভয় দেখিয়ো না। এইবার আমারো ঘুম পেয়েছে। বুঝলে ভাই! আমিও শুই! আজ বাসর কিনা! বরের বুকে মাথা রেখে ঘুমুতে হয়!

লক্ষ্মীন্দরকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া দেখিয়া তাহার পাশে শুইতে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়িল আর একটি সাপ, নিশ্চয়ই ঐ ছিদ্র পথ দিয়া আসিয়া লক্ষ্মীন্দরের পায়ের কাছে ভিড় করিয়া রহিয়াছে

ছি···ভাই, অহীরাজ! তুমি আবার কখন এলে!···তোমরা আসবে তা পূর্ব্বে তো জানাও নি!···বাসর ঘরে আড়ি পাত্‌তে এসেছ! ভারী দুষ্টু তুমি···!···নাও···এখন দুধ কলা খেয়ে রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও···কাল সকালে ব্যাং দেব···হাঁ মস্ত ব্যাং···সোনা ব্যাং কোলা ব্যাং···! ফড়িং খাবে?···বেশ তাও দেবো—!

পূর্ব্ববৎ দুধ কলা দিয়া এ সর্পকেও বন্দী করিলেন

এইবার তুমিও ঘুমাও···আমিও ঘুমুলুম!···কিন্তু ঘুমাই বা কেমন করে! ··আর কোন্ ভাই কখন এসে পড়বে···কে জানে!···ও যদি ঘুম হতে জেগে ওদের কাউকে আশে পাশে দেখে···তবে ভয় পাবে! ···ভারী ভীতু ও···আমি জেগেই রইব, জেগেই র—ই—ব!

ঘুম পাইলেও ঘুমের সহিত একরূপ যুদ্ধই করিতে লাগিলেন।
বাহিরে নেপথ্য হইতে চাঁদ টলিতে টলিতে আসিলেন

চাঁদ। আর কতটুকু রাত্রি আছে কে জানে!···ঘুম—ঘুম!···আর তো পারিনে শম্ভু! আর তো জেগে থাকৃতে পারিনে!···এ কী কাল ঘুম! কালরাত্রিতে এ কী কাল ঘুম!···দয়া কর! দয়া কর—দোহাই শিব

শম্ভু ! দয়া কর···তোমার ইচ্ছা শক্তির এক তিল আমায় দান কর ! আমি ঘুমকে জয় কর্ব্ব ! বশ কর্ব্ব···ক্রীতদাস কর্ব্ব !

প্রবল বেগে ঘুম ছাড়াইয়া লইবার জন্য প্রয়াস করিয়াও ঘুম জয় করিতে পারিলেন না, পরক্ষণেই ঢুলিতে লাগিলেন

চোরের মত কালু কামারের পুনঃ প্রবেশ। আসিয়াই দেখিল চাঁদ নিদ্রায় ঢুলিতেছেন। দেখিয়াই সে সর্ব্বনাশ হইবে মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। লৌহগহের দিকে তাকাইয়া দেখে একটি সাপ ছাদের ওপর হইতে নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই সে মহা সর্বনাশ হইবে মনে করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তখন চাঁদকে জাগাইবারও আর সময় নাই। সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। পরে আর উপায় না দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া লৌহগৃহের সেই ছিদ্র নিজের শরীর দ্বারা আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাপ ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। মাথার উপর তাকাইয়া কালু তাহা দেখিল। কিন্তু নড়িল না। সাপ তাহাকে দংশন করিল। সে পড়িয়া গেল। নীরবে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার পড়িয়া গেল। আবার উঠিয়া চাঁদের উদ্দেশে চলিল। উঠিয়া···পড়িয়া···আবার উঠিয়া, এইভাবে সে চাঁদের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল—ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল—চাঁদের ঘুম ভাঙিয়াও ভাঙিল না। এদিকে সেই সাপ ছিদ্রপথে বাসরে ঢুকিয়া লক্ষ্মীন্দরের পায়ের পাশে আসিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ জাগিয়া উঠিলেও···আবার সেই কালঘুমে পুনরায় অচেতন হইলেন। কালু কপালে করাঘাত করিতে করিতে দূরে পড়িয়া গেল এবং তথায় মৃত্যুবরণ করিল

দৈববাণী। আঘাত না পেলে আঘাত ক'রো না···

সাপ আঘাত পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যেই লক্ষ্মীন্দর পাশ ফিরিতে গিয়াছেন, অমনি তাহার পা সর্পগাত্রে আঘাত করায় সর্প লক্ষ্মীন্দরকে তৎক্ষণাৎ দংশন করিয়াই প্রাচীরপথে পলায়ন করিতে গেল

লক্ষ্মীন্দর। ও—হো—হো ! (আর্ত্তনাদ) ওঠো ! ওঠো ! জাগো !

ওগো প্রাণ যায়! আমাকে বুঝি···তাই তো ঐ যে ঐ সাপ দংশন করে···পালায়···ও···হো—হো! ও—হো—হো—(ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা)

বেহুলা আর্ত্তনাদ শুনিয়াই জাগিয়া উঠিলেন। সাপের কথা শুনিয়াই তাকাইয়া দেখিলেন পলায়নোন্মুখী কালনাগিনী সাপ। হঠাৎ তাহার চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল

—কে কালনাগিনী তুই? তবে মর—

স্বর্ণকাটারি লইয়া সাপের পুচ্ছদেশ কাটিয়া ফেলিয়া প্রতিহিংসা তৃপ্ত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুযন্ত্রণায় আকৃষ্ট হইলেন। কপালে করাঘাত করিলেন। বেদনায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীন্দরের তখন আসন্নকাল

লক্ষ্মীন্দর। বে—হু—লা!

বেহুলা। (নীরব নিথর রহিলেন)

লক্ষ্মীন্দর। চ—ল—লু—ম! কোন—আশ—মিটল—না! চ—ল—লু—ম! (মৃত্যু)

বেহুলা পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিলেন। একদৃষ্টে তাঁহাকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। ধীরে ধীরে আনত হইয়া তাহার চরণচুম্বন করিলেন। সেইখানেই এমনি-ভাবে ক্ষণকাল লুটাইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিলেন। দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে অশ্রু বহিয়া যাইতেছে। যাইয়া কপাট খুলিলেন। কপাট ভর করিয়া দাঁড়াইয়া হৃদয় ভেদী স্বরে ডাকিলেন—"বাবা!" চাঁদের ঘুম ঐ একটি ডাকেই টুটিয়া গেল। তিনি লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?"

চাঁদ। (ছুটিয়া কাছে আসিয়া) কি মা?

বেহুলা কোন কথা বলিতে পারিলেন না—বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারিলেন না··· অন্তরের সেই দারুণ ব্যথা ভাষা না পাইয়া তাহার চোখে মুখে সমস্ত দেহে প্রকাশ পাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল

চাঁদ। কি হয়েছে মা? কি হয়েছে মা?

বেহুলা এক হস্ত নির্দ্দেশে মৃত লক্ষ্মীন্দরকে দেখাইয়া দিলেন। চাঁদ বেহুলাকে সরাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া লৌহগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই হৃদয়ভেদী চীৎকারে ডাকিলেন—

চাঁদ। লখীন! লখীন!...

কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। হঠাৎ বুকে বাণ বিদ্ধ হইলে যে যাতনা হয়, সেই যাতনায় আহত হইয়া দুই হাতে চোখমুখ আচ্ছন্ন করিয়া চাঁদ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া শোকে মুহ্যমানা প্রায় হতচেতনা বেহুলাকে টানিয়া বুকে লইলেন। ঊর্দ্ধে তাকাইয়া বোধ হয় ইষ্ট দেবতার নিকট তাঁহার দুরদৃষ্ট নিবেদন করিলেন। পরে...

চাঁদ। মা!

বেহুলা। বাবা!

চাঁদ। শেষ দেখা দেখে নে...জন্মের মত শেষ দেখা দেখে নে... আমি ভাসিয়ে দেব...জলে ভাসিয়ে দেব...চেঙ্গমুড়ি কাণীর ঐ উচ্ছিষ্ট দেহ...না...না...না...শোন্ মা...সাপে-কাটা শবদেহ জলে ভাসিয়ে দিতে হয়...সেইই নিয়ম...সেইই প্রথা...অনেক সময় জলের গুণে মরা বেঁচে ওঠে...গল্প শুনেছি...গল্প শুনেছি...তাই ভাসিয়ে দেব...তাই বললুম...!

বেহুলা। তুমি শেষ দেখা দেখে নাও বাবা!

চাঁদ। আমি দেখব না। শত্রু হাসবে! শত্রু হাসবে!...মাগো শত্রু হাসবে।...ও—হো—হো—শত্রু হাসবে!

বেহুলা। জলে ভাসিয়ে দিলে বেঁচে উঠবে? না বাবা! (পায়ে পড়িয়া) ...ভাসিয়ে দিয়ো না! ভাসিয়ে দিয়ো না!...মরা কখনো বাঁচে?

শুধু শুধু ভাসিয়ে দিয়ো না·· ভাসিয়ে দিলে ঐ দেহ ঐ সোণার দেহ ···শৃগালে কুকুরে কুমীরে···দিয়ো না বাবা! দিয়ো না!

চাঁদ। (বেহুলাকে তুলিয়া) দিতেই হবে···ও দেহ ভাসিয়ে দিতেই হবে আমার ঘরে ও দেহ রাখা হবে না···রাখা চলবে না!···শত্রু হাসাবো না মা, শত্রু হাসাবো না···শোন মা···মরাও তো সময় সময় বাঁচে·· পুরাণ পড়িস্ নি মা—পুরাণ পড়িস্ নি? ·

বেহুলা। (চাঁদ হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে) বাবা! পুরাণের কথা সব সত্য?

চাঁদ। সত্য মা—সত্য!

বেহুলা। সত্যবানের কথা সত্য? সাবিত্রীর কথা সত্য?

চাঁদ। (কাঁপিয়া উঠিলেন)·· কেন মা? সে কথা কেন?

বেহুলা। বল বাবা সত্য?

চাঁদ। (শিহরিয়া উঠিয়া) সত্য! সত্য!

বেহুলা। তবে দাও বাবা ভাসিয়ে। আমিই সেই সাবিত্রী। মা বলেছেন, বাবা আশীর্ব্বাদ করেছেন···আমিই সেই সাবিত্রী। আমিও ওর সঙ্গে ভেসে যাব · দূরে···দূরে···বহুদূরে···সেই অমৃতের দেশে! সাবিত্রী ভয় পায় নি আমিও পাবো না · সাবিত্রী কাঁদে নি···আমিও কাঁদবো না—সাবিত্রী যমরাজাকে জয় করেছিল আমিও জয় কর্ব্ব ·· সে যদি পেরেছিল—আমিও পার্ব্ব—সাবিত্রী স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করে ফিরে এসেছিল—আমিও আসব—

চাঁদ। (চুপি চুপি) পর্ব্বি মা পার্ব্বি?—পুনর্জ্জীবন দিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনতে পার্ব্বি?

বেহুলা। পার্ব্ব।

চাঁদ। পার্ব্বি? পার্ব্বি?

বেহুলা। পার্ব্ব।

চাঁদ। পার্ব্বে। পার্ব্বে। মা বলছে পার্ব্বে।—যদি পারিস মা তুই—তবে প্রাণভরে আশ মিটিয়ে একটিবার—শুধু একটিবার অট্টহাস্য হাসবো—আর সেই কাণী চম্‌কে উঠে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাবে!—পার্ব্বি মা পার্ব্বি?

বেহুলা। পার্ব্ব। আমি পার্ব্ব?

চাঁদ। তবে প্রস্তুত হও মা!—বাসরে যাও—আমিও ভেলা প্রস্তুত করি—

বেহুলা। ওগো সাবিত্রী! পথ দেখাও! পথ দেখাও! পথ দেখাও!

বাসরে প্রস্থান

চাঁদ কপাট টানিয়া দিয়া ছুটিয়া নিয়ে আসিলেন এবং শঙ্খ লইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সনকা প্রভৃতি পুরনারীগণ প্রবেশ করিলেন

সনকা। কি হয়েছে প্রভু! ভোর হ'ল বুঝি?

চাঁদ। (পুনরায় শঙ্খবাদ্য)

সনকা। একি! একি প্রভু?

চাঁদ। বেহুলার জয়ধ্বনি! উলুধ্বনি কই? উলুধ্বনি কই? উলু দাও—উলু দাও—

সনকা ও পুরনারীগণ উলুধ্বনি করিলেন

সনকা। ভোর হয়ে এসেছে। লখীনরা বুঝি এখনি উঠ্‌বে। জাগ··· জাগ ··ওরে তোরা জাগ্···তোদের চাঁদ মুখখানি···

বেহুলা বাসরে যাইয়া লক্ষ্মীন্দরকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার চরণপ্রান্তে জানু পাতিয়া তাঁহার চরণচুম্বন করিতেছেন। সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া

নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। চাঁদের শঙ্খধ্বনি শুনিয়াই যাত্রার্থে প্রস্তুত হইবার জন্ম দীপশিখাটি আরো উজ্জ্বল করিয়া সীমন্তের সিন্দুর আরো উজ্জ্বল করিয়া পরিলেন— এবং লৌহগৃহের কপাট খুলিয়া বাহিরে দেখা দিলেন

সনকা। লখিন কি এখনো ঘুমিয়ে রয়েছে ?

চাঁদ। হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে···সেই ঘুম যে ঘুম আর ভাঙবে না···লখিন নেই! লখিন নেই! সে চলে গেছে! কাঁদলে সে ফিরবে না···উলু দিলে ফিরে আসবে···উলু দাও···উলু দাও—

সনকা। সে কি প্রভু!···লখিন!

ছুটিয়া উপরে যাইতে গেলেন। চাঁদ তাঁহার হাত ধরিয়া আটকাইলেন

চাঁদ। কাঁদতে পার্ব্বে না···কাঁদতে পার্ব্বে না—ঐ দেখ···ঐ যে দুধের বালিকা সে কাঁদে না···

সনকা। (বেহুলাকে) কোথায় লখীন···কোথায় লখীন? বল মা বল—

বেহুলা। (কপালে করাঘাত করিলেন)

সনকা। ওগো প্রভু! কোথায় সে? কোথায় সে?

চাঁদ। (ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া দেখাইলেন—) স্বর্গে।

সনকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গাঙ্গুড় নদীর তীর

নিছনি নগর নিয়ে গাঙ্গুড় নদী, নদীতে স্ত্রী-পুরুষগণ স্নান করিতে আসিয়াছে। তাহাদের কোলাহল

—"ওরে, সব শুনেছিস্? মরা পতি ভেলায় তুলে আমাদের রাজার মেয়ে বেহুলা গাঙ্গুড় নদী দিয়ে ভেসে আসছেন!"

—"বিয়ের রাত্রেই বিধবা হয়েছে! বিয়ের রাত্রেই বিধবা হয়েছে! কি দারুণ কপাল!"

—"মনসা মার সঙ্গে বিরোধ করে চাঁদরাজা সর্ব্বস্বান্ত হল, তবু তার শিক্ষা হল না। এখন না হয় মনসা মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদাকাটি কর··· তবু না! কি একগুঁয়ে বাপ।"

—"বিয়ের রাত্রে বিধবা হবে না!···কুলপ্রথা ভাঙ্গলে অমনি কোনও সর্ব্বনাশই হয়ে থাকে। বিয়ের রাত্রি কি কেউ কখনো বরের ঘরে কাটায়!···

—"বেহুলার চেহারাখানা ছিল মা দুর্গার মত···কিন্তু তারই ভাগ্যে হল কি না বৈধব্য!"

—"অমন নাচতে গাইতে কেউ পার্ত্ত না! লোকে তার নাচগান শুনলে পুত্রশোকও ভুলে যেত। লোকে তাই তার নাম দিয়েছিল বেহুলা

নাচনী। আজ জন্মের মত সেই আনন্দের ঝরণা শুকিয়ে গেল !"

—"সায় রাজা খবর পেয়েছেন !"

—"খবর পেয়েছেন। খবর পাওয়া অবধি রাজরাণী শোকে পাগল হয়ে গেছেন। তাঁরাও ঘাটে আসবেন...মেয়েকে ভেলা হতে নামিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে..."

—"ঘরে না নিয়ে আর কি করবেন !"

—"চিরটা কাল মা বাপের বুকে শেলের মত বাজবেন !"

—"খণ্ডকপালি ছুঁড়ি ! বিয়ের রাত্রেই স্বামীকে খেল !"

—"আসে ! ঐ আসে ! ঐ আসে !"

—"ঐ...ঐ...ঐ..."

—"বাঁক ঘুরেই এত কাছে এস পড়ল !"

—"ঐ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে !"

—"লক্ষ্মীন্দরের দেহ পচ্‌তে সুরু করেছে !"

—"তা আর করবে না ! আর দু'দিন পর কৃমিকীট ধরবে ! তারপর শুধু হাড় ক'খানা পড়ে থাক্‌বে !

—"বাপ আর শ্বশুরে তফাৎ দেখ। চাঁদ রাজা শ্বশুর হয়েও কোন প্রাণে ঐ মরার সঙ্গে ঐ সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে পার্ল !"

—"ঐ...ঐ...সরো !...জল হতে সরে দাঁড়াও...ভেলা ঘাটে ভিড়বে !"

বেহুলার ভেলা ঘাটে আসিল

বেহুলা। ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও...ওগো নরনারায়ণ। ভিক্ষা দাও !

সকলে। ভিক্ষা চাইছে ! আহা রাজার ঝিয়ারী ভিক্ষা চাইছে ! কি ভিক্ষা চাইছে !

বেহুলা। আশীর্ব্বাদ! শুধু আশীর্ব্বাদ!

ছুটিয়া সায় সদাগর প্রবেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে অমলাকে ধরিয়া সায় সদাগরের তিন পুত্র···হরিসাধু, সুবল ও শ্রীরাম আসিলেন

সায় সদাগর। (ছুটিয়া যাইতে যাইতে) মা! মা! আমার মা!

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বেহুলাকে ঐ বেশে দেখিতে পাইলেন অমনি বাণবিদ্ধের ন্যায় আহত হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যথায় গুমরাইতে লাগিলেন

বেহুলা। বাবা! বাবা!

অমলা। (উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন, চোখ দু'টি বড় করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন।) বাঃ বাঃ বাঃ! কি সুন্দর সেজে এসেছিস্ মা! ললাটে লাল টকটকে সিন্দূর! হাতে হাতীর দাঁতের শাঁখা! শঙ্খের চুড়ী! পরণে লাল চেলী! ওমা ভগবতী! আয়! আয়! আয়! শিব কোথায়? জামাই কই? ঐ···ঐ—

লক্ষ্মীন্দরকে তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন

হরিসাধু। বোন্! বোন্! সোণার প্রতিমা সাজিয়ে দিয়েছিলুম, আজ সেই সোণার প্রতিমা এই!

বেহুলা। দাদা! দাদা! আমি তো সেই রয়েছি দাদা! যা'কে সাথের সাথী পেয়েছিলুম, সেও আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে! জাগে না দাদা! জাগে না! কত ডাকি উঠে না! ডাকো! ডাকো! তাকে ডাকো! ওগো কথা কও! চোখ মেলে চাও! দেখ বাবা এসেছেন, মা এসেছেন! ভাইরা এসেছে! ওঠে না! জাগে না! জাগে না!

সায় সদাগর। ওরে থাম্···থাম্! বুক ভেঙ্গে যায়! বুক ভেঙ্গে

যায়! চলে আয়! নেমে আয়! বুকে আয়! কোলে আয়! আয়! আয়! আয়!

অমলা। বাজনা বাজা! বাজনা বাজা! বাদ্যকর কই? (পুত্রত্রয়কে) ওরে হতভাগা! ঢুলী কোথায়? ঢাকী কই? বরণ কর! বরণ কর…আয়, আয মা আয! নেমে আয়! চলে আয়।

ধরিয়া আনিতে যাইয়া পড়িয়া গেলেন। সুবল ও শ্রীরাম ধরিয়া উঠাইলেন

হরিসাধু। আয় বোহিন! বাড়ী আয়!

সুবল ও শ্রীরাম। আয় দিদি! ঘরে আয়!

স্নানার্থী সকলে। আয়! আয়! আয!

বেহুলা। হায়! হায়! হায়!

কপালে করাঘাত করিতে করিতে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

হরিসাধু। (ভেলার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইয়া) বোন্! আমার হাত ধর…নামো—

হাত বাড়াইয়া দিলেন

সুবল ও শ্রীরাম। (ছুটিয়া যাইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন)

বেহুলা কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে যাইতে পারিবে না…নামিবে না

সকলে। কেন? কেন?

সায় সদাগর। কেন? কেন মা?

অমলা। ওরে পাষাণী! ধুপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়! ফুল সব শুকিয়ে যায়! লগ্ন বয়ে যায়! লগ্ন বয়ে যায়! নেমে আয়। নেমে আয়! শীগ্‌গীর নেমে আয়!

বেহুলা। আজ নয়! আজ নয়! আজ নয়!

সকলে। কবে? কবে? তবে কবে?

বেহুলা। এই রাতে? এই রাতের আঁধারে? না—না—না! রাত ভোর হ'ক! ওঁর ঘুম ভাঙ্গুক! দু'জনে গিয়েছিলুম…একলা নামবো না! তা কি পারি বাবা? তা কি পারি মা? তা কি পারি! পারি না…পারি না! চললুম! চললুম!—বিদায়! বিদায়! বিদায়!

হাতে হাত দিলেন

সকলে। কোথায়?…কোথায় যায়?

বেহুলার পিতামাতা ভাইরা পাষাণের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

বেহুলা। সেই দেশে—যে দেশে সোণার কাঠি আছে। সেই সোণার কাঠি…যে সোণার কাঠি…'ঘুমিয়ে পড়া রাজপুত্রের কপালে ছুঁইয়ে দিলে রাজপুত্র জেগে উঠে শুধু হাসে।…শুধু হাসে!…যে হাসিতে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ে…সেই মুক্তা…সেই মুক্তার মালা গেঁথে আমি ফিরে আসবো! একা নয়…একলা নয়…আমরা দু'জনে!…মা!…সেই দিন ধূপ জ্বালিয়ো, ফুল তুলে রেখো! শাঁখ বাজিয়ো! উলু দিয়ো …আজ নয়! আজ নয়!

ভেলা চলনোন্মুখ হইল

সকলে। (তীরে ছুটিয়া যাইয়া) বেহুলা! বেহুলা!

বেহুলা। আজ নয়! আজ নয়! আজ শুধু ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ওগো নদীকূলবাসী! ওগো নরনারায়ণ! আজ শুধু আশীর্ব্বাদ চাই…যেন ফিরে আসি! একা নয়! একলা নয়! দু'জনে! সোণার নৌকায় রূপালি পাল তুলে দু'জনে গাইতে গাইতে ফিরে আসি! সাবিত্রীর মতো আমার সত্যবানকে নিয়ে ফিরে আসি!

মা! মা! ওরে আমার অভাগী মা! সেই দিন পথে পথে ঘরে ঘরে বাতি দিয়ো···ধূপ জ্বালিয়ো! ফুল তুলে রেখো! শাঁখ বাজিয়ো ···খই ছিটিয়ো···উলু দিয়ো! আজ নয়! আজ নয়! আজ নয়!

ভেলা চলিতে লাগিল

সায় সদাগর। তবে যা।—আমি জানি—আমি জানি—গণকে আমায় বলেছে—যদি কেউ পারে—তুই-ই পার্ব্বি!—অমৃতের দেশ হতে অমৃত নিয়ে পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে তুই-ই পার্ব্বি! আমি বাধা দেব না—তুই যা—কিন্তু···ও-হো-হো! বুক ভেঙে যায়! বুক ভেঙে যায়! বেহুলা, বেহুলা!

অমলা। হাঁ···যা—। যা···। লগ্ন বয়ে গেছে! ধূপ পুড়ে গেছে!··· ফুল শুকিয়ে গেছে! ওরে তোরা বাদ্য থামা···লগ্ন চলে গেছে···আজ আর নয়···এখন এলে অমঙ্গল হবে। আবার যেদিন লগ্ন পড়বে··· যেদিন জামাই আসবে···সেই দিন আসিস!···সেদিন আবার ধূপ জ্বালাবো·· শাঁখ বাজাবো···ফুল তুলবো···উলু দেব···(হুলুধ্বনি) আজ নয়···আজ নয়···আজ এলে অমঙ্গলের কথা ··

মুখ ফিরাইয়া শঙ্কিত পরাণে চলিয়া গেলেন

বেহুলা। মা! মা! তোমার কথা আমার পথের পাথেয় হ'ল! আশীর্ব্বাদ হ'ল! মায়ের আশীর্ব্বাদ পেয়েছি···এবার বিদায়! বিদায়! বিদায়!

ভেলা চলনোন্মুখ হইল। সুবল ও শ্রীরাম ভেলার পাশে ছুটিয়া গেল

সুবল ও শ্রীরাম। আঁধার রাতে তুমি পথ চলবে কেমন করে দিদি?

বেহুলা। তোমরা আমার জন্য রোজ সাঁঝে প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ো ভাই!···দিয়ো···দিয়ো···দিয়ো···

সুবল ও শ্রীরাম। দেব!

বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন

সায় সদাগর। পিছু ডাকবো না! পিছু ডাকবো না!—ভগবান! (উর্দ্ধে যুক্ত করে)—এবার তোমার হাতে সঁপে দিলুম···দেখো···

বেহুলা। বিদায়! বিদায়! বিদায়!

ভেলা চলিতে লাগিল। ক্রমে অদৃশ্য হইল। সদাগর ও তাঁহার পুত্রগণ এবং সকল জনতা তথাপি পায়ের উপর ভর দিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। সহসা অমলা ছুটিয়া আসিলেন।

সকলে। চলে গেল, চলে গেল ··বেহুলা···বেহুলা!

অমলা। ওগো পিছু ডেক না···পিছু ডেক না।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

দৃশ্যান্তর

গাঙ্গুড় নদীর তীর

গীত

নেতা কাপড় কাচিতেছিলেন

নেতা।
নদী যায়, বহে যায় গো।
কাঁপে কাতর নীর তার অতল পুরে
যেন মনে হয় হায় হায়গো কাঁদে
গুমরি দুঃখে কেবা অসীম দূরে।
একি তারি বুক ভাসা চোখের বারি,
একি তারি দুখনাশা শোকের ঝারি,
আসে চলিয়া চলিয়া ব্যথা উছলিয়া,
একি নয়ন ধারা সারা ভুবন ঘুরে।

মনসার প্রবেশ

মনসা। বোন্, চম্পক হতে তুমি যে খবর এনেছ—তাতে আমার পূজার আশা দুরাশা। মাঝ থেকে আমি জগতে এক দুরপনেয় কলঙ্ক কিন্‌লুম, মাঝ থেকে কুসুম-পেলব বালিকার বুকে শেলাঘাত কর্‌লুম!

নেতা। ঐ যে আসে—ঐ ভেসে আসে!

মনসা। কই? কই?

নেতা। ঐ যে—ঐ বাঁকের মোড়ে!

মনসা। আর তো ও দৃশ্য দেখতে পারিনে বোন্! ঐ গলিত চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল, তাই নিয়ে চলেছে—তাই কোলে নিয়ে, বুকে নিয়ে, পোকা তাড়িয়ে, মাছি তাড়িয়ে, জোঁক ছাড়িয়ে, শৃগাল, কুকুর, কুম্ভীরের হাত হতে বাঁচিয়ে, কত শয়তানের প্রলোভন হতে আত্মরক্ষা করে চলে আসছে। দিনের পর দিন—রাত্রির পর রাত্রি—ক্ষুধার তাড়না সহ্য করে, ঘুম জয় করে, ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে চলেছে—পথের শেষ নেই—তবু চলেছে। ওর ঐ কষ্ট আর তো আমি সহ্য কর্ত্তে পারছিনে বোন্!

নেতা। চাই! এই-ই চাই বোন! ওর নিজের অন্তরে ও যে আলো জ্বেলেছে—সে আলো ঝড়ে নেবে না, জলে নেবে না, দিন রাত প্রতি মুহূর্ত্ত সমভাবে জ্বলছে। ও আলো না জানি কত যুগ পরে আজও জ্বালিয়ে রেখে গেল। ঐ আলো এখন যুগ হতে যুগান্তরে জ্ব’লে—যুগে যুগে সতী নারীর পথ আলো করবে—সতী নারীর বুকে আশা দেবে, ভরসা দেবে, সাহস দেবে, তাতেই সার্থক হবে ওর ঐ অমানুষিক সাধনা।

মনসা। আমি ওর নাচ দেখেছি বোন্! সে কি নৃত্য! মনে হয় সারাটি সৃষ্টি ঐ নৃত্যের তালে তালে নেচে চলেছে। আমি ওর গান শুনেছি বোন! সে কি গান! মনে হয় স্বর্গ-মর্ত্ত্য সেই গানের সুরে সুখে দুঃখে মেতে রয়েছে। নাচ আর ও নাচে না, গান আর ও গায় না! আমি কি করেছি বোন্! আমি কি করেছি! ওর দুঃখে ও শোকে স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাগিণী স্তব্ধ। মর্ত্ত্য মরুভূমি! স্বর্গ মরুভূমি!

নেতা। আর নয়—আর নয়। গাঙ্গুড় নদীর শেষ প্রান্তে এসেছে। এইবার মর্ত্ত্যে ওর শেষ পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা আজ। তুমি যাও বোন্! মনে রেখো তোমার পূজা নির্ভর করছে চাঁদ সদাগরের ওপর! সেই পাষাণ আজও টলেনি। তাকে টলাতেই হবে। পার্ব্বে। কিন্তু পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। তুমি আমার উপর ভার দিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে ফলাফল দেখ! যাও বোন্! বৃশ্চিককে শীগ্গীর পাঠিয়ে দাও। সে দেবতাদের কাপড়ের বোঝা নিয়ে রওনা হয়েছে। এখনো আসেনি।

মনসার প্রস্থান

কাপড়ের বোঝা লইয়া নেতার বালক পুত্র বৃশ্চিকের প্রবেশ

নেতা। ঐ দেখ—কে আসে দেখ—ভেলার উপর দেখেছিস্! কি সুন্দর একটি মেয়ে!

বৃশ্চিক। কে মা! ওর কোলে একটা কি?

নেতা। চুপ্! বৃশ্চিক চুপ!

বেহুলার ভেলা নিকটে আসিল

বেহুলা। কোথায় সেই দেশ! যে দেশে ঘুম নেই; জরা নেই; মৃত্যু

নেই ; কোথায় সেই অমৃতের দেশ! পথ দেখাও! পথ দেখাও! ওগো নদীকূলবাসী নরনারী! দয়া কর, যদি জানো বল—

নেতা। (পুত্রকে) কাপড়ের বোঝাটা খোল! অতগুলো কাপড় কাচতে হবে। দেরী করিস নি।

বৃশ্চিক বেহুলাকে দেখিতেছিল

নেতা। হতভাগা ছেলে—(চপেটাঘাত) খোল বলছি!

বৃশ্চিক। বটে, আমাকে মার্। দিচ্ছি তোর সব কাপড় জলে ফেলে।

ফেলিতে উদ্যত

নেতা। জ্বালাতন করিস্ নি বৃশ্চিক। ভাল চাস্ তো কাপড় রাখ্!

বৃশ্চিক। (ভেঙ্গাইয়া) কাপড় রাখ্! কাপড় রাখ্! ভাল চাস্ তো মা—খেতে দে—

নেতা। তবে মর—

চপেটাঘাত

বৃশ্চিকের পতন ও মৃত্যু

বেহুলা। আ-হা-হা—কর্লে কি···কর্লে কি···

নেতা। ভারী দরদ যে···আমার পেটের ছেলে আমি বেশ করেছি, মেরে ফেলেছি তোমার কি! মায়ের চেয়ে যে মাসীর দরদ দেখছি বেশী, আবার সে মাসীও যেমন তেমন মাসী নয়···কার মাথা খেয়ে এসেছেন! কে ওটা! কার হাড় চিবিয়েছ! সোয়ামী!

বেহুলা চাহিয়া রহিলেন

নেতা। নে বাছা—বেঁচে ওঠ্! সত্যই তোর ক্ষিদে পেয়েছিল! রাগের মাথায় একেবারে মেরে ফেলেছিলুম। নে—এখন ওঠ্!

স্পর্শমাত্র বৃশ্চিক দাঁড়াইল

বৃশ্চিক। খেতে দে।

নেতা। তবে চল, আগে তোকেই খাইয়ে আসি! আয়! চল—

বেহুলা। দাঁড়াও মা! দাঁড়াও! তুমি কি স্বর্গের দেবী! মৃতের প্রাণ দান কর। কে তুমি মা। এক মুহূর্ত্তে দাঁড়াও—দয়া কর! দয়া কর মা!

নেতা। কি চাও তুমি? কি চাও!

বেহুলা। ভিক্ষা চাই! ভিক্ষা চাই! স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাই। ঐ বালকের যেমন পুনর্জ্জীবন দিলে আমার স্বামীকেও অমনি পুনর্জ্জীবন দাও—

বৃশ্চিক। মা, দেখ দেখি ওটা কি?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

নেতা। সর্ব্বনাশ! পালিয়ে আয়! পালিয়ে আয়!

বৃশ্চিককে লইয়া প্রস্থান

অন্ধকার হইতে ভূত প্রেতের আবির্ভাব

ভূত। মৃতদেহ কি প্রাণ পায়? তা হলে আমরাও পেতুম!

প্রেত। ক্ষুধা পেয়েছে। ভারি ক্ষুধা পেয়েছে। ঐ ছাড় ক'খানা দে—চিবিয়ে খাই।

বেহুলা। ভগবান্! ভগবান্!

করযোড়ে উর্দ্ধে তাকাইলেন

পিশাচ। আর সবুর সইছে না—দে—হাড় ক'খানা দে, তাজা হাড়, এখনো রস আছে—এখনও মধু আছে।

ভূত। দে, শীগ্গীর দে—ফেলে দে—

প্রেত। ভাল চাস্ তো ফেলে দে—আমরা খেয়ে বাঁচি।

পিশাচ। চিবুবো—চিবুবো—মনের সুখে ঐ হাড় ক'খানা চিবুবো!

বেহুলা। আলো—আলো—আলো দাও ভগবান! কারা আমায় গ্রাস করতে এসেছে। কারা আমার বুকের ধন কেড়ে নিতে এসেছে। ওগো সাবিত্রী—কোথায় তোমার আলো!

ভূত। দিবিনে…তবে তোকেই…

প্রেত। গিলবো…

বেহুলা। ভগবান্! ভগবান্!

সকলে। ধম্—ধম্! ভাল চাস্ তো—হাড় ক'খানা দে…

বেহুলা। অন্ধকার! আমায় গ্রাস করলে! আলো কই! আলো কই! তোদের ভাসিয়ে দেওয়া সন্ধ্যাদীপ সেও কি ডুবে গেছে? আমিও ডুবলুম ওরে সুবল, ওরে শ্রীরাম! আমিও ডুবলুম।

কঙ্কাল বুকে লইয়া ভেলার উপর লুটাইয়া পড়িল। অমনি চারিপাশে অনেক মাটীর প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। অনেক প্রদীপ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

ভূত প্রেতগণ। বাণ ছুঁড়েছে! বাণ ছুঁড়েছে!

প্রস্থান

অন্যদিক হইতে নেতা প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

নেতা। কি গো, ঘুমিয়েছ?

বেহুলা। (মুখ তুলিয়া) এ আবার কে? (চিনিতে পারিয়া) তুমি! তুমি এসেছ, ওগো জন্ম-মৃত্যুর কুহকিনী এসেছ…আমি যে তোমারই আশায় বসে আছি। কোথায় তোমার বাস? কি তোমার নাম বল?

নেতা। (বেহুলার দিকে হাত বাড়াইয়া) নেমে এস! তুমি যা চাও— তা আমি দিতে পার্ব্ব না। কিন্তু তার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বেহুলা। তুমিই পার্ব্বে—তুমিই পার্ব্বে—

নেতা। তবে এস !

বেহুলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল

নেতা। কি ! আমায় তুমি বিশ্বাস কর্চ্ছ না ?

বেহুলা। কে তুমি ? কে তুমি ?

নেতা। (হাসিয়া) আমার হাত ধরে নেমে এস—

বেহুলা। কোথায তোমার বাস ? কি তোমার নাম ?

নেতা। আমার নাম নেতা। আমি দেবতাদের কাপড় কাচি।

বেহুলা। দেবতাদের কাপড় কাচ ! দেবতাদের ?

নেতা। হাঁ, দেবতাদের—

বেহুলা। যমরাজের কাপড় কাচ ? যমরাজের ?

নেতা। সব, সব দেবতাদেরই কাপড় কাচি।

বেহুলা। তোমার বাস—তোমার বাস ?

নেতা। স্বর্গে—

বেহুলা। নিয়ে চল, আমায় নিযে চল। আমি তোমার হয়ে তোমার কাপড় কাচবো। তোমার দাসীবৃত্তি করবো। তুমি আমায় নিয়ে চল ; কোথায় স্বর্গ, কোথায় সেই অমৃতের দেশ ? হাত ধর। পথ দেখাও ! আমায় নিযে চল···

নেতা। কিন্তু সে আনন্দের দেশে, এ বেশে তোমার যাওয়া হবে না। তোমাকে আমি নর্ত্তকী বেশে সাজিয়ে নিয়ে যাব।

বেহুলা। সে কি !

নেতা। হ্যাঁ, তোমার অপূর্ব্ব নৃত্যে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে—তোমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে হবে।

বেহুলা। নিষ্ঠুর দেবতা-মণ্ডল!

নেতা। যদি মৃত-স্বামীকে আবার জীবিত দেখ্‌তে চাও দ্বিরুক্তি করো না।

নেতা হাত বাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া কঙ্কাল বুকে লইয়া বেহুলা ভেলা হইতে নামিয়া আসিল। স্বর্গ হইতে দীপ্ত রশ্মি পড়িয়া পদ্ম সৃষ্টি করিল

নেতার গীত

আমায় তুমি অশ্রু ধারে
ডাক দিয়েছ বারে বারে।
তোমার লাগি আকুল প্রাণে
দাঁড়িয়ে ছিনু খেয়ার পারে॥
পেয়েছি তাই তোমার দেখা
দুঃখের রাতে আজকে একা
অভয় তব হৃদয়খানি চিনেছি এই অন্ধকারে।
কল্প লোকের যাত্রী তুমি
তোমার দু'টি চরণ চুমি
যে পথে আজ চল্‌বো রাণী
মৃত্যু সেথা নিত্য হারে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গে দেবসভা

স্বর্গ। পশ্চাতে অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী···দূরে বহুদূরে নিরাশার মেঘের সহিত মিলাইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র বহিয়া মন্দাকিনীর স্তব্ধ রজত-স্রোত। মাঝে মাঝে শিলাখণ্ডের উপর রাগিণীরা এলোকেশ এলাইয়া দিয়া নীরব নিথর···হয়তো মূর্চ্ছিত। রাগ সকল প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ···ধূলিশায়ন। দেবতামণ্ডল কালিমা আচ্ছন্ন···প্রায় আড়ষ্ট

দেবরাজ ইন্দ্র। এ কি হ'ল! স্বর্গে আজ এ কি হ'ল!

সূর্য্য। এ জড়তা—এ কালিমা—এক দুর্ব্বহ শোকের পুঞ্জীভূত বেদনা—শুধু স্বর্গ সমাচ্ছন্ন করে নি—মর্ত্ত্যে দেখচি এর চাইতেও বেশী! বেহুলার কাতর ক্রন্দনে ধরণীর রস শুকিয়ে গেছে, গাছে আর ফুল ফোটে না—পাখী গান গায় না—নদীর জলে কলতান নাই—স্তব্ধ—বিশ্বপ্রকৃতি স্তব্ধ!—মুমূর্ষু প্রকৃতির আর্ত্তনাদ শুনে পালিয়ে এলুম স্বর্গে!

ইন্দ্র। স্বর্গে! স্বর্গেও যে মন্দাকিনীর প্রাণধারা স্তব্ধ···ঐ যে, স্রোত নেই, গতি নেই, ঐ স্তব্ধ রজত স্রোত, ও কি তবে বেহুলারই পুঞ্জীভূত বেদনা? ঐ রাগ, ঐ রাগিনী, নীরব, নিথর, পাষাণ! স্বর্গে আর সে শ্যাম সমারোহ নেই, ঐ বৃক্ষ পত্র ধূসর! ঐ মুকুলিত বৃক্ষের মুকুল ফুল হয়ে ফোটে না, অকালে ঝরে পড়ে! স্বর্গে আজ মৃত্যুর আভাস। স্বর্গে আজ মৃত্যুর পরশ! অথচ, যার দুঃখে স্বর্গে আজ এই দুঃখ, যার বেদনায় স্বর্গে আজ এই বেদনা, সে এক বালিকা, মর্ত্ত্যের এক বালিকা!

চন্দ্র। আমি দেখেছি সেই বালিকা! চতুর্দ্দশ বসন্তের সেই একখানি মন্দার মালা!

সূর্য্য। ধরণীর বুকে আনন্দের একটি ঝরণা! ঝরণার সেই নৃত্যে শিলাখণ্ড ভেসে যেত! ঝরণার সেই গানে পাখী কলস্বরে গান গাইত—পুষ্প কলি চোখ মেলত—আমার ঘুম ভাঙত—আমি সোনার রংএ তাকে সাজিয়ে দিতুম!—আজ সেই ঝরণা আর নাচে না! আর গায় না—স্তব্ধ হয়ে শুধু কাঁদে! শুধু কাঁদে!

দেবগণ। (অধীর হইয়া) কোথায় সে? কোথায় সে?

নেপথ্যে বেহুলার বেদনাবিধুর স্বরগাথা শোনা গেল :

"এ কি বেদনা ওঠে বাজি নিখিল ছেয়ে।
ঝরে আকুল আঁখি বারি অকূল বেয়ে॥"

সূর্য্য, চন্দ্র। (এক সঙ্গে) ঐ—ঐ তার বেদনা বিধুর স্বর গাথা—

সমুজ্জল বেশে সজ্জিতা কিন্তু তবু বেদনারই প্রতিমূর্ত্তি বেহুলা দেবসভায় প্রবেশ করিলেন। দেবতামণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

ইন্দ্র। তুমি কি চাও? তুমি কি চাও?

বেহুলা। (দুই চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার গাহিতে সুরু করিলেন)

"এ কি বেদনা ওঠে বাজি নিখিল ছেয়ে
ঝরে আকুল আঁখি বারি অকূল বেয়ে!"

দেবগণ। সহ্য হয় না! সহ্য হয় না! থামো বেহুলা! থামো! এ গান নয়—এ গান নয়—

বেহুলা। ত—বে?

দেবগণ। নাচো! নাচো! তুমি নাচো!

ইন্দ্র। নাচো বেহুলা—নাচো—তোমার নৃত্যে মন্দাকিনী নেচে উঠুক—রাগ রাগিণী জীবন লাভ করুক—স্বর্গ আবার স্বর্গ হোক্!

যম। বেহুলা! আমারি নাম যম! আমার কথা রাখ। তুমি দেবতা-মণ্ডলের মনোভিলাষ পূর্ণ কর—তোমার মনোভিলাষও পূর্ণ হবে!

বেহুলা। হবে?

দেবগণ। (সমস্বরে) হবে।

ইন্দ্র। নাচো বেহুলা—নাচো—সেই নাচ নাচো—যাতে বিশ্ব নিখিলের সকল বেদনা তলিয়ে যায়—

সূর্য্য। যাতে পাষাণের বুক বেয়ে ঝরণা নেচে নেচে নেমে আসে!

শিব। সেই নাচ—সেই নাচ—যে নাচে মুগ্ধ হয়ে যুগ হতে যুগান্তর সূর্য্য—আলো দেয়···চন্দ্র সারাটি রাত মুগ্ধ নেত্রে জেগে থাকে।

সকলে। নাচো, নাচো বেহুলা, তুমি নাচো!

বেহুলা। নাচব! নাচব! আমি নাচব!

বেহুলা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবগণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই নৃত্য সুধা পান করিতে লাগিলেন। মন্দাকিনীর রজতধারা চঞ্চল হইয়া উঠিল

বেহুলার গীত

আমার প্রিয় হে প্রিয় চির হে চির
তোমারে স্মরি হে স্মরণীয়
(আজি) মুগ্ধ হৃদি গুঞ্জ ওগো নিবিড় অনুরাগে।
আমার বিরহ ব্যাকুল আকুল গানে
আত্মহারা অধীর প্রাণে
দাঁড়াবে পুনঃ মূর্ত্তি ধরি মোর স্বপনের আগে
আনন্দ আজ অঙ্গে যে তাই রঙ্গে যে গো জাগে॥

নৃত্যগীত শেষে বেহুলা নৃত্যেরই ভঙ্গীতে নতজানু হইয়া দেবতামণ্ডলের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

দেবতামণ্ডল। পুরস্কার! পুরস্কার!

সকলে গলার মালা নিক্ষেপ করিলেন

নেতা। এই পুরস্কার! এই পুরস্কার! ওগো দেবতামণ্ডল! ঐ মৃত্যু-নৃত্যের কি এই পুরস্কার!

নেতা যাইয়া বেহুলাকে তুলিলেন। বেহুলা নেতার বুকে লুটাইয়া পড়িলেন। দেবতাগণ পরস্পর পরস্পরের দিকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে তাকাইলেন। বেহুলা আশাহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

ইন্দ্র। ও! স্বামীর পুনর্জ্জীবন? তা—

অন্যান্য দেবগণ। দেবরাজ! বেহুলার স্বামীর পুনর্জ্জীবন দান করে বেহুলাকে পুরস্কৃত করুন—

শিব। কিন্তু চাঁদ এখনো মনসার পূজা করে নি।

ইন্দ্রাদি দেবগণ। উপায়? তবে উপায়?

মনসার আবির্ভাব

মনসা। হাঁ, পুরস্কার! আর কেউ না দেয়—আমি দেব!

বেহুলা বিস্ময় বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন—তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিল এরূপ মনে হইল না

সকলে। জয় বিষহরী মনসা দেবীর জয়!

শিব। চাঁদ এখনো তোমার পূজা করেনি মনসা!…

মনসা। জানি…সে পূজা করে নি। জানি, আমি জানি। কিন্তু—

কিন্তু···এই তাপসীর···এই সতীকুলরাণীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে যদি সে পূজা পাবার আশা চিরকালের মতও অন্তর্হিত হয়···হোক! (বেহুলাকে) মা!

বেহুলা নরকঙ্কালটি সাগ্রহে আনিয়া মনসার পায়ের কাছে রাখিলেন

মনসা। (নরকঙ্কালটি আদর করিয়া হাতে লইয়া) সতীর পতি! ওঠ! জাগো!

মনসা নরকঙ্কালটি নামাইয়া ধরিলেন। গাঢ় অন্ধকার হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই যে আলো জ্বলিয়া উঠিল—তাহাতে দেখা গেল সেই নরকঙ্কালের স্থানে লক্ষ্মীন্দর দণ্ডায়মান। সম্মুখে মূর্চ্ছিতা বেহুলা। দেবগণ অদৃশ্য

লক্ষ্মীন্দর। বেহুলা! বেহুলা! তোমার তপস্যায় আমি পুনর্জ্জীবন পেলুম—কিন্তু সে কি তোমায় হারাব বলেই পুনর্জ্জীবন পেলুম! ওঠ বেহুলা—চোখ মেল—কথা কও—আমি তো জেগেছি বেহুলা, এইবার তুমি জাগো!

বেহুলা। কে?

লক্ষ্মীন্দর। তোমার সেই এক রাত্রির সাথী! কিন্তু ওগো আমার যুগ যুগান্তরের প্রেয়সী!···ওঠ···জাগো···রাত্রি শেষ হয়ে যায়···ভোর হয়ে আসে···বাসর রাতে ঘুমিয়ে কেন তুমি?···জাগো—জাগো—ওগো জাগো!

বেহুলা। তুমি? তুমি?

লক্ষ্মীন্দর। হাঁ···আমি···সেই শব···সেই গলিত মাংসপিণ্ড···সেই নরকঙ্কাল—তাকে যদি ভালোবেসে আদর করে বুকে ধরে রেখেছিলে, তবে আজ···তাকে পুনর্জ্জীবন দিয়ে নীরব কেন?

বেহুলা। ওগো!·· ওগো!···আমি কি তোমায় পেয়েছি?—ফিরে পেয়েছি? সত্য সত্যই পেয়েছি?···এতো স্বপ্ন নয়? মায়া নয়?···

লক্ষ্মীন্দর। তুমি আমার যুগ যুগান্তরের সত্য!···মিথ্যা নয়···মিথ্যা নয়··· কত যুগে তোমায় পেয়েছি···কত বার তোমায় হারিয়েছি···কিন্তু, ধ্রুবতারার মতই দু'জনে অক্ষয় অমর হয়ে, জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনরায় মিলেছি···আজো আবার মিললুম!

বেহুলা। জন্ম?···মৃত্যু?···কিন্তু এতো জন্মমৃত্যুর দেশ নয়। এ যে স্বর্গ!—মর্ত্ত্যে চল প্রিয়তম! মর্ত্ত্যে চল···কোথায় তার পথ?

নেতার প্রবেশ

নেতা। আজ আর পথের জন্য আমার মুখ চাইতে হবে না···ঐ যে পথিকবঁধু দাঁড়িয়েই আছে।

নেতার গীত

হারানো পথিক বঁধু ফিরেছে আপন ঘরে।
পালানো প্রাণের পাখী পেয়েছে বুকের 'পরে॥
মিলেছে সঙ্গিটি বেশ হৃদয়ের শূন্য তীরে
সোহাগে রাখ্‌বে ধরে হৃদয়ে বন্দী করে
যে পথে আজ দু'জনে চলেছ ফুল্ল মনে
সেখানে অন্য জনে মনেতে—আর কি ধরে॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চম্পক রাজপ্রাসাদ

গাঙ্গুড় নদী দেখা যাইতেছে

দ্বিতলে চাঁদ সদাগর…নদীপথে কোন ভেলা দেখা যায় কি না আকুল আগ্রহে লক্ষ্য করিতেছেন। নেড়া তাঁহার পার্শ্বে সমবেদনায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিম্নে একপার্শ্বে পর্দ্দাবৃত একটি কক্ষ

চাঁদ। (হঠাৎ যেন একটি ভেলা দেখিতে পাইলেন) নেড়া! নেড়া!… ঐ—ঐ—ঐ যে দেখছ না? ঐ—ঐ সোণার নৌকা—তাতে রূপালি পাল!—এসেছে! এসেছে! মা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে…দাঁড়াও মা…দাঁড়াও ‥আমি আসছি…আমি আসছি… লাফ দে…দে লাফ—

লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িতে উদ্যত। নেড়া তাঁহাকে ধরিয়া বাধা দিল

চাঁদ। খবরদার নেড়া…ছাড় বলছি ‥নইলে—

রুদ্রমূর্ত্তিতে নেড়াকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন

নেড়া। প্রভু!. প্রভু! ও…মার সে ভেলা নয়—ও অন্য নৌকা—ভালো করে চেয়ে দেখুন…

চাঁদ। কি বুদ্ধি! কি বুদ্ধি! আমার নরহরির কি বুদ্ধি!—ওরে মূর্খ! তারা…ভেলা…সেই তুচ্ছ ভেলা ছেড়ে দিয়ে সোণার নৌকায় রূপালি পাল তুলে দিয়ে বুঝি আসতে জানে না?

নেড়া।…তাও যদি হয়…ও নৌকা তো এ ঘাটে ভিড়ল না!…ও যে চলে যায়…চলে যায়…

চাঁদ। চলে যায়? চলে যায়?…বলিস কি নেড়া! চলে যায়?… (চীৎকার করিয়া) এই ঘাট! এই ঘাট! মা! ওগো আমার মণি! ওগো আমার মাণিক! এই ঘাট! এই ঘাট! ··নিশান… নিশান—নিশান কই? ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না! (উত্তরীয় খুলিয়া পাগলের মত উড়াইতে লাগিলেন) এই ঘাট! এই ঘাট!…এই যে আমরা পথ চেয়ে বসে আছি…এই ঘাট!

নেড়া। চলে গেল…তবু চলে গেল…

চাঁদ। চলে গেল? চলে গে—ল! (হতশ্বাসে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। হাত হইতে মশাল পড়িয়া গেল) ওরে নেড়া! চলে গেল! সে এল না! তারা এল না!

নেড়া। (সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন) প্রভু! প্রভু!

চাঁদ। কি নেড়া?

নেড়া। নৌকা ভিড়েছে!

চাঁদ। কই? কোথায়?

নেড়া। খিড়কীর দুয়ারের ঘাটে!

চাঁদ। বুঝেচি! তবে সে একা এসেছে! একলা এসেছে! ওরে নেড়া! দেখ…ভালো করে দেখ…কয়জন নামল!…একজন ··না দু'জন?

নেড়া। একজন।

চাঁদ। একজন? একজন? ভালো করে দেখ…ভালো করে দেখ— সত্যসত্যই কি একজন?

নেড়া। একজন ··একা…একলা!…আপনিই দেখুন না··

চাঁদ। দেখিনে !…দেখতে পাইনে ! যখনি ঐ গাঙ্গুড়ের দিকে তাকাই আমি সব ঝাপ্সা দেখি…ঐ গাঙ্গুড় আমার চোখের আলো কেড়ে নিয়েছে ! কেড়ে নিয়েছে !…দেখ্—দেখ্ নেড়া—একজন…না দু'জন?

নেড়া। (চোখ মুছিতে মুছিতে) একজন !—স্ত্রীলোক !…

চাঁদ। একজন ! একজন ! (কাঁদিয়া ফেলিয়া লুটাইয়া পড়িলেন) মা আমার পারে নি—ফিরিয়ে আনতে পারে নি ! (সহসা) নেড়া ! মা কি তবে ক্ষোভে লজ্জায়…ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইল ?…ডাক্…ডাক্ নেড়া…মাকে ডাক্…

নেড়া। ঘাট দিয়ে প্রাসাদে উঠে আসছেন !

কৃষ্ণ বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত একটি রমণী মূর্ত্তি নৌকা হইতে নামিয়া ঘাটপথে প্রাসাদে উঠিয়া আসিতে লাগিলেন

চাঁদ। আমার কাছে আসবে না !—আমার কাছে আসবে না ! অভিমানিনী আমায় মুখ দেখাবে না ! কোথায় গেল ? মা আমার কোথায় গেল ?

সেই রমণীমূর্ত্তি প্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন

চাঁদ। মা ! মা ! (ছুটিয়া কাছে আসিয়া বুকে লইবার জন্য বাহু বাড়াইলেন) মা ! আয় মা ! বুকে আয় !

রমণী মুখমণ্ডল হইতে আচ্ছাদন উন্মোচন করিলেন। সে মুখ "নেতা"র। চাঁদ আশাভঙ্গ জনিত আঘাতে সরিয়া যন্ত্রণায় কাতর হইলেন

নেতা। রাজা !

চাঁদ। কি মা ?

নেতা। আমি ভিক্ষা চাই !…দেবে ?

চাঁদ। আমি অসুস্থ।—পুরনারীদের কাছে গিয়ে আমার নাম করে যা ইচ্ছা হয় চেয়ে নাও—

নেতা। আমার ভিক্ষা সাধারণ ভিক্ষা নয় রাজা!

চাঁদ। আমার ভাণ্ডার খুলে দিতে বল···নেড়া ভাণ্ডার খুলে দিতে বল্!

ত্বরিৎপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। এবং নেড়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

চাঁদ। নেড়া!

নেড়া। প্রভু!

চাঁদ। সে নয়···সে নয়···

নেড়া। তুমি ঘুমাও প্রভু!

সস্নেহে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল নেতা সনকার কক্ষের সম্মুখে গিয়া গান গাহিতে লাগিলেন

নেতার গীত

আমি যে তাঁর পূজ্‌বো শ্রীচরণ!
যিনি শান্ত করেন সকল জ্বালা
সকল ব্যথার দুঃখ হরণ!
বিষ-হরি সেই দেবতার আমি সেবিকা আমরণ!
চাই না কোনো অর্ঘ্য-ডালা
ধূপ ধুনা দীপ বরণ মালা
কেবল দু'টি রক্ত কমল
ব্যথার রঙে রঙীন অমল
তাঁর বরণের উপকরণ!

ভিক্ষা চাই গো, ভিক্ষা চাই
যার মালঞ্চে ফুটেছে তাই
দিক্ সে এনে আমায় ভাই
শরণ যাচে এই অশরণ !

নেতার কণ্ঠস্বরে সনকার রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। দেখা গেল মনসাদেবীর উজ্জ্বল প্রতিমা···মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সনকা ধীরে ধীরে এক অঞ্জলি পদ্মফুল লইয়া বাহির হইলেন। গান শেষ হইবার সময় নেতা অঞ্জলি পাতিলেন—সনকা তাহাতে পদ্ম দিলেন···সকলে প্রতিমা সম্মুখে অঞ্জলি দিবার জন্য হাত তুলিলেন—কিন্তু···চাঁদ কখন আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিম্নে নামিয়া আসিযা গুরু-গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন "দাঁড়াও—" ! সকলে ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখেন চাঁদ। সনকা ও নেতা ব্যতীত সকলেই অঞ্জলি নামাইয়া নতমুখে দাঁড়াইযা রহিলেন

চাঁদ। শেষে এই ?···আমারি গৃহে···আমারি সম্মুখে·· শেষে এই ?

সনকা নীরব রহিলেন

চাঁদ। নেড়া ! (নেড়া ছুটিয়া কাছে আসিল) ঐ প্রতিমা চূর্ণ কর—

নেড়া। প্রভু !

চাঁদ। চূর্ণ কর—

নেড়া। (মাথা নাড়িযা মিনতিভরা চোখে অসম্মতি জানাইল) না—না—না !

চাঁদ। নেড়া ! শেষে তুইও ! ও—হো—হো···তুই—ও ! উত্তম। তবে আমিই—

প্রতিমার দিকে ধাবিত হইতেই

সনকা। (হৃতশাবা বাঘিনীর মতো)—কখনো না—

চাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন

সনকা। অনেক সহ্য করেছি! আর নয়! আর পারিনে!—(কাঁদিয়া ফেলিলেন) তুমি কি জানবে—তুমি কি বুঝবে—কোন্ আশায় আমি বিষহরির পূজা করি! সে বেঁচে উঠবে! মা বিষহরির কৃপায় সে বেঁচে উঠবে···তাই! তাই!

চাঁদ। সে কি শুধু তোমার?···আমার নয়? সে কি শুধু তোমারি একার···আমার নয়?

সনকা। সে তোমার আদরের খেলনা···আমার কষ্টের ধন!···তুমি বোঝ না···তাকে পাওয়া কতখানি কষ্ট! তাকে হারানো কতখানি কষ্ট! যে মা—সেই বোঝে···সেই জানে। তুমি নও···তুমি নও···

চাঁদ। আমি নই? আমি জানিনে? বুঝিনে?

সনকা। না—না—না!···তুমি তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরনি!··· তুমি তাকে দেহের রক্ত দুধ করে খাওয়াওনি!···তুমি তাকে লালন করনি···পালন করনি! তুমি এসে পেলে একটি খেলনা!··· হারালে সেই খেলনা! পূজায় বাজী রেখে—তোমার খেলনা হারিয়েছ ···আর আমি হারিয়েছি···আমার দুঃখের মাণিক! কষ্টের ধন!

চাঁদ। ওরে হতভাগিনী! কর পূজা! দাও অঞ্জলি! আমি বাধা দেব না! পুত্র হারিয়েছিলুম! আজ স্ত্রী হারালুম! পুত্র গেছে— স্ত্রীও গেল! নেড়া আজ আবার নতুন করে দামামা বাজাও— (দ্বিতলের সিঁড়িপথে উঠিয়া যাইতে যাইতে) নতুন করে ঘোষণা কর···এরাজ্যে মনসার পূজা আর নিষেধ নয়···ঘোষণা কর···কর ঘোষণা—

নেড়া। তাও পার্ব্বো না! তাও পার্ব্বো না!

চাঁদ। কেন পার্ব্বে না? ওরে অবাধ্য ভৃত্য! কোন অধিকারে আমি

আমার রাজ্যে মনসার পূজা নিষেধ কর্ব্ব ? আমার নিজের স্ত্রী—ও—হো—হো · মহাজ্ঞান হারিয়েছিলুম—ধন্বন্তরী ছিল। ধন্বন্তরী হারিয়েছিলুম, ছয়পুত্র হারিয়েছিলুম···শিবভক্ত লখীন ছিল। লখীন হারিয়েছি, বেহুলা হারিয়েছি—যাদের মুখ চেয়ে আজো বেঁচে আছি সেই স্ত্রী—সেই ভৃত্য—আমারি গৃহে আমারি চোখের সম্মুখে······! ঘোষণা কর—ঘোষণা কর—কে কোথায় আছ···ঘোষণা কর এ রাজ্যে মনসা পূজা আর নিষেধ নয়! যার নিজের স্ত্রী অবাধ্য সে প্রজাকে বাধ্য কর্ব্বে কোন অধিকারে ? ঘোষণা কর—ঘোষণা কর—

নেতা। জয় মনসা দেবীর জয়!

ছুটিয়া দলে দলে পুরবাসী-পুরবাসিনীদের প্রবেশ ..ও জয়ধ্বনি "জয় মনসাদেবীর জয়।"

চাঁদ। মহাদেব! মহাদেব! এ আমাদের পরাজয় নয়! এ আমাদের পরাজয় নয়! ওরা ভীরু! ওরা কাপুরুষ! ওরা উপর্য্যুপরি বিপদপাতে দুর্ব্বল! তুমি তো ভীরুর দেবতা নও···কাপুরুষের দেবতা নও! দুর্ব্বলতার আদর্শ নও! হাঃ হাঃ হাঃ চেঙ্গমুড়ী কাণী! এ তোমার জয় নয়···এ তোমার লজ্জা। আমার মতো ক্ষুদ্র এক মানবের শাসনের ভয়ে এরা তোমাকে এতদিন পূজা করেনি—আজ আমি সেই শাসন-রজ্জু যেই কেটে দিয়েছি···ওরা ছুটেছে তোমার পায়ে পদ্মফুলের ঢিল ছুঁড়তে! ঐ কি পূজা! পূজা শাসন মানে না···শাসন মানে না! পূজা করেছি আমি! তোমার বজ্রে আমি ভাঙিনি···তোমার আগুনে আমি পুড়েছি···কিন্তু মরিনি···! ওগো গৌরীশঙ্কর! যাক্‌ ওরা···চাইনে ওদের···চেয়ো না ওদের!

সনকা। যদি মায়ের ব্যথা বুঝতে! সন্তানকে দশমাস দশদিন গর্ভে

ধারণ করে তাকে লালন পালন করে···পরে তাকে হারোনো যে কি দুঃখ···যদি জান্‌তে, তবে, এত কঠিন হতে পার্ত্তে না তুমি···পার্ত্তে না···পার্ত্তে না···কখনই পার্ত্তে না !

চাঁদ। (নীচে ছুটিয়া আসিয়া সনকার মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া) বটে ! বটে। ওরে আমার একনিষ্ঠ সতীরে ! আজ এর পূজা কচ্ছ··কাল ওর পূজা কচ্ছ···কেন ? তাকে দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিলে সেই আবদারে ? না ? পেটে যখন ধরিনি, তখন সে না হয় আমারি খেলনা···কিন্তু···সেই···সেই যে দুধের বালিকা···সেই বেহুলা···যার সঙ্গে তোমার পুত্রের কোন রক্তের সংশ্রব ছিল না···যে হাসিমুখে তাকে খেলনার মতোই পেয়েছিল···সে ? সে কি আজ ভীরুর মতো···কাপুরুষের মতো শুধু চোখের জল অবলম্বন করে···পদ্ম দিয়ে পদ্মার পূজা কচ্ছে ? চারিদিকে জল—সম্মুখে পশ্চাতে অসীম অনন্ত শূন্যতা···একা···একলা···সাথী শুধু···এক নরকঙ্কাল···জলে, স্থলে, শূন্যে হিংস্র প্রাণীর ক্ষুধিত দৃষ্টি—রাত্রি নেই···দিন নেই···চলেছে···তবু চলেছে···আহার নেই···নিদ্রা নেই···তবু চলেছে···সে লখীনের কে ? তার সঙ্গে লখীনের রক্তের কি সংশ্রব ? (সহসা বিকট অট্টহাস্যে) পুত্র হারিয়েছি, আজ স্ত্রী হারালুম ! কারণ, সে আমার কে ? আমি তার কে ? (ব্যঙ্গে) আমি তো তাকে গর্ভে ধরিনি ! সে তো আমায় গর্ভে ধরে নি ! হাঃ হাঃ হাঃ !

সকলে মুখ নত করিয়া চলিয়া গেল। চাঁদও যাইতেছিলেন এমন সময় অন্তঃপুরের অন্তরে আবার শঙ্খঘণ্টা দামামা বাজিয়া উঠিল। চাঁদ উত্তেজিত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া নেড়াকে বলিতে লাগিলেন···

চাঁদ। ঐ···ঐ···আবার ! আবার !

নেড়া। (কাঁদিয়া উঠিল। পরে চাঁদের পাশে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া) চল প্রভু! চল···আমরা চলে যাই · এ রাজ্য হতে আমরা চলে যাই···চল···চল···শীগ্‌গীর্ চল—

চাঁদ। কেন নেড়া, কেন ?

নেড়া। এখানে আর দু'দিন থাকলে তুমি সত্য সত্যই পাগল হবে!

চাঁদ। বুঝেছি নেড়া, ওরা আমাকে গৃহ হতে বিতাড়িত না করে নিশ্চিন্ত হতে পার্চ্ছে না···কিন্তু নেড়া। আমি না দেশের রাজা? ভুলে গেছে···ওরা তা ভুলে গেছে···আমিও তা ভুলে গেছি! আমি ভুলে গেছি বলেই ওরা ভুলেছে···তাই আজ আমারি গৃহে আমারি চক্ষের সম্মুখে আমার হরগৌরীর অপমান···আমাকে আমার গৃহ হতে বিতাড়নের ঐ আয়োজন!···নেড়া! আমার সৈন্যদলও কি বিদ্রোহী ?

নেড়া। (নতমুখে নীরব রহিল)

চাঁদ। বল···বল নেড়া···দুর্য্যোধনও কি আমায় তুচ্ছ করে ?

নেড়া। কাজ নাই প্রভু এই বাদ বিসম্বাদে! রাজ্য ছেড়ে চলে এস··· পাহাড়ের গুহায় আমরা বাস কর্ব্ব···আমি তোমার সেবা কর্ব্ব···তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার ইষ্ট-দেবতার সেবা ক'রো···

চাঁদ। কেমন করে ছেড়ে যাই নেড়া···এই গৃহে পিতৃপুরুষদের চরণ ধূলি পড়ে রয়েছে···এই গৃহ আমার হরগৌরীর পীঠস্থান এই পুণ্য তীর্থ ত্যাগ করি কেমন করে নেড়া ?···এই গৃহে ছয় ছয় পুত্র হারিয়েছি··· এই গৃহেই আমার লখীন খেলাধুলা করে মানুষ হয়েছে···শ্মশান···আজ আমার গৃহ শ্মশান···ওরে নেড়া···কিন্তু আজ এই শ্মশানের মায়াই আমায় আচ্ছন্ন করেছে···গ্রাস করেছে···কেন ? জানিস ? শোন···

শোন—(হাত ছানি দিয়া নেড়াকে পাশে ডাকিয়া আনিল) সেই যে আমার মা—যার চোখে স্বর্গের আভা দেখেছি—যার মুখে অপার্থিব জ্যোতি দেখেছি···যার সীমন্তে অক্ষয় সিন্দূর লেখা দেখেছি···আমার সেই সাবিত্রী সমা বেহুলা-মা···বলে গেছে ফিরে আসবে···সে ফিরে আসবে···একা নয়···একলা নয়···দু'জনে···দু'জনে ! সেই আশা—সেই দুরাশা···(নেপথ্যে পুনরায় শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি) নেড়া ! —আমি রাজা—আমি স্বহস্তে (কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নাচাইতে নাচাইতে) ঐ বিদ্রোহ দমন কর্ব্ব···কি দুঃসাহস···কি ধৃষ্টতা···আমারি গৃহে···আমারি চোখের সম্মুখে—

নেড়া। চলুন···রাজা···চলুন আর এখানে নয়—অন্যত্র চলুন—নইলে দেখছি সর্ব্বনাশ হবে···সর্ব্বনাশ হল ! হায় ! হায় ! হায় ! ঐ তাঁরা এদিকেই আসছেন—

চাঁদ। হাঁ—এদিকেই আসছে···ঐ মন্দিরে পূজা দিতে চলেছে··এই তার পথ···এদিকেই আসছে···আমার এই শাণিত ছুরিকা নাচছে ! নাচে।—আমার রক্তের তালে তালে, প্রতিহিংসা-লোলুপ রক্তের তালে তালে নেচে উঠছে—রুদ্র নৃত্যে নেচে উঠ্‌ছে—থিয়া তাথৈ···থিয়া তাথৈ—এই সেই তাণ্ডব নৃত্য ! দেখেছিস ?···দেখ !

নেড়া। সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! ও—হো—হো সর্ব্বনাশ !

চাঁদ। থিয়া তাথৈ ! থিয়া তাথৈ ! থিয়া তাথৈ ! হাঃ হাঃ হাঃ থিয়া তাথৈ !

পূজা-মাঙ্গলিক হস্তে সনকা ও পুরবাসিনীরা প্রবেশ করিলেন

নেড়া ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে হস্তের ইঙ্গিতে চলিয়া যাইবার জন্য ইসারা করিতে লাগিল

সনকা। (চাঁদকে)·· শেষ পূজা! শেষ পূজা! ওগো প্রভু! ওগো রাজা!···আজ মনসা-মার শেষ পূজা!—তুমি তার শ্রাদ্ধ করবে—তার পূর্ব্বে আমার এই শেষ পূজা! · যদি বাঁচে···যদি ফেরে···যদি ফিরে আসে! শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে তাই এই শেষ পূজা।

চাঁদ। হাঁ···শ্রাদ্ধ হবে···কিন্তু তার পূর্ব্বে···যে আমায় এই শ্রাদ্ধ কর্ত্তে অকালে বাধ্য করেছে···আমার সেই পরম শত্রুকে তার আবাহন-কারিণী পূজারিণীর রক্ত তর্পণের শেষ শিক্ষা দিয়ে শ্রাদ্ধে বসব! —প্রস্তুত হও···মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও! (কঠোর স্বরে···কর্কশ স্বরে) হও প্রস্তুত···নতজানু হও—এই দেখ—(ছুরিকা দেখাইলেন)··· নাচছে—থিয়া তাথৈ! থিয়া তাথৈ!! থিয়া তা৺থৈ!!!

সনকা। (নতজানু হইয়া) প্রস্তুত।

অন্যান্য সকলে নতজানু হইলেন

সকল জ্বালা জুড়োক! আমিও বাঁচি—তুমিও বাঁচ!

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ—প্রস্তুত?

সনকা। প্রস্তুত।

চাঁদ। (সনকার বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিতে যাইয়াই হঠাৎ থামিয়া গেলেন। হাত কাঁপিতে লাগিল। ছুরিকা দূরে ফেলিয়া দিলেন) ···যাও···কর পূজা!···যাও ··কর পূজা—তুমি তার মা—কি জানি। সন্তানের মঙ্গল মা যত বোঝে···হয়ত···পিতা তত বোঝে না!··· তোমার পথ তুমি দেখ···আমার পথ আমি দেখি···ওরে নেড়া! শ্রাদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত?···আর বিলম্ব নয়···দুরাশার পাষাণ বুক হতে টেনে ফেলে না দিলে আমার শান্তি নেই!···ওগো শিব! শান্তি দাও—শান্তি দাও—জ্বালা—বড় জ্বালা—শান্তি দাও—শান্তি দাও—

বামহস্তে পদ্মপুষ্পের সাজি দক্ষিণ হস্তে লক্ষ্যের ব্যজনী লইয়া ডোমনীর বেশে, নৃত্যের তালে হাওয়া করিতে করিতে, বেহুলার প্রবেশ

বেহুলা। (সুরে)

আমার ব্যজনীর ওঠে সুশীতল বায়।
পুত্রশোক যে পুত্রশোক দূরে চলে যায়!
দূরে চলে যায়! দূরে চলে যায়! (ব্যজন)

চাঁদ। কে তুই?

সনকা। (ছুটিয়া কাছে আসিয়া) কে তুমি মা?

বেহুলা। (সুরে)

আমার ব্যজনীর ওঠে সুশীতল বায়!
যার বুকে যত শোক দূরে চলে যায়!
দূরে চলে যায়! দূরে চলে যায়!

চাঁদ। জুড়িয়ে গেল! জুড়িয়ে গেল! তাপিত প্রাণ জুড়িয়ে গেল! কে তুই মায়াবিনী, কে তুই?

সনকা। ওরে…ওরে…কে তুই! এ যে সেই চোখ…সেই মুখ…সেই স্বর! কে তুই…বল মা…কে তুই?

বেহুলা কোন কথা না বলিয়া ব্যজনী চাঁদ ও সনকার চোখের সম্মুখে ধরিলেন

সনকা। ওরে! এ যে লখীনের ছবি!

চাঁদ। ঐ যে আমার আর ছয় মাণিক…হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকে …ওরে লখীন! ‥ওরে লখীন!…তুই যে ওদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্…আয় বাপ! বুকে আয়…বুকে আয়।…

সনকা। ওরে! কেরে তুই! আমাদের সাত মাণিক ফিরিয়ে আনলি কে তুই…কে তুই মা?

চাঁদ ও সনকা পাখা ধরিতে আসিলেই বেহুলা পিছাইয়া গেলেন

বেহুলা। ···দাম ?···আমার ব্যজনীর দাম ?

চাঁদ। কত দাম ? · কি দাম চাও ? কে তুমি ?···

বেহুলা। আমি ডোমনী !

সনকা। কখনো না।···তুমি···তুমি··

চাঁদ। বে—হু—লা ?

বেহুলা কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নতজানু হইলেন।
এবং একটি প্রণামে লুটাইয়া পড়িলেন

সনকা। (ছুটিযা গিযা তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন) মা ! মা !

চাঁদ। সে কই ? কোথায সে ? পাবিস্‌নে ? তাকে আনতে পারিস্‌নি ?

লক্ষ্মীন্দরের প্রবেশ

লক্ষ্মীন্দর। এনেছে বাবা—আমাকে ফিবিযে এনেছে—

সনকা। মাকে মনে পড়েছে ? অভাগী মাকে এতকাল পর মনে পড়েছে ?

চাঁদ। ওবে···এ স্বপ্ন না সত্য ? ওরে—

সনকা ও চাঁদ ছুটিয়া জড়াইয়া ধরিতে গেলেই চোখের নিমিষে এক অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে সরাইয়া দিলেন···চাঁদ ও সনকা থামিয়া দাঁড়াইলেন

বেহুলা। মা-মনসা এদের পুনর্জন্ম দান করেছেন · ইন্দ্র নয···চন্দ্র নয···
বরুণ নয় ! ব্রহ্মা নয···বিষ্ণু নয · শিব নয !···মা-মনসা ! !
প্রতিদানে আমরা প্রতিশ্রুতি দিযে এসেছি বাবা, তুমি যদি তাঁকে
পূজা না কর···আমরা আবার তাঁরি কোলে ফিরে যাব···

চাঁদ। ফিরে যাবে ?

বেহুলা। হাঁ বাবা, তাঁকে পূজা কর, থাকবো, পূজা না কর, চলে যাব···

চাঁদ। বটে ?

বেহুলা। উপায় নেই বাবা !

চাঁদ। যদি আমি না যেতে দি ?

বেহুলা আকাশ হতে সাপ লাফিয়ে পড়ে কপালে দংশন কর্ব্বে !

সনকা। পূজা কর্ব্ব, আমিতো পূজা করি, কর্ব্ব, ষোড়শোপচারে পূজা কর্ব্ব !

বেহুলা। কিন্তু তিনি চান বাবার পূজা !

চাঁদ। তবে শোন বেহুলা !

বেহুলা। বলুন বাবা···বলুন···আপনি পূজা কর্ব্বেন ! চম্পকে আবার চাঁদের হাট বসুক···

লক্ষ্মীন্দর। বাবা !

সনকা। প্রভু !

চাঁদ কোন কথা না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন

লক্ষ্মীন্দর। মা !

সনকা। (চাঁদের সম্মুখে যাইয়া নতজানু হইয়া) প্রভু !

বেহুলা। চাঁদের সম্মুখে যাইয়া নতজানু হইয়া) বাবা !

সনকা। দয়া কর ! দয়া কর ? দয়া কর প্রভু !

চাঁদ। পার্ব্বো না ! যে হাতে দেবাদিদেবের পূজা করেছি···সেই হাতে··· না, পার্ব্ব না—পার্ব্ব না—কখন না।

প্রস্থানোন্মুখ—তৎক্ষণাৎ সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আবির্ভূত হইলেন

ব্রাহ্মণ। কার পূজা কর তুমি রাজা ?

চাঁদ। কে আপনি ?

ব্রাহ্মণ। কার পূজা কর তুমি রাজা ?

চাঁদ। আমি শৈব, শিবের উপাসক, একথা বিশ্বশুদ্ধ লোকে জানে, কে আপনি ?

ব্রাহ্মণ। দাম্ভিক রাজা !···বিশ্বশুদ্ধ লোক জানে তুমি শিবপূজা কর··· কিন্তু—তুমি শিবপূজা কর না—তুমি দম্ভের পূজা কর—অহঙ্কারের পূজা কর—আত্মম্ভরিতার পূজা কর !

চাঁদ। (কাঁপিয়া উঠিলেন) দম্ভের পূজা করি !—সে কি ?

ব্রাহ্মণ। হাঁ—শিবের কথা আর তোমার মনে পড়ে না···যখন পুষ্পাঞ্জলি দাও···তখন শুধু মনে কর···কি আমার তেজ···এত প্রলোভনেও··· এত পরীক্ষাতেও···এত বিপদপাতেও আমায় মনসা জয় কর্ত্তে পার্ল্লে না !···শোন রাজা ! পূজা···দম্ভের সামগ্রী নয়·· পূজা পূজারীর আত্মনিবেদন···পূজা আত্মার বিনয়। সেই আত্ম নিবেদন···সেই বিনয়···বহুকাল তোমার পূজা হতে নির্ব্বাসিত···দম্ভে তুমি অন্ধ ? অন্ধ বলেই সত্যিকার পূজা দূরে থাক তুমি তোমার আরাধ্য শিবের মূর্ত্তিখানি এক মুহূর্ত্তের তরে কল্পনা কর্ব্বার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পাও না !

চাঁদ। আমি ! আমি আমার মহাদেবের মূর্ত্তিখানি কল্পনা করবার অবসর পাই না এ কথা আর কেউ বললে তার রক্ষা ছিল না ব্রাহ্মণ !

ব্রাহ্মণ। বটে !···শিবের মূর্ত্তি তোমার মনে পড়ে ?

চাঁদ। এ অতি প্রগলভ প্রশ্ন !

ব্রাহ্মণ। তবে তোমার প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি অসম্পূর্ণ কেন ?

চাঁদ। অসম্পূর্ণ !

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, তাঁর জটায় শিরোভূষণ সর্প নাই কেন !

চাঁদ। নিরুত্তর রহিলেন)

ব্রাহ্মণ। জান না মূর্খ···শিবের শিরোভূষণ সর্প ? সমুদ্র-মন্থন কালে

অমৃত উঠেছিল। অমৃতপান কর্লেন দেবগণ। কিন্তু যখন বিষ উঠল…বিষ উঠে সৃষ্টি যখন ধ্বংস হয়…তখন সে বিষ পান কর্লেন ঐ শিব। তাই তিনি নীলকণ্ঠ আর সেই বিষেরই প্রতীক…ঐ সর্প! তুমি চাঁদ সদাগর…মনসার সঙ্গে বিরোধে…শিবকে সেই শিরোভূষণ হতে বঞ্চিত করেছ!…এই তোমার কীর্ত্তি!

চাঁদ। প্রভু! কে আপনি!

ব্রাহ্মণ। আমি ব্যথিত ক্ষুব্ধ শিবের দীর্ঘ নিশ্বাস!…যদি শিব বিরাট হন…যদি শিব অসীম অনন্ত হন…তবে ঐ মনসাদেবী তিনিও কি তাঁরই বিরাট অসীম অনন্ত রূপের অন্তর্ভুক্ত নন?…মনসা যে শিবাত্মজা! সকল দেবতাই যে সেই দেবাদিদেবের আংশিক রূপান্তর মাত্র!…যার এই জ্ঞান নেই অথবা যার ভেদজ্ঞান এত প্রবল…সে শিবপূজা করে না…সে মূর্খতার পূজা করে…সে ক্ষুদ্রতার পূজা করে…তার পূজা পূজা নয়…তার পূজা ব্যভিচার!

চাঁদ অনুশোচনায় কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন—
তন্মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন

চাঁদ। ওগো প্রভু! তুমি · তুমিই কি স্বয়ং আমার ইষ্টদেব! দেখা দাও, আবার দেখা দাও, ওগো অন্তর্য্যামী! ভুল করেছি, দোষ করেছি, পাপ করেছি—দেখা দাও, শাস্তি দাও, পায়ে তুলে নাও…

হঠাৎ শিব মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, তাঁহার পদতলে মনসা

শিব। মনসা আমার মানস-কন্যা, আমার আত্মজা। চাঁদ! তোমার পুত্রবধূর অলৌকিক তপস্যায় মুগ্ধ বিস্মিত প্রীত হয়ে সে তোমার নিকট হতে পূজা পাবার আশা ত্যাগ করে মহাদেবীর মতো বিপুল ঔদার্য্যে

তোমার পুত্রের প্রাণদান করেছে! আজ হয়ত লোকে মনে করবে এ তার পরাজয়। কিন্তু এই পরাজয়ে সে মহাদেবীর চাইতেও মহত্তর হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে⋯পূজা কর চাঁদ, পূজা কর তাঁকে, আমি প্রীত হব⋯আমি মুগ্ধ হব!

চাঁদ। কিন্তু, কিন্তু, যে হাত, তোমারি পূজায় উৎসর্গ করেছি, সে হাতে—

মনসা। বাম হাতেই আমায় পূজা দাও চাঁদ⋯আমি তাতেই প্রীত হব!

চাঁদ। (দুই হাতে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া রহিলেন)

সনকা। প্রভু! (চাঁদের সম্মুখে আসিয়া কর যোড়ে) মা স্বয়ং এসে তোমার হাতে পূজা কামনা কর্চ্ছেন, ডাকো ডাকো, মাকে ডাকো⋯ এস মা⋯এস⋯সনকার ঘরে এস!

বেহুলা। বাবা! ভালো কি আমাদের একটুকুও বাসো না? মা-মনসার বরে বড় আশা করে তোমার দুয়ারে ফিরে এসেছি⋯শুধু তো আমরাই আসি নি⋯স্বয়ং মা এসেছেন, সকলে তোমার মুখ চেয়ে আছি⋯আর কারো কথা না রাখো⋯তোমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা পালন কর⋯এই নাও বাবা⋯মার পূজার ফুল। (চাঁদের হাতে ফুল গুঁজিয়া দিলেন)

চাঁদ। ওগো শিবাত্মজা! বাম হাতের অপরাধ নিয়ো না!

দক্ষিণ হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া বাম হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা